প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়

১৩৬৭





দাম : চার টাকা মাত্র।



হাওড়া "শীশমহল" থিয়েটারে প্রথম অভিনয়
১৯৬৮ সালের ১৫ই আগস্ট।
প্রয়োগ কর্ত্তা—শ্রীএ. চ্যাটার্জী



এই নাটকের প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন
শিল্পী শ্রীঅমিয়রঞ্জন সিংহ



ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বাণীশ্রী প্রিণ্টার্স, ৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীরণজিত কুমার সামুই কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার ফলে
এই নাটক শীশমহলে অভিনীত হয়
সেই
শ্রীবিনয়েন্দ্র সিংহকে
( বিনু ভাই )
অজস্র স্নেহ আর কল্যাণ কামনা সহ
এই নাটক উৎসর্গ করলাম।

বিধায়কদা

## এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন

শ্রীঅসিতবরণ

শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র

শ্রীঅসীমকুমার

শ্রীতরুণকুমার

শ্রীমতী বনানী ভট্টাচার্য

শ্রীমতী লতিকা দাশগুপ্ত

এবং আরো অনেকে

## নাটকের চরিত্র

সাগর—ডাক্তারী ফেল করা যুবক

গৌর—ওর চাকর

সীতা—ওপর তলার মাদ্রাজী মেয়ে

অশোক—সাগরের বন্ধু

রত্না—চাকরীজীবি মেয়ে

প্রিয়ব্রত—রত্নার আত্মীয়

প্রশান্ত—রত্নার দাদা

সেবা—রত্নার পাশের ফ্ল্যাটের মেয়ে

বিষাণ—সেবার দাদা

বিভাস—রত্নার Boss

এ ছাড়া এদিকে ওদিকে আরো দু' চারটি চরিত্র।

# কিছু কথা

'দ্বিধা' প্রকাশিত হ'ল। যেহেতু এতে তিনটি মাত্র নারী চরিত্র, সেহেতু সৌখীন ক্লাবগুলির পক্ষে এর অভিনয় আয়ত্বগত হবে বলে আশা করি।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই এই নাটকের প্রযোজক প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে। অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন আর পরিকল্পনা দিয়ে তিনি এই ব্যবসা স্বরু করেছিলেন। কিন্তু হাওড়া-সালকিয়ায় নিয়মিত ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ চলেনা—সেইটেই আর একবার প্রমাণ হলো।

তিনি এবং তাঁর থিয়েটারের স্বযোগ্য ম্যানেজার শ্যামুদা ( শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী ) অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি।

আর একটি কথা বাংলা তথা অন্যান্য প্রদেশের যুব-চিত্তের কাছে নিবেদন করবো। একটি অভিনয়ে যারা অংশ গ্রহণ করেন, সেই শিফটার, ইলিকট্রীসিয়ান, নেপথ্য বাদকবৃন্দ, অভিনেত্রীরা—সবাই কিছু না কিছু পারিশ্রমিক পান। পায় না শুধু সেই মানুষটা—যার লেখা বই নিয়ে ওই উৎসব। চক্ষু লজ্জা ক'রে দেখেছি কেউ কিছু দিয়ে যান না। কাজেই লিখিতভাবে বলা থাকলো—'দ্বিধা' মঞ্চস্থ করার আগে—ক্লাবের অবস্থা বুঝে ৩০ টাকা, অথবা ৪০ টাকা নাট্যকারের সম্মান-দক্ষিণা যেন দয়া করে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের অন্য প্রদেশে এ ব্যবস্থা আছে। নেই শুধু পশ্চিম বাংলায়। এটা লজ্জার কথা।

আজ এই বই প্রকাশের আনন্দ-মুহূর্ত্তে সকলকে, থিয়েটারের বিভিন্ন

বিভাগীয় প্রতিটি কর্মীকে জানাই আমার অভিনন্দন এবং শুভ কামনা। এই সংগে আমার শুভকামনা ও আশীর্ব্বাদ জানাই শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীঅমিয় রঞ্জন সিংহকে, যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত এই নাটকের অপূর্ব্ব প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকে দিয়ে নাটকের বাহ্-মনোহারীত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে যাঁরা এই নাটক অভিনয় করবেন, তাঁরা আমাকে অভিনয়ের ফলাফল লিখে পাঠালে খুব খুসী হবো।

৬৪।২৮, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৩৭

বিধায়ক ভট্টাচার্য

যাঁরা এই নাটক অভিনয় করবেন—

পুরো মঞ্চটিকে দুটি ভাগে ভাগ ক'রে নিতে হবে। একটি পুরুষের ঘর, আর একটি নারীর। কক্ষ সজ্জায় ও আসবাবপত্রে যেন পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র মালিকানা বোঝা যায়।

কখনো কখনো দুটি ঘরেই একসংগে আলো জ্বালা থাকবে। যখন একই সংগে দুটি ঘরে অভিনয় হবে, অথবা যে ঘরে অভিনয় হবে—সেই ঘরে আলো জ্বলবে, অন্যটি থাকবে অন্ধকার। উত্তর কোলকাতা ও দক্ষিণ কোলকাতার রুচির ভিন্নতা যেন কক্ষ সজ্জা থেকে বোঝা যায়।

নাটকের কাল আধুনিক। কাজেই পোষাক-পত্র সম্বন্ধে বলবার নেই!

বিধায়ক ভট্টাচার্য

[ পরদা সরতেই দেখা যাবে—মঞ্চে দুভাগে ভাগ করা। পাশাপাশি ঘর বটে। কিন্তু দুটি ঘর দু অঞ্চলে। একটি উত্তর কোলকাতায়। আর একটি টালীগঞ্জের রিজেন্ট গ্রোভে। দুই ঘরে আসবাব পত্র দু রকমের। দু ঘরেই রেডিয়ো আছে। টেলিফোনও আছে। দর্শকের বাঁদিকের ঘরে থাকে একটি তরুণী, ডান দিকের ঘরে একটি যুবক। মেয়েটির ঘরে পেছন দিকে ছোট্ট এক ফালি কিচেন। কিচেনের পাশে ঘরে ঢোকার দরজা। ঘরে রেডিয়োতে সংগীত হচ্ছে। ডানদিকের ঘরে একটি যুবক বসে চিঠি পড়ছে। বাঁদিকের ঘরে তরুণী শাড়ীটা পাল্টে গুনগুন করে গাইতে গাইতে কিচেনে ঢুকে গেল। রেডিওর গান শেষ হল। ঘোষণা হল—

আকাশবাণী কোলকাতা। এতক্ষণ আপনারা যে রবীন্দ্র সঙ্গীতটি শুনলেন সেটি গেয়েছেন রুবী ভট্টাচার্য্য; পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা এখুনি শুনতে পাবেন :

আকাশবাণী কোলকাতা। এখন কীর্ত্তন গেয়ে শোনাচ্ছেন টুলু মুখার্জী। গানটির প্রথম কটি কথা হল "মথুরায় গিয়ে মথুরা পতি ভুলেছ অভাগী রাধারে।"

গান চলতে লাগলো। সুমিষ্ট কণ্ঠ। রেডিওটি খোলা ছিল লো ভল্যুমে।

চিঠি পড়া শেষ হলো। যুবক চুপ করে বসে রইলো। বেশ কিছুক্ষণ। কিছু যেন ভাবছে সে। মুহূর্তের জন্য ডুবে গেল যেন। পরক্ষণেই সেই ভাবটা কাটিয়ে সে উঠে পড়লো। জামাটা ছেড়ে ব্র্যাকেটে রাখলো। দেখা গেল মানুষটি সুঠাম দেহের অধিকারী। ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারী করলো। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। তারপর

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নীচে রাস্তার দিকে চেয়ে সিগারেট টান্‌তে লাগলো।

বাঁদিকের ঘরে কিচেনে তরুণীকে দেখছি শাড়ী ব্লাউজ পাল্টে গ্যাস উনুন নিভিয়ে প্যান থেকে গরম দুধটা কাঁচের গ্লাসে ঢালতে। এবার সে কিচেনের আলো নিভিয়ে দুধের গ্লাসটি হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো। আসবার সময় রেডিয়োটির ভল্যুম আরো একটু কমিয়ে দিয়ে এসে বিছানায় বসলো। টেলিফোন বাজলো। ডান হাতে গেলাসটা ধরে বাঁহাতে রিসিভার তুললো। তারপর বললো—কে?...কথা বলছি। কে?...বলছি আপনি কে? কে? ও! হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বুঝেছি। না। আপনার ডাক নামটার সঙ্গে এখনো খুব পরিচয় হয়নি। ভাল নামটাই জানি। এ্যা? (হেসে) না! বলছি—না! এখনি? না, অন্য কারণ কিছু নেই। আচ্ছা। আচ্ছা!

রিসিভার রেখে দিল। বাঁ হাতটা টেলিফোনের ওপর রইলো কিছুক্ষণ। কী যেন ভাবতে লাগলো সে। রেডিয়োতে তখন গান শেষ হয়ে গেল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি গিয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে দুধের গেলাসটা টেবিলে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মাথার কাছে টিপয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জেলে একটা বই পড়তে লাগলো।

## অন্য অংশে

যুবকের নাম সাগর মজুমদার। সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। হঠাৎ সে নীচের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো। চেঁচিয়ে বললো—এই অশোক! ওপরে আয়না!

এই বলে সে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে ডাকলো—

গৌর! গৌর!

গৌর ঢুকলো। বোঝা গেল চাকর।

গৌর। ডাকছেন ক্যানে ?

সাগর। এসেছিস ? দু কাপ চা এনে দিতে হবে যে বাবা।

গৌর। পয়সা দ্যান।

সাগর। এই নে।

পয়সা দিল। গৌর চলে গেল, দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল —আসতে পারি ?

সাগর। আয়, অশোক।

অশোক ঢুকলো। সাগরেরই সমবয়সী যুবক। দেখলো চেয়ে ঘরখানা। তারপর বললো—

অশোক। ও বাবা। টেলিফোনও আছে !

সাগর। হ্যাঁ। তবে আমার নয়।

অশোক। তোর ঘরে অন্যের টেলিফোন !

সাগর। হ্যাঁ। এ বাড়ীর মালিক এক বৃদ্ধা। বর্তমানে কাশীতে থাকেন। একমাত্র ছেলে মারা গেছে। তারই টেলিফোন। উনি দোতলার এই ঘরটা আমায় ছেড়ে দিয়ে গেছেন। তিনতলায় ভাড়া আছেন এক ইঞ্জিনীয়ার। নীচের তলায় রেঁস্তোরা। সব ভাড়া আদায় করে মাসে মাসে পাঠাই।

অশোক। আর তুই নিজে এই ঘরখানিতে এমনি থাকিস্ ? না ?

সাগর। হ্যাঁ।

গৌর চা নিয়ে এল। দুটো গেলাস বার করলো। কেটলী থেকে চা ঢাললো। তারপর টেবিলে রেখে চলে গেল। একটা গেলাস অশোকের হাতে দিয়ে সাগর বললো—

সাগর। নে। চা !

অশোক। হুঁ। তাহলে ভালই আছিস। সাগর?

সাগর। তা আছি। তুই কবে এলি কোলকাতায়?

অশোক। পরশু এসেছি। এসেই খোঁজ নিয়ে শুনলাম তুই ঠিকানা বদল করেছিস্! কোথায় গেছিস—কি বৃত্তান্ত, কেউ বলতে পারলোনা। তুমি যে বাগ্দা উত্তর কলকাতায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটে বাসা বেঁধেছো—তা কে জানে।

সাগর। তোর স্যুটকেশ বেডিং কই?

অশোক। সেগুলো রেখে এসেছি আমার এক মাসীমার বাড়ী। সে বাড়ীতেও জায়গা নেই। দুখানা ঘর। বারান্দা এক ফালি আছে, ভাবছি রাত্রে সেখানেই থাকবো।

সাগর। রাত্রে তুইতো আমার এখানেও থাকতে পারিস।

অশোক। থাক্ ভাই। কী দরকার আশ্রমপীড়া ঘটাবার?

সাগর। রাবিশ। আমার আশ্রম পীড়া ঘটবে কেন? চলে আয়।

অশোক। নারে। টানা পোড়েন করে আর দরকার নেই। কাল ভোরের গাড়ীতেই চলে যাব। তোর পুরোপুরি ডাক্তার হতে আর কত দেরী?

সাগর। ডাক্তার হওয়া আর হল কই? পর পর দুতিন বছর ফেল করাতে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে চাকরীর চেষ্টা করছি।

অশোক। তার মানে বেকার। খাস্ কোথায়?

সাগর। ওই যে চা দিয়ে গেল। আমার গৌর। আবার নিত্যানন্দও বটে। দিনরাত স্ফূর্ত্তিতে আছে। ওই রাঁধে দুজনের জন্যে।

অশোক। তাহলে আয় বলতে কিছুই নেই?

সাগর। গোটা দুতিন টিউশানী করি, তাছাড়া মাসের মধ্যে পনেরো বিশ দিন ওপর থেকে মাসীমা খাবার পাঠিয়ে দেন।

অশোক। মাসীমা?

সাগর। বললাম না তিনতলায় এক ইঞ্জিনীয়ার থাকেন? মাদ্রাজী। তাঁরই স্ত্রী।

অশোক। পুত্র কন্যা নেই?

সাগর। হ্যাঁ। কন্যা একটি আছেন। পরিস্কার বাংলা বলেন।

[ অশোক চারিদিক দেখে নিলো। ]

অশোক। ঘরের ভেতরটা এমন হতোকুচ্ছিত করে রেখেছিস কেন? জিনিষগুলো একটু গুছিয়ে রাখতে পারিস না?

সাগর। ঈশ্বরেচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে। চল্ বেরোই। কিছু খেয়ে আসি তোকে নিয়ে। ওঃ! কতদিন পরে তোকে দেখলাম অশোক!

অশোক। সেই কথাই বলবো যেতে যেতে! চল্!

[ সাগর ও অশোক বেরিয়ে গেল। গৌর ঘরে ঢুকে চা খাওয়া গেলাস দুটি নিয়ে ছোট ঘরে ঢুকলো। এবং কল খুলে ধুতে লাগলো বেসিনে ]

একটি অত্যন্ত ফর্সা রঙের তরুণী ঢুকলো। গৌর তাকে দেখে হাসিমুখে বেরিয়ে এল।

তরুণী। গৌরদা! কে এসেছিল রে?

গৌর। দাদাবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু।

তরুণী। ও! দেশে থাকেন বুঝি?

গৌর। হ্যাঁ।

তরুণী। যা, তুই সর্! ঘরটা আমায় পরিস্কার করতে দে।

গৌর। ( যেতে যেতে ফিরে এসে ) সীতাদি!

সীতা। ( কাজ করতে করতে ) কী রে?

গৌর। ওই অশোক বাবু—না? তোমার কথা জিগ্যেস করছিল।

সীতা। কে অশোকবাবু?

গৌর। ওই যে দাদাবাবুর বন্ধু।

সীতা। আহা: তাহলে তো আমি মরে গেলুম একেবারে। যা পালা!

গৌর চলে গেল। সীতা কাজ করতে লাগলো। ঘরটিকে পরিচ্ছন্ন করার কাজ। কাগজপত্র মেঝেয় কুড়িয়ে পেলে সেটি খুলছে-দেখছে, পড়ছে, তারপর ফেলে দিচ্ছে। ঘরে ঢোকবার সময় তার হাতে কাগজে মোড়া কি একটা ছিল। এখন দেখা গেল সেগুলি একগুচ্ছ সিজন্ ফ্লাওয়ার। কাঁচের গেলাসে জল ভরে সেগুলি টেবিলে রাখলো সে। তারপর আবার ঘর সাজানোয় মন দিল।

[ এই দিকের দৃশ্য অন্ধকার হ'য়ে পাশের ঘরে আলো জলে উঠবে ]

## অন্য অংশে

রিজেন্ট পার্ক—

মেয়েটি এতক্ষণ কাৎ হয়ে শুয়ে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে একটা বাংলা উপন্যাস পড়ছিল। এই বাড়ীর পাশের ফ্ল্যাটে একজন উৎসাহী যুবক ইংরেজী গান ধরলো। প্যাটবুনের গাওয়া……টেক্‌নিক্……টেক্‌নিক্……দু লাইন গাইলো সে। শুনলো মেয়েটি, একটু হাসলো। বাইরে রিক্‌সার ঠুংঠুং শব্দ শোনা গেল। রিক্‌সাটা বাইরে থামলো বোঝা গেল। কে যেন নামলো। তারপর শোনা গেল।

নেপথ্যে কণ্ঠ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিক্সা থাকবে। গাড়ীটা রেখে তার ওপর বসে বসে ঝিমো।

রিক্সাওলা। কেত্‌না দের হোগা বাবু ?

কণ্ঠ। কত আর হোগা বাবা? বিশ পঁচিশ মিনিট হোগা। বসে থাক্‌।

দরজা খোলার আওয়াজ হল। বারান্দার ওপর জুতোর শব্দ। মেয়েটি এতক্ষণ বই পড়ছিল। এইবার বইটা হাতে রেখে সেই অবস্থাতেই চাইলো। ঘরে ঢুকলেন একজন চল্লিশোর্ধ মানুষ। চুলে পাক ধরেছে সামনে কানের দু পাশে। পরণে খদ্দরের জামা, খদ্দরের জহর কোট। হাতে কিছু ফাইল। নাম প্রিয়ব্রত। চোখে চশমা মোটা ফ্রেমের। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ফাইলটা রেখে চেয়ারে বসলেন। রত্না এতক্ষণ কাৎ হয়ে শুয়ে তাঁকে দেখছিল। এবার উঠে বসলো।

রত্না। তুমি!

প্রিয়। খুব অবাক হলি মনে হচ্ছে।

রনা। সেটা কি অন্যায়? এত রাত্তিরে—

প্রিয়। অবাক্ হবার কারণ কোনটা? বেশী রাত্তির, না আমি?

রত্না। দুটোই।

বিছানা থেকে নেমে এল। তারপর বইটা বালিশের ওপর রেখে এগিয়ে এসে প্রিয়ব্রতের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো—

রত্না। বসো! বাড়ীর সব কে কেমন আছে বলো! ছোটবৌদি, কাকীমা, বাবা, পিসীমা, শিবু—

প্রিয়। সব ভালো। কিন্তু তোর চেহারা তো ভাল লাগছেনা রতন। কি হয়েছে?

রত্না। কই কিছুনা তো!

প্রিয়। কিছুনা বললেই আমি শুনবো? স্পষ্ট দেখছি, তুই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস। ভাবছিস বুঝি খুব?

রত্না। তা ভাবছি বৈকি। ভাবি কি জান ছোড়দা? ভাবি যে সারাজীবন আমি এই ভার বইবো কেমন করে?

প্রিয়। সারাজীবন তো নয়। কিছুদিন। যতদিন না শিবু বি-এ পাশ করে একটা চাকরী বাকরী করে—ততদিন। তা শিবুও তো এই ফাইন্যাল ইয়ারে উঠলো।

রত্না। হ্যাঁ। কিন্তু শিবু যদি পাশ করতে না পারে? শিবুও যদি বড়দার মত হ'য়ে যায়? তাহলে দোষ দেব কাকে?

প্রিয়। কাকে আবার? সেই চির-অশক্ত সর্বশক্তিমান ভগবানকে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানিস রত্নু? মনে হয় পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল, তখন ভগবান ছিলেন যুবক। যৌবনের সমস্ত এনার্জি দিয়ে এটাকে গড়ে তুলে যখন পৃথিবীর এলো যৌবন, তখন বেচারা ভগবান গেলো বুড়ো হয়ে। ফলে নানান্ গোলমাল। হাতের কাজে খুঁত। চোখের দেখায় ঝামেলা। উদোর পিণ্ডি বুদো বইছে, এদিকে বুদো তার পিণ্ডি দেবার লোক খুঁজে পাচ্ছেনা।

রত্না। তুমি এমন সব কথা বলো ছোড়দা যে মানুষ না হেসে থাকতে পারে না। মনে আছে—কতদিন মায়ের কাছে বকুনী খেয়ে রাগ হতো, আর তোমার কাছে গিয়ে তোমার কথা শুনে হেসে ফেলতাম। মনে আছে তোমার? খুব হাসাতে পারতে তুমি।

প্রিয়। খুব মনে আছে ভাই। ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়ে ওই একটি

কাজই তো perfectly করে গেলাম। সেটা হচ্ছে লোক হাসানো।

রত্না। দূর! কি যে বলো!

প্রিয়। Really; তুই বিশ্বাস কর্! সারা-জীবন আমি শুধু লোক হাসিয়ে গেলাম। ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখতে গেলাম। মাষ্টাররা হাসলো। যৌবনকালে তোর ছোট বৌদিকে বিয়ে করলাম, শ্বশুরের আর সব মেয়েরা হাসলো। non-co-operation ক'রে জেলে গেলাম, জাত-কয়েদীরা হাসলো। তারপর কংগ্রেস ইংরেজের কাছ থেকে দেশ নিলো। আমায় বললে—V. I. P সাজো। বললাম—পারবোনা। পার্ট মুখস্থ নেই, ষ্টেজে উঠে আওয়াজ ছাড়লেই ধরা পড়ে যাবো। Last laugh যেটা বাকী ছিল, সেটা তোর ছোট বৌদি হাসলো।

রত্না। কেন তুমি নিজেকে এমন ছোট করে দেখাও, আমি জানিনে ছোড়দা! কিন্তু আমি কি জানিনা—তুমি কি? ছোটবেলায় তোমাকে দেখে, তোমার সংগে মিশে আমরা খাঁটি মানুষ দেখেছি। বাবা যখন তোমার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন, তখন বারণ করেছিলাম আমরা। বলেছিলাম আমাদের মতো গরীবের ঘরে গরীবের মেয়ে আনো। লেখা পড়া জানা মেয়ে নিয়ে ছোড়দা সুখী হতে পারবেনা। ঠিক তাই হল।

প্রিয়। গুলী মার্ গুলী মার্ রত্ন। তোর কথা বল্।

রত্না। আমার কথা? আমি ভাল আছি। এবং আমি ভালো আছি বলে আমার বাবা, মা, ছোট ভাই, বোন-সব্বাই ভালো

আছে। বড়দা বৌদিকে নিয়ে বার্ণপুরে আছে। Prestige and Position এর খরচা কুলিয়ে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে পারেনা। কাজেই আমাকেই বাবার মেজ ছেলে সাজতে হ'ল।

প্রিয়। এসব রেডিও, টেলিফোন কি নিজেই করলি—না—

রত্না। না। কোম্পানীর মালিক দিয়েছে।

প্রিয়। মালিক দিয়েছে? [ ভালভাবে চোখ মেলে চাইল রত্নার দিকে ]

রত্না। হ্যাঁ। হাঁ করে চেয়ে রইলে যে! না ছোড়দা—You are hopless, absolutely hopeless. আরে, আমি India export Company'-র প্রৌঢ় বিপত্নীক মালিকের Personal steno. গরীব বুড়ো বাপ মাকে সুখী করবার জন্যে চাকরী করতে পারছি, আর আর চাকরী করতে এসে ধনী মালিককে খুশী করতে পারবোনা? এ আবার কেমন কথা?

প্রিয়। রতন! কোথায় চলেছিস?

রত্না। আজকের সমস্ত চাকরীজীবি বাঙালী মেয়ে যেখানে চলেছে। সেই ভীষণ অন্ধকার রাত্রির ভোর খুঁজতে ছোড়দা! তুমি একটা জীবন শুধু চরকা কাটলে আর হাড়ী ডোম মুচী মেথরের ছেলেগুলোকে লেখাপড়া শেখালে। বুঝলে না তো টাকা কি জিনিস। Money money money Brighter than sunshine, Sweeter than honey.

[ একটা ডিসে দুটো মিষ্টি আর একগোলাস জল এগিয়ে দিয়ে বললো—নাও, খাও! ]

( প্রিয়ব্রত খেতে সুরু করলো )

এদিক অন্ধকার হ'য়ে ওদিকে আলো জ্বললো।

আগের দৃশ্যাভিনয়ের মধ্যে আমরা দেখলাম সীতা ঘর সাজানো শেষ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো। মনের মতো হয়েছে দেখে মুখ ঘুরিয়ে বিছানার দিকে চাইল। বিছানার চাদর অবধি বদলে গেছে। সে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল। দূরে জানালার কাছে Cinema House এর নিয়ন সাইন 'ঝুম ঝুমকে' একবার জ্বলছে একবার নিভছে। সেই আলো অন্ধকারের প্রতিফলন হচ্ছে ঘরে। সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সীতা।

## অন্য অংশে

এ ঘরে টেলিফোন বাজলো। রত্না হাত বাড়িয়ে ধরবার আগেই প্রিয়ব্রত reciever তুলে কথা বললে—

প্রিয়। হ্যালো! হ্যাঁ, রত্না মুখার্জীর ফ্ল্যাট। আজ্ঞে? আমি কে? দেখুন এটা জেনে তো আপনার কোন লাভ হবে না। ধরুন আমি এ বাড়ীর চাকর। আপনি মিসেস মুখার্জীকে চাইছেন তো? আজ্ঞে? না, মিস্ কি মিসেস তা বলতো পারবো না। তবে রত্না মুখার্জীর ফ্ল্যাট বটে এটা।

রত্না। কে কথা বলছে—আমায় দাওনা।

প্রিয়। এঁ্যা? কি বলছেন? এই ফ্ল্যাট থেকে পুরুষ মানুষের গলা? অবাক লাগছে আপনার? ভারী দুঃখিত। আমি কিন্তু নিশ্চয়ই অবাক হতাম না এই ফ্ল্যাট থেকে আপনার গলা শুনলে। আজ্ঞে, কে আমি? ওই যে বললাম চাকর। হ্যাঁ। না, শিক্ষিত চাকর নয়—অর্দ্ধ শিক্ষিত। নিন্ কথা বলুন।

রিসিভার দিলো রত্নাকে।

রত্না। কে? হ্যাঁ বলুন। আমি কথা বলছি। না না ও কেউ না। হ্যাঁ, বাইরের লোক। এ্যাঁ! কেন এসেছে?
( প্রিয়ব্রতের দিকে চাইল ) তা কি করে বলবো কেন এসেছে? হ্যাঁ, এমনি ঢুকে পড়ে হুজ্জুৎ লাগিয়েছে। কী বলছেন? পুলিশ ডাকবো? দেখি যদি আর আধঘণ্টার মধ্যে না যায়, তাহলে পুলিশ ডাকতেই হবে। উপায় কী? না-না-রিভলভার নিয়ে আসতে হবে না। খুব Violent নয়। মিষ্টি মুখে যাও বল্লেই চলে যাবে।

রিসিভার রেখে দিল। হেসে বললো—

রত্না। শুনলে তো? শীগগির পালাও! নইলে কে কোত্থেকে রিভল-ভার নিয়ে এসে ঢুকে পড়বে—তখন বিপদে পড়ে যাবে।

প্রিয়। তাই দেখছি। তবে একটা ব্যাপারে খুব নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে তোর Protection এর জন্যে রিভলভারওলা লোকজন কিছু আছে।

রত্না। তা আছে বৈকি! রক্ষক আছে।

প্রিয়। এবং ভক্ষকও আছে?

রত্না। আঃ! ছোড়দা—Dont be vulgar! পৃথিবীতে স্পষ্ট কথা বলার যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন কথা হবে শুধু আভাসে ইংগিতে। তোমার গাড়ী কটায়?

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলো—

প্রিয়। আরো মিনিট দশেক থাকতে পারবো। হ্যাঁ, ভালো কথা। তোর সেই পুরোণো পেটের ব্যথাটা কেমন আছে রে?

রত্না। কলিক ব্যথা—দুধ খাবে ছোড়দা?

প্রিয়। হঠাৎ?

রত্না। (হেসে) আমি যা খাই তার থেকে বেঁচেছে একটু। খাবে?

প্রিয়। না।

প্রিয়ব্রত কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। একটু থেমে বললো—

প্রিয়। আজকে আমি এসেছিলাম তোকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করবো বলে।

রত্না Serious কথা?

প্রিয়। হ্যাঁ। অবিনাশের সংগে দেখা হয়েছিল। কিছু কথা বলেছে সে।

রত্না একমুহূর্ত প্রিয়র মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর বললো—

রত্না। আজ থাক্। রাত্তিরও হয়েছে, শরীরটাও ক্লান্ত। তুমি Party meetingয়ে তো কোলকাতায় আসছো প্রায়ই? তখন কথা কইবো আমরা।

প্রিয়। ঠিক আছে। তাই হবে। চলি তাহলে?

প্রিয়ব্রত যাবার জন্যে পা বাড়ালো। রত্না বসেই ছিল—উঠলো না। বললো—

রত্না। ছোড়দা, তুমি রাগ করে যাচ্ছো না তো?

প্রিয়ব্রত ফিরে চাইলো—

প্রিয়। এ রকম কথা কখনো তো জিগ্যেস করিস না—হঠাৎ আজ করলি?

রত্না। মনে হল।

প্রিয়। মনে হল? ভ্যাখ্‌, রতু, তোর মন সম্বন্ধে চিরদিনই আমার ভরসা কম। কারণ, দেখেছি অনেক কথাই তোর মনে থাকে। শুধু মনে থাকেনা নিজের মনের কথা।

রত্না। আমার উন্নতি আরো অনেক হয়েছে ছোড়দা। সে সব শুনলে তুমি তোমার চরকা থেকে চক্রটা খুলে নিয়ে আমায় মারতে আসবে।

প্রিয়। সে দোষ কি আমাদের?

রত্ন। না, দোষ তোমাদের নয়। দোষ কারো নয় ছোড়দা। আমার ভাগ্যের দোষ। নইলে বাড়ীর বড় ছেলে হয়ে বড়দা যে কর্তব্য করলো না,—বিয়ে করে বৌ নিয়ে সে আলাদা হয়ে গিয়ে প্যারালিটিক্ বাপ, বাতে পঙ্গু মা, ছোট ছোট নাবালক ভাই বোন গুলোকে উপোসের মুখে ঠেলে দেবে—এই বা কে জানতো? কিন্তু তাতে তো তোমরা চমকালে না। চমকালে—তোমাদের বাড়ীর মেয়ে রতু স্কুল ফ্যাইন্যাল পাশ করে সংসার চালাবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্টেনোগ্রাফী শিখে —কোলকাতায় চাকরী করতে এসে—কেন বদলে গেল, এই ভাবনা ভেবে।

প্রিয়। ভাবনা নয়, ভয়।

রত্না। কিন্তু কেন? কেন ভয়? কিসের ভয় ছোড়দা? সংসার তো ঠিকই চলছে।

প্রিয়। সেইটেই কি সব রতু?

রত্না। সব নয় ছোড়দা, সেইটেই একমাত্র। যাক্‌গে, তোমার বোধ হয় গাড়ীর সময় হয়ে এল।

প্রিয়। হ্যাঁ। আমি উঠি। কিন্তু অবিনাশের কথাটা—

রত্না। হবে। যদি ইতিমধ্যে তার বিনাশ না হয়।

প্রিয়। ছিঃ ছিঃ। কি বলছিস তুই?

রত্না। বলছি—বয়েস হয়েছে তো—তাই ভাবনা হয়।

প্রিয়। কার ভাবনা হয়? তোর?

রত্না। হ্যাঁগো। আমার।

প্রিয় চলতে লাগলো। রত্না সংগে চললো।

রত্না। ছোড়দা! ছোট বৌদির কথা তো কিছু বললে না?

প্রিয়। কি করে বলবো? সে তো আমার ওখানে থাকে না। কোলকাতায় থাকে।

রত্না। কোলকাতায় থাকে? সেকি!

প্রিয়। হ্যাঁ, রুলিং হাই কম্যাণ্ডের সংগে মেলামেশা ক'রে মূর্খ স্বামীর V. I. P না হবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

( রত্না চেয়ে আছে )

প্রিয়। হ্যাঁরে! মন্ত্রীরা তাকে খুব ভালবাসে বলে শুনেছি।

রত্না। বাড়ী যায় না?

প্রিয়। ন মাসে ছ মাসে যায় একবার। যা দু চারদিন থাকে, ক্রমাগত world politicsএর কথা বলে। গেল মাসে এসেছিল। বলে দিয়েছি—আর এসো না।

রত্না। কেন?

প্রিয়। বলেছি, ভাখো ভারতীয় রাজনীতির চাপে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে আছি। তুমি মাঝে মাঝে এসে সেই খাদ্যের অযোগ্য চিঁড়েগুলোকে বিশ্ব রাজনীতির চিটেগুড়ে ভিজিয়ো না। যাইরে!

রত্না। তুমি নাই বা গেলে আজ রাত্রে ছোড়দা? থাকো না আমার কাছে। বাড়ী গিয়েই বা কি করবে? আমার অনেক কথা আছে তোমার সংগে।

প্রিয়ঃ। পরে হবে। আজ যেতেই হবে রে! আমাদের পাড়ার সেই জগা কামারকে মনে আছে তোর?

রত্না। হ্যাঁ-হ্যাঁ। জগা দা।

প্রিয়। ওর ছোট ছেলেটার খুব অসুখ। পয়সা কড়ি নেই। চিকিৎসা তো করাতে পারে না! আজ দুদিন থেকে ছোঁড়াটা বায়না ধরেছে কমলালেবু খাবে! তাই নিয়ে যাচ্ছি অসময়ের কমলালেবু দুটো। আমার মনে হয় এই লেবু দুটো খেয়েই ও এবারের মত চলবে। ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। (রত্না চেয়ে আছে) তোকে একটা কথা বলে যাই রত্নু। কি হয়নি, কি হলোনা বা কি হতে পারতো, তা নিয়ে মাথা গরম করিস না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—ল্যাংড়া আম ফুরিয়ে গেলে ল্যাংড়া আম চাই-ই চাই বলে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে কোন লাভ নেই। তাতে হবে কি—অসময়ের আম হয়তো তুই পাবি—কিন্তু তাতে না থাকবে আমের স্বাদ, না থাকবে আমের জাত। চলিরে!

প্রিয়ব্রত বেরিয়ে গেল। জুতোর শব্দ, গেটের শব্দ, রিক্সার শব্দ, রত্না ফিরে এল। মাথাটা টেবিলে ঠেকিয়ে বসে পড়লো চেয়ারে। টেলিফোন বাজছে।···বেজেই চলেছে···একবার···দুবার···তিনবার··· চারবার···পাঁচবার। রত্না মাথা তুলে টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে টেবিলে রেখে দিল। আবার টেবিলে মাথা রাখলো। একটু পরেই

Dial tone শোনা গেলে সে মাথা না তুলে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল। রেডিয়োর ওপর যে ঘড়িটা ছিল তাতে রাত্রি দশটা বাজলো। রত্না উঠলো—সুইচটা টানলো কিচেনে ঢুকলো। সেই ছোট্ট দরজার মাঝখান দিয়ে আমরা দেখলাম সে ডিসে কিছু খাবার নিলো। এ ঘরের টেবিলে রাখলো। জল ভরে নিয়ে এসে কাঁটা চামচ দিয়ে বসে খেতে আরম্ভ করলো। এই খাওয়ার মাঝে মাঝে, হয়তো একটু ঝোল আনবে উঠে গিয়ে। তারপর মুখ ধুয়ে আসবে।

**অন্যঘরে**

উত্তর কোলকাতার ঘরের দরজা দিয়ে সাগর ঢুকলো। আলো জ্বাললো। তারপর তোয়ালে টেনে নিয়ে মুখ মুছতে শুরু করলো। সীতা ঢুকলো। হাতে একটা ডিসে মশলা।

সাগর। কি হল ?

সীতা। মশলা খেয়ে আসোনি, সেইটে দিতে এলাম। আর একটা কথা জানতে এলাম—তোমাকে আজ এত inattentive মনে হচ্ছে কেন ?

সাগর। অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি তোমার। হ্যাঁ, ঠিক। একটু অন্যমনস্কই আছি বটে।

সীতা। কেন ?

সাগর। আমার এক বন্ধু এসেছিল। তার কাছে কতকগুলো কথা শুনলাম, যেগুলো শুনবো বলে expect করিনি।

সীতা। তোমার বাড়ী থেকে কোন খবর এসেছে কি ?

সাগর। আমার বাড়ী ?' মানে ?

সীতা। হ্যাঁ। তোমার বাড়ী। যেখানে তোমার মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সব আছেন।

সাগর। তা এঁরা যে আছেন-ই—তা তোমায় কে বললো ?

সীতা। তার প্রমাণ তুমি আছ।

সাগর। আমি আছি বলেই তাঁরা থাকবেন ?

সীতা। ( হেসে ) অথবা ছিলেন।

সাগর। say that ! ছিলেন তো বটেই। নইলে তো আমাকে স্বয়ম্ভু হতে হয়। যাকগে। এবার পালাও ! রাত দশটা বেজে গেছে। আর দেরী করলে মাসীমা তোমায় বকবেন।

সীতা। হ্যাঁ, যাই।

যাওয়ার ভঙ্গী অনিচ্ছুক। দরজার কাছ থেকে বললো—

সীতা। আজ তোমার খাওয়ার কষ্ট হয়েছে—না ?

সাগর : ( বিছানার কাছে গিয়ে ) কেন ?

সীতা। আজ তো সবই ম্যাড্রাসী খাবার রান্না করেছেন মা। নো ভাত, নো ডাল, নো মাছের ঝোল। ওন্‌লী চাপটি, সব্‌জি এ্যাণ্ড ডাল !

সাগর। এ্যাণ্ড চাট্‌নি !

সীতা। চাট্‌নি !

সাগর। আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে সেই একই ডাল, একই চাল—একই মশলা—কী করে প্রয়োগ নৈপুণ্যে হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ আলাদা এক জাতের খাবার—

সীতা। শুধু চেহারাতেই নয়—স্বাদে, গন্ধে বর্ণেও আলাদা।

সাগর। ঠিক তাই।

সীতা। কিন্তু আমি তো শুনেছি বাঙালীরা গুজ্‌রাটি খাবার পছন্দ করে না।

সাগর। অন্য বাঙালীর কথা বলতে পারবো না। আমার নিজের খুব ভাল লাগে।

সীতা। বরাবর লাগবে?

সাগর। পাগল? ভালো লাগলে রোজই খেতে হবে নাকি? অরুচি ধরে যাবে যে!

সীতা সাগরের দিকে চেয়ে কি ভাবলো। তারপর বললো—

সীতা। এই বলছো স্বাদ ভাল, গন্ধ ভাল, রূপেও ভাল,—তা এমন ভাল লাগার বস্তুকে কেউ রোজ ভোগ করতে বললে অরুচি হবে কেন?

সাগর। Really সীতা, you are superb! আজ এই মুহূর্তে তোমাকে যদি কেউ দেখে, তোমার কথা শোনে, তাহলে সেকি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে যে তুমি বাঙালী নও—গুজ্‌রাটি?

সীতা। কেন ভাবতে পারবে? আমি তো হাতে রেখে বাঙালীকে ভালবাসিনি। আমি তো মুখ বদলাবার জন্যে বাংলা লেখা-পড়া শিখিনি। শিখেছি—বাংলাদেশের মাটিতে আমার জন্ম —আমি দেহে-মনে-চিন্তায়-স্বপ্নে বাঙালী হবো বলে। কিন্তু এখন কি ভাবছি জানো সাগরদা?

সাগর। কী?

সীতা। ভাবছি—তুমি যেমন গুজ্‌রাটি খাবার সম্বন্ধে বললে, তেমনি তোমার মতো যদি বলতে পারতাম যে রোজ রোজ বাংলায় কথা বললে—অরুচি ধরে যাবে যে!

(চলে যেতে যেতে বললো) তাহলে বোধ হয় ভালো হতো!

সীতা চলে গেল। সাগর একটু কাল চুপ করে বসে থেকে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর উঠে গিয়ে দরজার কাছ থেকে ডাকলো—

সাগর। গৌর! গৌর!

নেঃ গৌর। কি বলছেন?

সাগর। আমি দরজা দিচ্ছি। এ ঘরে তোর কোন কাজ নেই তো?

নেঃ গৌর। না।

সাগর দরজা বন্ধ করলো। সিগারেট টানতে টানতে বসলো চৌকিতে। নিজের মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে যেন সেই ধোঁয়াটাই দেখতে লাগলো। মুখটা নীচু করাতে চোখে পড়লো বিছানার চাদরটা। চাদরের প্রান্ত হাতে তুলে দেখলো। তারপর নিজের মনেই বললো—

সাগর। মরেছে! এই ব্যাটা গৌরকে নিয়ে আর পারা গেল না। এটা তো আমার বেড্‌শীট্ নয়। ও নিজেই কিনে আনলো, না—ডাইং ক্লিনিং থেকে বদল হলো। কে জানে।

মুখে একটা শব্দ করলো। তারপর সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলো। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এইবার দেখা গেল দূরে নিয়ন সাইনের আলো-ছায়া খেলা করছে তার ওপর।

**আর এক অংশে**

রিজেন্ট পার্ক। রত্না টেবিল ল্যাম্প জেলে সেই বইটা পড়ছে। পাশের কোন বাড়ী থেকে লো ভল্যুমে রেডিয়োর গান শোনা যাচ্ছে—

আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে
আসবে যদি শূন্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি
জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি।

কানে গেল রত্নার। সে চট্ করে উঠে নিজের রেডিওটা খুলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে বইটা উবুড় করে বুকের ওপর রেখে ওর সংগে গাইতে লাগলো—

গান। চাওয়া পাওয়ার পথে পথে
দিন কেটেছে কোন মতে
এখন সময় হলো তোমার হাতে
আপনাকে দিই আনি।

উত্তর কোলকাতা। রেডিয়োর সঙ্গে সাগর গাইছে।

গান। আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ অন্ধ করা।
তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয় ভরা।

উত্তর ও দক্ষিণ কোলকাতার দুটি ঘরে সাগর ও রত্না দুজনেই গাইছে। রত্না গাইতে গাইতে টেবিল আলো নিভিয়ে দিয়ে বেডল্যাম্প জ্বেলে দিল। ফিকে রঙীন আলোয় ভরে গেল ঘর। এধারে উত্তর কোলকাতার ঘরেও ঢুকছে "ঝুম ঝুমকে"র আলো ও ছায়া। গান চলছে—

জীবন দোলায় দুলে দুলে
আপনারে গেছি ভুলে
এখন জীবনমরণ দুদিক দিয়ে নেবে আমায় টানি।
জানি জানি বন্ধু জানি—
তোমার আছে তো হাতখানি।
আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে।

ঢং ঢং করে রেডিয়োর ঘড়িতে রাত্রি এগারোটা বাজলো। ঘোষণা হলো—এতক্ষণ রবীন্দ্র সংগীত গাইলেন হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়। আকাশবাণী কোলকাতা। এই সংগে এইখানে

আমাদের তৃতীয় অধিবেশন শেষ হল। আমাদের ঘড়িতে এখন এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড হয়েছে। জয়হিন্দ! রত্না উঠে গিয়ে রেডিও বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখে "বিজন ঘরের" গুন গুন শোনা গেল।

তারপর এক সময় থেমে গেল। দেখা গেল রত্না ঘুমিয়ে পড়েছে। উত্তর কোলকাতায় সাগরও ঘুমিয়ে পড়েছে। কোলকাতার পথে গোলমাল অনেক থেমে গেছে। আরো একটু পরে নিভে গেল "ঝুম ঝুমকে"র আলো। তবু কোলকাতার পথের আলোর এমন একটা প্রতিফলন ঘরে রইলো যাতে ঘরটি পুরো অন্ধকার হলো না।

হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকার করে উঠে বসলো রত্না। ডান হাত দিয়ে পেটের ডানদিকটা চেপে ধরে—বিছানা থেকে নেমে পড়ে ছুটে গেল কিচেনে।

আলো জ্বেলে ঢুকলো সে ঘরে। একটা শিশি বার করে নিয়ে এলো আর এক গেলাস জল। বড়িটা টপ করে জল দিয়ে গিলে ফেলে শুয়ে পড়লো। মিনিটখানেক শুয়ে থেকে উঠে বসে ছেলেমানুষের মতো যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগলো। দু চার জনকে ডাকলো। কিন্তু তাদের আমরা চিনিনা। শেষকালে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো যন্ত্রণায়। তারপর হঠাৎ উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার গলা শোনা গেল—

রত্না ॥ সেবা ! সেবা ! সেবা !

ওপর থেকে আওয়াজ হলো—

সেবা ॥ কে ?

রত্না। আমি রে ! আমি রত্নাদি। একবারটি নীচে আয়না ভাই ! আমার সেই পেটের ব্যথাটা হঠাৎ start করেছে।

সেবা। যাচ্ছি।

রত্না ঘরে ঢুকলো। সে পাগলের মতো করতে লাগলো হঠাৎ Phone এর কাছে এসে reciver তুলে dial করলো।

উত্তর কোলকাতার ঘরে ring হচ্ছে। একবার-দুবার-তিনবার-চারবার বাজতেই 'ও ! হেল।' বলে সাগর চৌকী থেকে নীচে নেমে Phone ধরলো। ধমক দিয়ে বললো—

সাগর। কী আপদ ! কে ! কি চাই এত রাত্রে ?

রত্না। ডাক্তারবাবু ! আমি রত্না।

সাগর। রত্না। ( হাঁ করে থেকে বললো ) রত্না মানে ?

রত্না। রত্না মানে রত্না মুখার্জী। রিজেন্ট পার্ক থেকে বলছি।······

সাগর। তা এত রাত্রে এই অধমকে স্মরণ করলেন কেন ?

রত্না। ( যন্ত্রণার আওয়াজ করতে করতে ) ও ! ডক্টর তালুকদার ! এই কি আপনার হিউমার করবার সময় হলো ? শুনুন··· আমার সেই ডানদিকের পেটের ব্যথাটা হঠাৎ একটু আগে দেখা দিয়েছে। আপনার সেই injection-টা নিয়ে শিগগির চলে আসুন ডাক্তারবাবু ! বুঝলেন ? একটুও দেরী করবেন না।

সাগর। কত নম্বরটা যেন বললেন ?

রত্না। ও! ডাক্তারবাবু! কতদিন আপনাকে বলেছি যে রাত্রে এই drink করার বদ্ অভ্যেসটা আপনি ছাড়ুন। ওতে রোগীর প্রাণ যায়। অত্যন্ত চেনা লোককে তখন আর চিনতে পারেন না আপনি। আমার নম্বর হচ্ছে— ফর্টি সিক্স্ প্লট সি—রিজেন্ট গ্রোভ। আমি রত্না—রত্না মুখার্জী। একটু মাথা ঠাণ্ডা করুন, তাহলেই চিনতে পারবেন।

পেছনে সেবা এসে দাঁড়ালো। রোগা মেয়ে কিন্তু মুখখানি সুন্দর। সে চুপ করে শুনতে লাগলো।

রত্না। কি হ'ল ? আসছেন কি ?

সাগর। পেটের ডানদিকে ব্যথা ?

রত্না। Hopeless ! হ্যাঁ আমার পেটের ডানদিকে, আর আপনার বুকের বাঁ দিকে ব্যথা। আপনার বুকের ব্যথা আমিই না হয় সারাবো, কিন্তু আমার পেটের ব্যথাটা আপনি দয়া করে সারিয়ে দিন। ও! ডক্টর তালুকদার! you are incorrigible ! এই হয়! জানেন ? একটা বাড়ীতে একলা মেয়েছেলে থাকলে এই হয় !

রেখে দিল phone, সাগর তখনো 'হ্যালো' 'হ্যালো' করছে।

রত্না। ও! তুমি এসে গেছ সেবা ? ভাই, একটু জল গরম করো ওরে বাবা! এবার আর বাঁচবোনা। ঠিক মরে যাবো ও। উঃ-উঃ-উঃ।

আছাড় খেয়ে পড়লো বিছানায়। সেবা কিচেনে ঢুকলো। গ্যাস ষ্টোভ জ্বাললো।

সাগরের ঘর ॥

সাগর তখনো phone এর কাছে দাঁড়িয়ে। ডানহাতের আঙুল দিয়ে কপালটায় ঘা মারছে। হঠাৎ তার কি মনে হওয়ায় reciever তুলে dial করতে গেল। থেমে গেল।

মনে পড়লো নম্বর জানেনা। মুখে কৌতুকের রেখা ফুটে উঠলো। কী যেন ভাবলো। তারপর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে পরনের পায়জামার দিকে চাইলো। নিজের মনেই বললো 'চলে যাবে'। দরজা খুলে ডাকলো।

সাগর। গৌর! গৌর! শুনে যা শিগগির!

তারপর তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে কিছু টাকা বার করলো। টেবিলের ওপর থেকে ছোট্ট একটা বাক্স নিয়ে পকেটে ফেললো। পেরেকে ঝোলানো ষ্টেথেসকোপটা পকেটে নিল। গৌর এসে দাঁড়ালো।

সাগর। শোন্! আমি একবার বেরোচ্ছি।

গৌর। বেরোচ্ছেন? কোথায় বেরোচ্ছেন?

সাগর। (চটলো) কোথায় আবার? ইয়েতে। ডিউটিতে। দিন দিন নতুন হচ্ছো নাকি? নাইট ডিউটি করতে হবেনা?

গৌর। কোথায়?

সাগর। কোথায় আবার? হাসপাতালে। আমি ডাক্তারী ছাড়লে কী হবে, ডাক্তারীতো আমাকে ছাড়েনি। বেশী রুগীপত্তর এসে গেলেই নাইটে ডিউটি দিতে আমাকে ডাকে। দোর

দিয়ে তুমি এ ঘরে শোও। বুঝেছ? যদি নাইট ডিউটি—নাইটেই শেষ হয়ে যায়, তবে তো চলেই আসছি। নইলে ভোরে। আর যদি গিয়ে দেখি অন্য কেউ ডিউটি করছে, তাহলে এখুনি চলে আসবো। বোঝা গেল আমার কথাগুলো?

গৌর। হ্যাঁ। যদি গিয়ে ছাখো লোক এয়েছেন, তাহলে কাজ করবে।

সাগর। ঠিক উল্টোটি বুঝে বসে আছে। দরজা দিয়ে শোও।

বেরিয়ে গেল। গৌর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাদুর আর বালিশ নিয়ে এল। দরজা বন্ধ করলো। তারপর মাদুর পাততে পাততে মনে মনে বললো—

গৌর। দাদাবাবুর মতিগতি বোঝা ভার। কালকেই বললে যে হাসপাতালে আর ডিউটি করতি হবেনা—আবার এখন বললে যে ডিউটি করতি চললাম। লে বাব্বাঃ।

মেঝেতে মাদুর পাতলো। বালিশ রাখলো। তারপর শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুরু করলো।

রত্নার ঘর ॥

সেবা জল গরম করে আনলো। হট্ ওয়াটার ব্যাগে ভরে নিয়ে এলো। রত্না তখনো ছটফট করছে। সেবা এসে ডাকলো—

সেবা। রত্নাদি! রত্নাদি!

রত্না। উঁ।

সেবা। এই ব্যাগটা নাও।

রত্না। ডাক্তারবাবু এসেছেন ?

সেবা। না। আসেননি। এখুনি এসে পড়বেন। কতদূর থেকে আসবেন ?

রত্না। কি জানি কোত্থেকে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। বেহালা থেকে—উ-উ-উঃ! ওরে বাবা! মরে যাচ্ছি আমি। এবার ঠিক মরে যাচ্ছি।

শিষ দিতে দিতে একটি যুবক বারান্দায় উঠলো। যাবার সময় দেখলো রত্নার ঘরের দিকে। দাঁড়াল। ঢুকলো ঘরে। যুবকের বয়েস বছর ছাব্বিশ। বোঝা যায় মদ খেয়েছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো সেবাকে, রত্নাকে। যুবকের নাম বিষান ব্যানার্জী। সেবার দাদা সে।

বিষান। সেবা! কি করছিস এখানে ?

সেবা। রত্নাদির অসুখ করেছে। attend করছি একটু।

বিষান। কে বললে তোকে attend করতে ?

সেবা। রত্নাদিই বলেছে। আবার কে বলবে ?

বিষান। কি হয়েছে ওর ?

সেবা। পেটে ব্যথা।

বিষান। ডানদিকে না বাঁদিকে ?

সেবা। ডানদিকে।

বিষান। লিভারে ব্যথা। মাল খেয়ে হয়েছে। কম করে খেতে বল্ না।

সেবা। আচ্ছা, তুমি কি দাদা ? অনয়াসে এই ঘরে দাঁড়িয়ে যা নয় তাই বলছো ?

বিষান। যা নয় তাই কোথায় ? লিভারে ব্যথা মাল না খেলে হয় না।

সেবা। আঃ। চুপ করো! একজন ভদ্রমহিলার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি আরম্ভ করলে বলোতো!

বিষান। কে ভদ্রমহিলা ? (রত্নার দিকে আড়চোখে চেয়ে) হুঁঃ। (আস্তে) ও যদি ভদ্রমহিলা হয়, তাহলে আমি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যেসাগর।

সেবা এবার এগিয়ে এল। ভাল করে চেয়ে দেখলো বিষানকে।

সেবা। ও! তাই বলো! আনন্দে আছো ?

বিষান। নিশ্চয়।

সেবা। সকলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছো। ফিরলে রাত্রি বারোটায়! তাও এই অবস্থায় ? আচ্ছা, তোমার কি একটু লজ্জাও হয়না দাদা ? একবারটি কেন ভাবোনা যে আর একবছর পরে বাবা রিটায়ার করবেন। তখন কি করবে তুমি ?

বিষান। এস্পেসাল কেস্ বলে চালিয়ে নিস্ ভাই। তুইওতো চাকরী করছিস!

সেবা। কিন্তু সে কটা টাকা ? তোমরা যদি রোজগার না করো, তাহলে টেলিফোনে চাকরী করে সংসার চালাবো কি করে আমি ? বলো। কি করে চালাবো ?

বিষান। এস্টক্ থেকে চালাবি। পয়া কড়িতো কিছু কিছু জমাচ্ছো বাবা। খবর আমি সব রাখি।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো রত্না। দৌড়ে গেল সেবা। ডাকলো "রত্নাদি—রত্নাদি" বলে। নীচু হয়ে রত্নার মুখটা দেখলো।

সেবা। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কিচেনে গিয়ে জল আনলো।

সেবা। তুমি আর সঙের মতো এখানে দাঁড়িয়ে থেকোনা। যাও!

বিষান। শোন্‌না।

সেবা। আঃ। মেজদা!

বিষান। তোর রত্নাদিকে বল্‌না—আমাকে বিয়ে করতে। আমি তোকে বলছি সেবা—এই রকম একটা মেয়ে যদি আমার বৌ হয়, সাতদিনের মধ্যে দেখবি আমি দশটা পাঁচটা অফিস করছি।

সেবা। ছি-ছিঁ! কাণ্ডজ্ঞান অবধি হারিয়েছো? যাও-যাও-যাও।

বিষান। যাচ্ছিরে বাবা যাচ্ছি। একি কুকুর বেড়াল তাড়াচ্ছিস নাকি? যাও-যাও-যাও। হুঁঃ।

বেরিয়ে গেল। যাবার আগে আর একবার দেখে গেল। সেবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রত্নার চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিতে লাগলো। মোটরের শব্দ হলো। কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর মোটরের আলো পড়লো। ঘুরে গেল আলো। বাইরে গাড়ী থামলো। সাগরের গলা শোনা গেল।

নেঃ সাগর। এই বাড়ী?

অপরিচিত গলা। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই যে আলো জ্বলছে।

সেবা উঠে গেল। দরজার কাছে দাঁড়ালো। উঠে এল সাগর। নমস্কার করলো সেবা। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সাগর বলল---

সাগর। কি হয়েছে আপনার বলুন তো!

সেবা। আমার নয়। ওই যে শুয়ে আছেন। রত্না মুখার্জী। পেটের ডানদিকে ব্যথা। কলিক-পেন—না ডাক্তারবাবু?

সাগর। তাই। এখন কেমন আছেন?

সেবা। অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সাগর এগিয়ে গিয়ে দেখলো রত্নাকে। ও পাশ ফিরে শুয়েছিল। আলতোভাবে হাতটা তুলে নাড়ী দেখলো। বললো—

সাগর। একটা injection দেবো।

সেবা। দিন।

সাগর টেবিলের ওপর জিনিষপত্র রাখলো। সবই নতুন কেনা দেখেই বোঝা গেল। সাগর injection দিল। তারপর ধুয়ে রাখলো সব। চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। বললো—

সাগর। আপনি কে ওঁর?

সেবা। সম্পর্কে কেউ না। আমি পাশের flatটায় থাকি। রত্নাদি একলা থাকেন তো! মাঝে মাঝে আমাকে ডাকেন—আসি, গল্প করে যাই। আচ্ছা—আপনি তো ওঁর ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান? অবিশ্যি ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান বলাটা হয়তো ঠিক হলোনা।

সাগর। কেন?

সেবা। আপনি ওঁর অফিসের ডাক্তার। আমাকে রত্নাদি বলেছেন যে সেই সূত্রেই আপনার সংগে ওঁর পরিচয়।

আর একটা চেয়ারে বসলো।

আচ্ছা আমার কথা কোনদিন শোনেননি রত্নাদির মুখ থেকে?

সাগর। (হেসে) শুনে থাকবো হয়তো। ডাক্তারী করি তো, কাজেই মানুষের রোগের কথা ছাড়া নামের কথা আর মনে থাকেনা। কি নাম আপনার?

সেবা। আমার নাম? সেবা ব্যানার্জী।

বাইরে থেকে ভারী গলায় কে ডাকলো—সেবা! সেবা উঠে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো—যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার বসলো চেয়ারে।

সেবা। রত্নাদির মুখে শুনে আমার কি রকম ভুল ধারণা জন্মেছিল। আমি ভেবেছিলাম আপনার বয়েস আরো বেশী হবে।

সাগর। Very unfortunate.

সেবা। না-না। unfortunate কেন হবে? বয়েস বেশী হলে ডাক্তাররা নিজেদের রোগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই রোগের চিকিৎসার জন্য কেউ ধর্ম নিয়ে পড়েন, কেউ রাজনীতি। তাই না?

সাগর। ঠিক তাই।

সেবা। রাগ করলেন আমার কথায়?

সাগর। না-না। খুশী হয়েছি আপনার চিন্তার বৈশিষ্ট্য দেখে।

আবার বাইরে থেকে আওয়াজ এল—

নেপথ্যে। সেবা! কি করছিস তুই? বাড়ী আয়!

সেবা। নাঃ। আর টিঁকতে দেবে না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমি যাই।

সাগর। বাঃ! আর আমি?

সেবা। আপনার তো এখন যাওয়া হতে পারেনা। রত্নাদির জ্ঞান হবে, ভিজিট নেবেন, তবে তো যাবেন। তাছাড়া আপনি ওর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। ওকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া আপনার উচিত হবে না।

সাগর। না। বলছি— একলা তো—তাই।

সেবা। একথা কেন বলছেন? গেলবছরে রত্নাদির যখন এরকম হয়েছিল, তখনতো শুনেছি আপনি একলাই সারা রাত্তির জেগে—সেবা করে ওকে ভাল করে তুলেছিলেন।

সাগর। ও। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

সেবা। তবে? চলি, নমস্কার।

সাগর। এ্যাঁ! হ্যাঁ—নমস্কার।

সেবা চলে গেল। নির্জন ঘর। সাগরের মুখ দেখে বোঝা যায় সে বিব্রত বোধ করছে। যাই হোক তবু সে বাইরে গিয়ে ট্যাক্সী ছেড়ে দিয়ে এল। আবার কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় আলো পড়লো। গাড়ী চলে গেল, সাগর ফিরে এল। দরজা ভেজিয়ে দিল, দু খানা চেয়ার কাছাকাছি এনে একটায় বসলো, আর একটায় পা তুলে দিল। তারপর গা এলিয়ে দিয়ে একটা হাই তুললো।

আলো কমতে লাগলো। একেবারে মুহূর্তকালের জন্যে অন্ধকার হয়ে আবার একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগলো। ঝাপসা কৃষ্ণচূড়া স্পষ্ট হলো।

গৌরের ঘুম ভাঙলো। সে "হরিবোল হরিবোল হরিবোল, জয় লক্ষ্মী জনার্দন, জয় মধুসূদন, হরিবোল হরিবোল হরিবোল" বলে উঠে বিছানার দিকে চাইলো। তারপর আপন মনে মাদুর গুটিয়ে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে সাগর। ইতিমধ্যে রাত্রে উঠে সে রত্নার একটা শাড়ী আলনা থেকে নামিয়ে এনেছে। সেটা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে আছে সে।

উঠে বসলো রত্না। চুল এলোমেলো, বেশবাস অবিন্যস্ত। উঠে বসে দুই হাঁটু উঠিয়ে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ বোকার মত

শকের দিকে চেয়ে রইলো। যখন বুঝলো পেটের ব্যথাটা সত্যিই নেই,-তখন সে বিছানা থেকে নামলো। থমকে দাঁড়ালো শাড়ী ঢাকা মূর্ত্তি দেখে। হাসলো। তারপর সেই দিকে চেয়ে বললো—

রত্না। কেন সারারাত্তির এভাবে কষ্ট করলি সেবা? চলে গেলেই পারতিস। আচ্ছা ঘুমো আর কিছুক্ষণ। আমি মুখটা ধুয়ে আসি। (দাঁড়াল) বাবা! পুরুষ মানুষের মত নাক ডাকছে মেয়ে তোর।

বাথরুমে ঢুকে গেল। সাগর ঘুমোচ্ছে। আরো পরিষ্কার হলো।

অন্ধকার

[ এঘরে আলো ]

সীতা এক কাপ চা নিয়ে ঢুকলো। কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাকলো—

সীতা। গৌর! গৌর!

গৌর ঢুকলো ঘরে।

গৌর। ডাকছো আমাকে?

সীতা। হ্যাঁ। সাগরদা কোথায়?

গৌর। আর বলো কেন? নাইট ডিউটি দিতে চলে গিয়েছে।

সীতা। কিসের নাইট ডিউটি?

গৌর। ওমা! কালরাত্তিরে শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ টেলিফোনে কথা বলে উঠিপড়ি ক'রে বললে ডিউটি করতে যেত্তি হবে। কোথায়? না হাসপাতালে। বললে, আমি ডাক্তারী ছাড়লে কী হবে, ডাক্তারী আমাকে ছাড়েনি। হাসপাতালে রুগীপত্তর বেশী এসে গেলেই নাইটে ডিউটি দিতে লাগে। ওমা! মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই হাওয়া। আমারে বলি গেল তুই ঘরের মন্ধি শুয়ে থাক্।

সীতা। হাসপাতালে নাইট ডিউটি। থাকগে! এই চাটা তুমি খেয়ে নাও।

গৌর। দাদাবাবুর নাম করি আনা চা! আমি খাবো দিদি?

সীতা। হ্যাঁ। তুমিই খাও। আর সাগরদা এলে আমায় একটা খবর দিও।

গৌর। দেব।

সীতা বেরিয়ে গেল। গৌর চায়ে চুমুক দিল।

[ এই অংশে আলো জললো ]

ঘুম ভাঙলো সাগরের। সে একলাফে উঠে বসে চাইলো বিছানার দিকে। কেউ নেই। চাইলো বাথরুমের দিকে। জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। আর দেরী করা চলে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে জিনিসপত্র ছড়ানো ছিল। পকেটে ভরে নিলো। প্রস্তুত হয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে—

বাথরুমের দরজা খুলে গেল। একটা মোটা টাওয়েলে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল রত্না। মুখটা ঢাকা ছিল বলে প্রথমটা দেখেনি। পরে মুখ থেকে টাওয়েল নামিয়ে গলা মুছতে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলো সাগরের দিকে। পুরো আধমিনিট। তারপর বললো—

রত্না। কে আপনি?

সাগর। আমি—মানে—

রত্না। আপনি মানে একজন অপরিচিত মানুষ, যাকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি, নাম জানি না, ধাম জানি না,-সেই আপনি —কেন ঢুকেছেন আমার ঘরে? শীগগির বলুন।

সাগর। আপনি ভুল করছেন। আমি তো এখন আসিনি। আমি রাত্রে এসেছি।

রত্না। রাত্রে এসেছেন ! ( চট করে একবার দেখে নিল )

সাগর। হ্যাঁ। ওখানে আমিই শুয়েছিলাম।

রত্না। আপনি শুয়ে—সেবা নয় ?

সাগর। না। সেবা দেবী যখন চলে গেলেন, তখন রাত বারোটা বেজে কয়েক মিনিট। তবে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন—injection দেবার সময়।

রত্না। Injection দেবার সময় ?

সাগর। আজ্ঞে হ্যাঁ। Injection দিয়ে ডাক্তারের একটু অপেক্ষা করা তো উচিত,—বিশেষ করে রাত্তির বেলায় ? অসুখটা যদি কোন serious turn নেয়—

রত্না। Serious turn মানে ?

সাগর। Serious turn মানে a turn which is serious.

রত্না। ( হেসে ) বুঝেছি। আপনাকে ডক্টর তালুকদার পাঠিয়েছেন ?

সাগর। না। তালুকদার নয়। তবে আমিও অবশ্য দ্বারবান। অর্থাৎ নামের শেষে দার আছে। তবে আমার দ্বারের আগে তালুক নেই, আছে মজুম।

রত্না। রসিকতা করবার চেষ্টা করবেন না। আপনিও তাহ'লে ডাক্তার ?

সাগর। হবার সম্ভাবনা ছিল।

রত্না। তার মানে ছাত্র। তা, এই ঠিকানায় experiment করার জন্তে একটা রোগী পাওয়া যাবে, এ খবর কে দিলো ?

সাগর। রোগী নিজে।

রত্না। কি রকম ?

সাগর। রোগী টেলিফোন করে আমাকে বললেন—পত্রপাঠ চলে আসুন। এবার আমি নিশ্চয়···মরে যাবো।

রত্না। ( চেঁচিয়ে ) সে তো আমি ডক্টর তালুকদারকে বলেছি।

সাগর। ( চেঁচিয়ে ) কিন্তু শুনেছেন মিঃ মজুমদার।

রত্না। কত নম্বর আপনার ?

সাগর। ৫৫-৫৬৩৮।

রত্না। আশ্চর্য্য ! ডক্টর তালুকদারের নম্বর হচ্ছে—৪৫-৫৬৩৮।

চুপ করে চেয়েছিল সাগরের দিকে। সাগর ফিরে এসে চেয়ারে বসলো।

সাগর। আমাদের কোলকাতায় যদি কোন ডাক্তার এইভাবে সারা রাত্তির আমার সেবা করতেন—ভোর বেলায় আমি কিন্তু তাঁকে এক পেয়ালা চা খাবার জন্যে নিশ্চয় অনুরোধ করতাম।

রত্না। দিচ্ছি চা। বসুন।

সাগর। ধন্যবাদ।

কিচেনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গ্যাসষ্টোভ জ্বাললো। কিন্তু দেখা গেল সে ক্রমাগত সাগরকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। সেবা ঢুকলো ; পোষাক দেখে মনে হয়—সে ডিউটিতে যাচ্ছে। হাসিমুখে বললো।

সেবা। সুপ্রভাত—ডাক্তারবাবু।

সাগর। সুপ্রভাত—সুপ্রভাত। আসুন মিস সেবা—

সেবা। ব্যানার্জী। কিন্তু মিস্‌টা মিস্ করুন। আমাকে সেবা বলেই ডাকবেন।

সাগর। আমাদের কোলকাতা হলে তাই ডাকতাম।

সেবা। এখানেও তাই ডাকবেন। ( হঠাৎ সচেতন হয়ে ) আমাদের কোলকাতা হলে—মানে? এটা কি কোলকাতার বাইরে?

সাগর। হ্যাঁ। Originally এটাতো সুতানুটি গোবিন্দপুর।

( দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রত্না শুনছে )

সাগর। Practically মফঃস্বল।

সেবা। মফঃস্বল?

সাগর। হ্যাঁ। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কালীঘাট ভবানীপুর-বালীগঞ্জ-টালীগঞ্জ কিংবা এই রিজেন্ট্‌-পার্কের লোকেরা যখন officeএ যান, কিম্বা শ্যামবাজারে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন বাড়ীতে কি বন্ধু বান্ধবের কাছে "একবার কোলকাতায় যাচ্ছি"—বলে যান কিনা?

সেবা। হ্যাঁ। তাই তো বলি!

সাগর। তাহলেই বুঝে দেখুন! দক্ষিণেশ্বর এঁড়েদা থেকে যা বলে কোলকাতায় লোক আসে—আপনারাও তা-ই বলে কোলকাতায় যান। বসুন।

সেবা। না বসবো না। ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। কেমন আছে রত্নাদি?

সাগর। ভাল।

রত্না। ( দরজার কাছ থেকে ) কি আক্কেল তোর বল্‌তো সেবা? তুই স্রেফ্‌ একটা লোককে আমার ঘরে বসিয়ে রেখে বাড়ী চলে গেলি?

সেবা। একটা লোক কি গো রত্নাদি? উনি তো তোমার স্রেফ্‌ ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান।

ঢোঁক গিললো রত্না।

রত্না। হ্যাঁ। তা বটে! তবে তোর আমাকে ওভাবে একলা ফেলে রেখে—

সেবা। উনি তো গেল বছরেও তোমার অসুখের সময় এইভাবে রাত্তির জেগে তোমায় ভাল করেছিলেন বলে শুনেছি।

রত্না। হ্যাঁ, ভাল করেছিলেন। কিন্তু গেল বছরের ঘটনা আর এ বছরের ঘটনা এক নাও হতে পারতো?

সেবা। কি বলছো তুমি? রোগ এক, রোগী এক, ডাক্তার এক, ঘটনা আলাদা হতে যাবে কেন?

রত্না। জানি না।

ফিরে গিয়ে যে কোন একটা কাজ করতে করতে—

রত্না। বলছি—কত রকমের বিপদ হতে পারতো। তা নয়—খালি এঁড়ে তক্কো করবে। কাল রাত্তিরে আমার কত বড় একটা ফাঁড়া গেছে—সে আমিই জানি।

(আবার একটা কাজে মন দিল)

সেবা। (চুপি চুপি) কি ব্যাপার? রত্নাদি রেগে এমন টং হয়ে আছে কেন?

সাগর। (চুপিচুপি) Injectionএর after-effect.

সেবা। ও! আচ্ছা, আমি চলি ডাক্তারবাবু—নইলে দেরী হয়ে যাবে। আবার দেখা হবে।

সেবা চলে গেল। রত্না দু কাপ চা নিয়ে ঢুকলো। এক কাপ সাগরের হাতে দিয়ে নিজেরটা নিয়ে বিছানায় বসলো। একটা চুমুক দিয়ে বললো—

রত্না। কি? গতরাত্রের অন্যায়ের জন্যে একটু একটু অনুতাপ হচ্ছে বুঝি!

সাগর। না। আমি তো আপনার অনুতাপ দেখবো বলে বসে আছি!

রত্না। Really! আমি কিসের জন্যে অনুতাপ করবো শুনি?

সাগর। বাঃ! একটা লোক সারা রাত জেগে আপনাকে সেবা করে সুস্থ করলো। তার বদলে ভোরবেলায় উঠে আপনি তাকে যা তা বলে অপমান করলেন। অনুতাপ তো আপনারই প্রকাশ করা উচিত।

রত্না। (চেঁচিয়ে) কিন্তু আপনি একটি ভদ্রমহিলার ঘরে অন্যায়ভাবে অনধিকার প্রবেশ করেছেন।

সাগর। (চেঁচিয়ে) কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত অসময়ে সেই ভদ্রলোকের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করবার জন্যে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন।

রত্না। (চেঁচিয়ে) সে তো আমি ডাঃ তালুকদারকে বলেছি!

সাগর। (চেঁচিয়ে) কিন্তু শুনেছেন মিঃ মজুমদার!

রত্না। বেরিয়ে যান আপনি।

সাগর। (শান্ত গলায়) চা টুকু খেয়ে নিই। প্রভাতের প্রথম চা— হাতের গুণে চিনি অবধি তেঁতো হয়ে গেছে। তবু গিলে যাই। আমাদের কোলকাতা হলে—

রত্না। Shut up—এটাও কোলকাতা।

জবাব শুনবার জন্যে না দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে পেছন ফিরে রেডিও খুলে দিতেই আওয়াজ এলো--

Radio—রাত্রের তাপমাত্রার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

রত্না। রাবিশ! রাবিশ! রাবিশ! (বন্ধ করে সাগরের দিকে চেয়ে) হয়েছে চা খাওয়া? চলে যান এবার।

সাগর চলে যাচ্ছিল।

রত্না। দাঁড়ান! (সাগর দাঁড়াল) ভিজিট কত আপনার?

সাগর। আমি তো ডাক্তার নই। ছাত্র। ছাত্রেরা তো ভিজিট নেয়না—বরং দেয়। জ্ঞানলাভের জন্যে। আপনি যা জ্ঞান দিয়েছেন, তার জন্যে আপনিই ভিজিট দাবী করতে পারেন। নমস্কার!

সাগর বেরিয়ে গেল। রত্না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগল। হঠাৎ দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে ডাকলো—

রত্না। শুনুন! শুনছেন? ও—ইয়ে! শুনে যান একবারটি।

একটু পরে সাগর এসে দাঁড়াল।

রত্না। তাহলে আপনি একবারও স্বীকার করলেন না—যে কাজটা আপনি অন্যায় করেছেন?

সাগর। আপনিই বা কই স্বীকার করলেন যে আমার কাজের জন্যে আপনি কৃতজ্ঞ!

রত্না। বেরিয়ে যান!

সাগর। নমস্কার!

সাগর চলে যেতে রত্না ধপ্ করে বিছানায় বসলো—

রত্না। আশ্চর্য্য! কি আনগ্রেটফুল লোকটা! না—আনগ্রেটফুল নয়—আনকালচার্ড। না—আনকালচার্ডও ঠিক নয়! লোকটা-আন্-আন্-আন্কমন্।

চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। তারপর নিজের মনেই বললো—( তার মনের কথা দর্শক মাইক থেকে শুনতে পাবেন )—

মাইক। একটু গোঁয়ার টাইপের মানুষ, তাই না?

রত্না। নিশ্চয় গোঁয়ার টাইপ। অতো করে বললাম যে অন্যা করেছেন, স্বীকার করুন। কিছুতে কি করলে!

মাইক। মানুষটা কিন্তু দেখতে বেশ। আর ভারী ভদ্র।

রত্না। খুব বাহাদুরী। রাত্তির বেলায় এক ভদ্রমহিলার ঘরে ঢুকে, চেনা নেই, শোনা নেই—একে পেটের ব্যথায় সে মরছে—তার ওপর তাকে ইনজেকস্‌ন ফিনজেকসন্‌ দিয়ে—

মাইক। কিন্তু সে তো এমনি আসেনি। তাকে টেলিফোনে ডেকে কাকুতি মিনতি করে আসতে বলা হয়েছিল।

রত্না। তাই বলে সারারাত্তির ঘরের মধ্যে বসে থাকবে নাকি?

মাইক। সেইখানেই তো সে প্রমাণ করলো তার মার্জিত রুচি আর কর্তব্যবোধের। বসে না থেকে সে যদি চলে যেতো, আর দরজা খোলা পেয়ে একটা চোর কি গুণ্ডা ঘরে ঢুকে খুন করে রেখে যেতো, কিম্বা সেবার ওই বিষান দাদাটাই যদি ঘরে ঢুকে পড়তো!

রত্না। ওরে বাবা!

মাইক। এক্ষুনি ওকে Telephone করে একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কত যেন নম্বরটা? হ্যাঁ—৪৫-৫৬৩৮।

রত্না reciever তুলে dial করলো। সাগরের শূন্য ঘরে ring হতে লাগলো। একবার……দুবার……তিনবার—গৌর দৌড়ে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু phone এর কাছে পৌঁছোবার আগেই রত্না নিজের মনে—'নাঃ। গরজ বুঝবে' বলে reciever রেখে দিল। এদিকের ঘরে গৌর phone ধরলো।

গৌর। হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো! (একটু শুনে) ধ্যাৎ!

গৌর phone রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রত্না আলনা থেকে ভাল শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি যখন নিচ্ছে, তখন

তার ঘরে phone বাজলো। রত্নার মুখটা খুশীতে আলো হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি এসে phone ধরলো।

রত্না। কে? এঁ্যা। ও। (যেন প্রত্যাশা বিফল হলো) হঁ্যা। বলুন স্যার। কেন? রাত্রে ঘুম হয়নি কেন? আমার কথা ভেবে? ওরে বাবা! কি সৌভাগ্য আমার। India export Company'র মালিক তাঁর personal Lady typist-এর জন্যে রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না—একথা শুনলে অন্য কোম্পানীর মালিকরা দুঃখিত হবেন যে! হোকগে? ও বাবা? তাহলে ভয়ানক অবস্থা বলুন। এঁ্যা! Office যাবার পথে আমায় তুলে নিয়ে যাবেন? বেশ! না, আমার কোন আপত্তি নেই। আসুন, আসুন। হঁ্যা। আমি readyই থাকবো। আচ্ছা-আচ্ছা।

রত্না phone ছেড়ে বাথরুমের দিকে এগোতেই দরজার ওপর বিষাণকে দেখা গেল। সে একটু ইতঃস্তত করে ঘরে ঢুকলো। রত্না দাঁড়িয়ে রইলো সে কি বলে শোনবার জন্যে। বিষাণ এসে সোজা চাইলো তার মুখের দিকে। বললো—

বিষাণ। কেমন আছেন?

রত্না। ভাল। আপনি ভাল?

বিষাণ। কি করে ভালো থাকবো? কাল রাত্রে আপনার ওই রকম ব্যথা দেখলাম। তারপর ঘরে একটা উটকো লোক ঢুকেছিল সে-ও এক ভাবনা হল।

রত্না। উটকো লোক মানে? যিনি এসেছিলেন, তিনি আমার ডাক্তার।

বিষাণ। ডাক্তার না ডাকাত কেমন করে জানবো? সেবা বললো—শুনলাম। আমি চোখেও দেখিনি।

রত্না। ও! না দেখেই আন্দাজে বলছেন? আচ্ছা আপনি আসুন। আমি একটু ব্যস্ত আছি।

বিষাণ। আমি বসি না ততক্ষণ?

রত্না। কেন?

বিষাণ। দুটো কথা আছে আপনার সংগে।

রত্না। আমার সংগে? না, আমার সংগে কোন কথা থাকতে পারে না আপনার। আপনি যান।

বিষান। আমি বলছিলাম কি, কেন খেটে খেটে জান লড়িয়ে দিচ্ছেন? আমাকে বিয়ে করুন। আমি খাটবো।

রত্না। যান, যান আপনি যান।

হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলো বিষাণকে।

রত্না। আপনাকে বিয়ে করার চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে মরা অনেক ভাল। যান।

বিষান। তা যাচ্ছি। ঠেলছেন কেন? হাতে লাগবে যে আপনার। বিয়ে করতে মন চায়না, না? তা চাইবে কেন? তাহলে যে রোজ রোজ গুড়া বন্ধ হয়ে যাবে!

রত্না। (বিকট চীৎকার করে) যা—ন!

বিষান দুকানে হাত চাপা দিয়ে চলে গেল। রত্না একটুকাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

## আর এক অংশে

উত্তর কোলকাতার ঘরে ঢুকলো সাগর আর অশোক। সাগর ঘরে ঢুকে ডাকলো—

সাগর। গৌর! গৌর!

গৌর ঢুকলো।

সাগর। দু পেয়ালা চা নিয়ে এস।

গৌর। ভোরবেলায় চা নিয়ে এসে সীতাদি ফিরে গেছে।

সাগর। সব্বোনাশ হয়ে গেল তা'হলে। বকিয়োনা। যাও—চা নিয়ে এস।

গৌর বেরিয়ে গেল। অশোক বসলো একা চেয়ারে। পকেট থেকে ইনজেক্সনের জিনিষপত্র বার করে যথাস্থানে রাখলো সাগর। তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। অশোককে দিল। কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—

সাগর। কথা বল্।

অশোক। ভাবছি। তোকে আচমকা দেখে চেঁচিয়ে উঠলো না?

সাগর। না। ওইটেই beauty. কথা অবশ্য দু পক্ষেই হয়েছে। উনি আক্রমণ করেছেন, আমি শুধু আত্মরক্ষা করেছি।

অশোক। Telephone পেয়েই তুই বেরিয়ে গেলি?

সাগর। হ্যাঁ। আরে বাবা এক বছর পরে তো ডাক্তার হবোই। আর এসব পেটের ব্যথা ট্যথা এগুলো কিছুই নয়। দুটো কথা বুঝেছিলাম। এক হচ্ছে ভদ্রমহিলা খুব কষ্ট পাচ্ছেন—দুই—তিনি একলা একটা ফ্ল্যাটে থাকেন।

উঠে পায়চারী করতে লাগলো।

সাগর। কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছিল জীবনের সব কিছু dull হয়ে যাচ্ছে—কয়েকটা দিনের জন্যে পালাব কোলকাতা থেকে। এমন সময় এই ধরণের adventure এর call কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে? তুই বল্।

অশোক। দেখতে কেমন?

সাগর। Very sharp. ধারালো তলোয়ারের মত দেহ আর সব চাইতে আকর্ষণ হচ্ছে ওর কথা কওয়ার ভঙ্গী। অপূর্ব!

গৌর চা রেখে গেল। দুজনে খেতে লাগলো।

অশোক। তাহলেও অপ্রীতিকর ব্যাপার একটা যখন ঘটেছে, তখন তোরই এগিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

সাগর। কিন্তু অশোক। এমনিতে হয়তো আরো দু একটা দিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ক্ষমা চাইলে তো তৎক্ষণাৎ ডিস্‌মিস্ হ'য়ে যাবো।

অশোক। না-না, আমার মনে হয় তুই আগে ক্ষমা চাইলে উনি আরো খুশী হয়ে তোর সংগে—

সাগর। ...আলাপ করতে চাইবেন?

অশোক মাথা নেড়ে approve করলো কথাটা। কাপটা টেবিলে রেখে অশোক উঠলো।

অশোক। আমি যাচ্ছি রে। যদি ও বাড়ী থেকে কিছু জিজ্ঞেস করে—কি বলবো?

সাগর। বলবি—আমার সংগে দেখা হয়নি তোর।

অশোক। ঠিক আছে। তাই হবে। (চলতে চলতে) কিন্তু বন্ধু, আর একটি পা ফেলবার পূর্বে অন্ততঃ বার দশেক ভেবো। বুঝলে?

ভেবো—এদের কথা—ওদের কথা—এবং তাদের কথা। চললাম। সামনের মাসে আসবো আবার।

সাগর। চল্ এগিয়ে দিই তোকে।

বেরিয়ে গেল দুজন। গৌর ঢুকে কাপ দুটো নিয়ে একটু দাঁড়াল। কী যেন ভাবলো। বললো—

গৌর। নাঃ। এ নাইট ডিউটি নয়। আমি কিরিয়া খেয়্যা বলতে পারি—এ নাইট ডিউটি নয়

গৌর বেরিয়ে গেল।

**অন্য অংশ**

রিজেণ্ট পার্ক: বাথরুম থেকে একেবারে তৈরী হয়ে বেরোল রত্না। স্নানের পর ভারী স্নিগ্ধ আর মার্জিত দেখাচ্ছে তাকে। এসে dressing table এর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিজেকে দেখলো। বাইরে মোটরের শব্দ হল। রত্না তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজার খিলটা খুলে দিল। গাড়ীর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। জুতোর শব্দ। বাইরে থেকে কে যেন বললো—

নেপথ্যে। ভেতরে আসতে পারি?

রত্না। আসুন—আসুন!

দরজা ঠেলে একটি স্যুটপরা মানুষ ঢুকলেন ঘরে। India Export Companyর মালিক বিভাস চৌধুরী। ঘরে ঢুকে চেয়ে দেখলেন রত্নার দিকে।

রত্না। কি হল—বসুন। অমন করে কি দেখছেন?

বিভাস। তোমাকে দেখছি। সত্যি অপূর্ব দেখাচ্ছে।

রত্না। সর্ব্বনাশ! আজকেই এই দুর্ঘটনা ঘটলো,—না এর আগেও দু একদিন আমাকে অপূর্ব দেখেছেন?

বিভাস। তুমি ঠাট্টা করছো?

রত্না। ওরে বাপ্‌রে। তাই কখনো পারি? আপনাকে ঠাট্টা করবো —আমার চাকরীর ভয় নেই?

বিভাস। (হেসে) চাকরীর ভয় তুমি করো?

রত্না। করি না? অভাবের সংসার! বাবা মাকে টাকা পাঠাতে হয়। নিজের—

বিভাস। নিজের—?

রত্না। না। ভুল বলেছি। নিজের জন্যে কিছু কিনতে হয় না। সে যেটুকু প্রয়োজন—যা প্রয়োজন সবই আপনি দেন।

রেডি হচ্ছে বাইরে যাবার জন্যে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো বিভাস। একটু থেমে বললো—

বিভাস। রত্না!

রত্না। আজ্ঞে?

বিভাস। তুমি জানো—তোমার মুখের এই 'আপনি' 'আজ্ঞে' আমি সহ্য করতে পারিনা। কতদিন তোমাকে বলেছি—ওগুলো বাদ দিয়ে সহজ হও সুন্দর হও।

রত্না। (টেবিলের কাছ থেকে আড়চোখে চেয়ে) ওটুকু থাক্!

বিভাস। কিন্তু কেন? কেন থাকবে?

রত্না। আপনাকে যা দিয়েছি—যতটুকু দিয়েছি, আপনি কি মনে করেন জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করুন—হাতে আমি কিছু রাখিনি। শুধু রেখেছি আপনার সংগে কথা বলার—আপনাকে সম্বোধন করার—ওই আপনি=আজ্ঞে শব্দগুলো।

কেন ওগুলো হাতে রেখেছি জানেন? শুধু বাইরের লোকের কৌতুক কানাকানি থেকে বাঁচবার জন্যে।

বিভাস। কিন্তু আমি তো তাতে আপত্তি করছিনা রত্না। আমার আপত্তি—ঘরের নির্জনতায়, যেখানে তুমি আর আমি দুজনে একা—সেখানে কেন ওই শ্রদ্ধার সম্ভাষণ?

রত্না। না—না—ওই বেড়াটুকু থাক্। যদিও জানি—এ থাকবেনা—থাকতে পারে না। তবু—তবু—আমি বলছি—ওটুকু আমার আমার হাতে থাক্। নইলে নিজের দিকেও ভাল করে চাইতে পারবোনা আমি।

অন্ধকার

অন্য অংশ

উত্তর কোলকাতার ঘরে সাগর ঢুকে রত্নার Numberটা মনে করতে লাগলো। Telephoneএর কাছে এলো। (কপালে আঙুল ঠুকে নম্বর মনে করবার চেষ্টা করছে)

অন্ধকার

অন্য অংশে

বিভাস। তাহলে কি আমি বুঝবো—যে—আমার সংগে এই ইয়ে মানে বন্ধুত্ব হওয়াতে তুমি লজ্জিত?

রত্না। না—না। গরীবের মেয়ে আমি। আমাকে আপনি সুখের রাজসিংহাসনে বসিয়েছেন। লজ্জা কেন হবে? ভয় হয়। এই ভেবে ভয় হয় যে হয়তো সমস্তটাই স্বপ্ন দেখছি! হয়তো ঘুম ভেঙে গেলে দেখবো—আমি সেই গ্রামের বাড়ীতেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আছি।

বিভাস কাছে এসে রত্নাকে ধরলো।

বিভাস। ( রত্নার কাঁধে হাত দিয়ে ) আজ কি হয়েছে তোমার ?

রত্না। না, কিছু হয়নি।

বিভাস। ( সাগর অন্য ঘরে ঢুকে Dial করবে ) তাহলে এই সব বাজে কথা কেন বলছো ? আমি বেঁচে থাকতে কখনই তা হবে না। চলো ! শোন, আজ কিন্তু ফিরতে তোমার রাত হবে। গরম কিছু নিলে পারতে। অনেকগুলো ডিক্‌টেসন্‌ নিতে হবে After office hours.

[ রত্নার ঘরে টেলিফোন রিং। বেজেই চলবে। ]

বিভাস। আঃ ! এখন আবার কে ফোন করছে ?

রত্না। আমি একটু ধরলে পারতাম।

বিভাস। না—চলো !

[ রত্নাকে নিয়ে বিভাস চৌধুরী বেরিয়ে গেল। টেলিফোন বেজেই চলেছে। ]

ওরা বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেণ্ড পরে গাড়ীর আওয়াজ হবে। টেলিফোন বেজেই চলেছে। সাগরও রিসিভার কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এদিকের ঘরে ··

[ ধীরে ধীরে প্রথম বিরতির পর্দ্দা নেমে এল। ]

## সময়—সন্ধ্যা ৬টা

[ সাগরের ঘর। সাগর ঘুম থেকে উঠে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ বা বই পড়বে। সীতা 'চা' নিয়ে ঢুকলো। চায়ের কাপটা সাগরের কাছে রেখে, টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সাগর সীতাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললো। ]

সাগর। কী হ'লো! এত গম্ভীর কেন?

সীতা। গম্ভীর? না তো!

সাগর। তুমি নাতো বলছো,—কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে অনেক কিছু।

সীতা। রত্নাদেবী তোমাকে টেলিফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাগর। [ অন্যমনস্ক ভাবে ] কে রত্নাদেবী?

সীতা। কয়েকদিন আগে যাঁকে রাত্তিরে তুমি কষ্ট ক'রে সারারাত জেগে সেবা ক'রে সুস্থ ক'রে তুলেছিলে।

সাগর। তাতে ধন্যবাদ জানাবার কী আছে? আমি তো—। কে? কে টেলিফোন করেছিল?

সীতা। রত্না মুখার্জি।

সাগর। কে রত্না মুখার্জি?

সীতা। [ হেসে ] একবার বলেছি। তোমার যদি বার বার ওই নাম শুনতে ইচ্ছা করে, তাহলে বলো—আবার বলছি।

সাগর। [ অপ্রস্তুত হয়ে ] না না, আমি তা বলছি না। বলছি টেলিফোন করেছিলেন, অথচ আমি চিনতে পারছি না ভদ্রমহিলাকে।

সীতা। একথা শুনতে পেলে তিনি দুঃখিত হবেন।

সাগর। উপায় কি? তুমি ধরেছিলে টেলিফোন?

সীতা। হ্যাঁ।

সাগর। কী বললেন তিনি?

সীতা। তোমাকে খুঁজলেন। বাড়ীতে নেই শুনে প্রশ্ন করলেন 'আপনি কে?' বললাম—আমি ওঁর বান্ধবী।

সাগর। বান্ধবী বললে?

সীতা। নইলে আর কী বলতে পারি?

সাগর। না, ভালই করেছ। তারপর?

সীতা। তারপর বললেন—'দিন পনেরো আগে একদিন রাত্রে পেটের যন্ত্রণায় আমি ভুল ডাক্তার করাতে ডাঃ তালুকদারের বদলে ডাঃ মজুমদারের ঘরে রিং হয়। তিনি দয়া ক'রে এসে আমাকে ইনজেক্‌শন্ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সারারাত্তির জেগে আমায় ওয়াচ্ করেছেন। অথচ সকালে উঠে আমি তাঁকে যা তা বলেছি। আপনি ওঁকে দয়া ক'রে বলবেন—'তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। হ্যাঁ, তাঁর টেলিফোন নম্বরও দিয়েছেন।

সাগর। কী বোকা মেয়ে তুমি!

সীতা। কেন? কী হ'ল?

সাগর। সে ডাঃ মজুমদারকে ধন্যবাদ দিলে—তুমি শুনে গেলে। আমি কী ডাঃ মজুমদার? ডাক্তার হয়েছি কি আমি এখনো?

সীতা। তা তো জানিনা। তবে তিনি বলে গেলেন, আমি শুনে গেলাম। তোমায় বলতে বলেছিলেন—বললাম। কথাগুলো তোমার জন্যে যদি না হয়, আমি চললাম।

[ সীতা চলে যাচ্ছিল ]

সাগর। সীতা!

সীতা। [ ফিরে এসে ] আচ্ছা সাগর দা, তুমি এত Coward কেন? সেখানে গেছ—বেশ করেছো! সারারাত জেগে তাঁকে সারিয়ে তুলেছো। সেতো ভাল কথা! সেটা স্বীকার করতে এত ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি চুরিও করোনি, ডাকাতিও করোনি। তবে তোমার ভয়ই বা কী? [ দু পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে ] তাহ'লে উনি যদি আবার টেলিফোন করেন, তাহ'লে আমি কি বলে দেব—যে আপনি ভুল নম্বরে টেলিফোন করেছেন। ইনি ডাক্তার মজুমদার নন।

সাগর। না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলে দেবে। শুধু শুধু অন্য এক ডাক্তারের প্রাপ্য প্রশংসা, আমি তো কুড়িয়ে নিতে পারি না।

সীতা। তা তো বটেই!

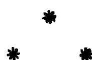
[ সীতা চলে গেল ]

সাগর। আচ্ছা মেয়ে তো! সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে! দূর দূর!

*

* *

[ রত্না কিচেনে জল গরম চাপিয়েছিল! কিচেনে গেল। আবার টেলিফোনের কাছে এল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল টেলিফোনটার দিকে। কিন্তু ডায়াল করলো না। ]



[ বাঁ দিকের ঘরে সাগর আছে। সেও টেলিফোনের কাছে এল, কিন্তু ডায়াল করলো না। সাগর বিছানাতে বসলো। একটু ভাবলো। তারপর টেলিফোনের কাছে এসে ডায়াল করলো। রত্নার ঘরে রিং হলো, কিন্তু রত্না টেলিফোন ধরলো না। সাগর ফোন রেখে দিল। ]

[ রত্না কিচেন থেকে চা করে এনে খেতে খেতে মেঝেতে Telephone টা রেখে Dial করলো। ]

[ সাগরের ঘরে রিং হলো। সাগর ফোন ধরলো। ]

সাগর। হ্যালো!

রত্না। ডাক্তার বাবু।

[ সাগর চুপ। সে চট্ করে একবার পেছনের দরজাটা দেখে নিল। তারপরে গলাটা নামিয়ে বললো। ]

সাগর। কে?

রত্না। ডাক্তারবাবু! আমি রত্না।

সাগর। কী বলুন?

রত্না। বলছি—আমার সেই পেটের ব্যথাটা আবার আজ রাত্রে হবে বলে মনে হচ্ছে।

সাগর। আপনার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে ডাকুন।

রত্না। উঁ?

সাগর। বলছি—আপনার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে ডাকুন।

রত্না। আপনিই তো এখন আমার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাক্তারবাবু! একবার আসুন। কেমন?

সাগর। কিন্তু এখন কী করে ?—

রত্না। বেশতো, পরে আসুন !

[ একটু চুপচাপ ]

রত্না। ডাক্তার বাবু ! ও ডাক্তার বাবু !

সাগর। উঁ ?

রত্না। আপনি কী এখনো আছেন—না টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছেন ?

সাগর। না ধরেই আছি।

[ আবার একটু চুপচাপ। সীতা এসে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। ]

সাগর। আমি একটু আগে টেলিফোন করেছিলাম।

রত্না। আমাকে ?

সাগর। হ্যাঁ আপনাকেই।

রত্না। কতক্ষণ আগে বলুনতো ?

সাগর। এই কিছুক্ষণ আগে।

রত্না। এই যে ! Sorry, Extremely sorry, টেলিফোনটা বেজেছিল বটে। কিন্তু আমি আমার কোম্পানীর মালিকের টেলিফোন ভেবে ধরিনি। ডাক্তারবাবু ! ও ডাক্তার বাবু !

সাগর। ব্যথাটা কী বাড়বে বলে মনে হচ্ছে ?

রত্না। *( নিঃশব্দে হাসলো ) মনে হবে কেন ? বাড়ছেই তো।*

সাগর। আচ্ছা যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা। সারারাত আমি কিন্তু ডিউটি করতে পারবো না।

রত্না। ডাক্তারবাবু, অসুস্থ রোগীর সংগে এভাবে কথা বলতে নেই। এতে তার হার্ট প্যালপিটেশন্ বেড়ে যায়।

সাগর। তা জানি। কিন্তু আপনার ওখানে রাত্রে থাকার বিপদ হচ্ছে এই যে ভোরে উঠে আপনি আর চিনতে পারেন না। সেই সিটি লাইট্‌সের মাতাল বড়লোক বন্ধুর মত। প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন আর কি।

[ রত্না হাসতে গিয়ে মুখে একটা শব্দ করে ফেললো। ]

সাগর। কী হল? হাসছেন বুঝি?

রত্না। না, কাঁদছি ডাক্তারবাবু!

সাগর। কাঁদছেন? না, কাঁদবেন না। আমি যাচ্ছি।

[ দুজনেই ফোন রেখে দিল। ]

সাগর। গৌর! ও গৌরচন্দর।

[ গৌর ঢুকলো ]

গৌর। কী বলছেন?

সাগর। শোন্। আমাকে আজ রাত্রেও বেরোতে হবে।

গৌর। কাল সকালে ফিরবেন?

সাগর। তোর তাতে কী? শোন্, সীতা যদি জিগ্যেস করে, বলিস আমি নাইট ডিউটিতে গেছি।

গৌর। আচ্ছা।

[ সাগর চলে গেল ]

*

* *

[ গৌর আলো নিভিয়ে বেরোল। ]

[ রত্না চা খাওয়া শেষ করে কাপটি নিয়ে কিচেনে রাখতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ]

[ অবিনাশ ঢুকলো ]

অবি। ঘরে খাবার দাবার কিছু আছে ?

রত্না। উঁ ?

অবি। বলছি ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার মতো কিছু আছে ঘরে ?

রত্না। না। আপনি আবার কেন এসেছেন ?

অবি। আসার কারণ তো ওই একটাই। মাঠে যখন ভাল ঘোড়া ছোটে, আর দোকানে যখন ভাল মদ আসে···। নইলে এই রোগা দেহ নিয়ে রেল ঠেঙিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে নিশ্চয় কেউ কারো কুশল খবর জানতে আসে না।

রত্না। কেন আসা তবে ?

অবি। ওই যে টাকার দরকার।

রত্না। আমি টাকা কোথায় পাব ?

অবি। এমন সুন্দর সাজানো ঘরের মালিক যদি বলে টাকা কোথায় পাব, তাহলে তো—

রত্না। আপনি ভুল করছেন। এই ঘরের মালিক আমি নই। ঘরের মালিক বাড়ীওলা। তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সেও আমি নিইনি। নিয়েছেন—আমি যেখানে কাজ করি, সেই ফার্মের মালিক।

অবি। খুব ভাল কথা। সেই মহান মালিকের জয় জয়কার হোক। তা ছাড়া এত Explanationয়ের কোনই দরকার ছিল না। আমি যা চাইতে এসেছি দিয়ে দাও—চলে যাই।

রত্না। আপনি বেশ মজার মানুষ। নেশা করে যেখানে সেখানে গিয়ে ফুর্তি করে দেহটাকে তো শেষ করেছেন। এরপর বেছে

বার করলেন আমাকে—আপনার লোভের কাছে বলি দেবার জন্য।

অবি। না না, ছিঃ! বলি দেব কেন? এ সব কী কথা? তোমার আমার সম্পর্ক কি খাদ্য-খাদকের? আমি যে তোমাকে ভালবাসি! (রত্না হেসে উঠলো) কিন্তু শুধু শুধু বক্তৃতা করে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। এখুনি হয়তো কেউ এসে পড়বেন। তোমার ঘরে আমাকে দেখলে কী জানি কী ভাববেন তিনি। কিছু টাকা দাও। আমি চলে যাই;

রত্না। আজ আপনি চলেই যান্; আমি টাকা দিতে পারবো না। মানে—টাকা নেই আমার।

[ অবিনাশ এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলো। তারপর বিছানার ওপর থেকে চাবির রিংটা নিয়ে আলমারীর কাছে গিয়ে আলমারী খুলতে লাগলো। ]

রত্না। ওকী করছেন?

অবি। দেখতেই পাচ্ছো। আলমারী খুলছি।

রত্না। কেন?

অবি। নিশ্চয় তোমার শাড়ি জামার লোভে নয় আলমারী খুলে কিছু টাকা নেবো।

রত্না। টাকা—

অবি। নেই বলেছো, শুনেছি। দেখাই যাক্ না আছে কিনা। সত্যিই যদি না থাকে—তাহলে দু এক গাছা চুড়ি কিম্বা দুল নিয়ে গিয়ে বিক্রি করলেই এবারের মতো দরকার মিটে যাবে।

[ রত্না অসহায়ের মত চেয়ে রইলো। একবার টেলিফোনটার

দিকে দেখলো। কি করবে ঠিক করতে পারছে না। অবিনাশ আলমারী খুলে ৫খানা ১০০ টাকার নোট বার করে ফেলেছে। ]

অবি। এই তো টাকা রয়েছে! এক, দুই, তিন, চার পাঁচ—পাঁচখানা একশো টাকার নোট আছে। বুঝেছ? আমি দুখানা নিলাম। দুটো না নিলে আমার চলবে না। মাইরী বলছি!

[ দু খানা নোট পকেটে রাখলো। বাকী তিন খানা আলমারীতে রাখতে গিয়ে শাড়ীর মধ্যে জড়ানো কতকগুলো খাম পাবে ]

অবি। এ গুলো আবার কী? ( খামটা শুকলো ) বা বা! ভুর ভুর ক'রে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ বেরোচ্ছে। কী এগুলো? নিশ্চয় তোমার বাজার খরচের ফর্দ্দ টর্দ্দ নয়।

রত্না। ওগুলো—ওগুলো খুলবেন না! Please.

অবি। উঁ! Please? আচ্ছা! বাসুদেবপুরের দামোদর মুখুজ্যের মেয়ে রত্না মুখুজ্যের খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি! Please? তা এগুলো খুলবো না কেন? কী আছে এতে?

রত্না। ওর মধ্যে আমার কতকগুলো নিজস্ব চিঠি আছে।

অবি। খুব ভাল কথা। তোমার নিজস্ব চিঠি দেখার আমার নিজস্ব অধিকার আছে। নেই?

রত্না। না! আমি তা স্বীকার করি না।

অবি। তবে চেঁচাও, জোরে জোরে চেঁচাও।

রত্না। আপনি জানেন আমি তা পারবো না। তারই সুযোগ নিচ্ছেন।

[ অবিনাশ চিঠি পড়তে লাগলো। ]

"ঝিনুকের বুকের মধ্যে স্বাতী নক্ষত্রের জল যে লগ্নে পড়লে

মুক্তার জন্ম হয়—ঠিক তেমনি করেই নারীর দৃষ্টি পড়লে পুরুষের বুকের মধ্যে প্রেমের জন্ম হয়। এ কথা কি তুমি বিশ্বাস করো রত্না ?" মরে যাই মরে যাই ! এইপ্রেমকটি কে গো ?

রত্না। রেখে দিন ওগুলো। কেন এভাবে আপনি পরের চিঠি পড়ছেন ?

অবি। পরের তো নয়। তোমার চিঠি পড়ছি ! ব্রে গন্ধ ! ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ আমি খুব ভালবাসি ( পরের চিঠিটা দেখে ) মার্ কৈলাস ! আগের চিঠির রত্না এই চিঠিতে রতন হয়ে গেছে ? এর পরেরটা কী হবে ? রত্নু ? দেখি দেখি। ( আর একটি খাম নিয়ে )

অবি। হ্যাঁ। যা বলেছি। রত্নু হয়ে গেছে। বহুৎ আচ্ছা বাবা ! এতো দেখছি জোর প্রেম !

[ দ্বিতীয় চিঠি পড়তে লাগলো ]

'মীরা তার কৃষ্ণকে বলেছিল "ম্যায়নে চাকর রাখো জী"। আজ আমিও মীরার মতো করে বলছি আমার হৃদয় রাধাকে, ম্যায়নে চাকর রাখো জী।

আরে সাবাস্। হায় হায়গো ! "আমি তব মালঞ্চের হ[?] মালাকর"ও নয়। এ যে একেবারে পুরাতন ভৃত্য ! দেখি দেখি পরেরটা—

রত্না। রাখুন ! রেখে দিন বলছি ! একটা সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞান পর্যন্ত নেই আপনার মধ্যে। ( জোর করে চিঠিগুলো কেড়ে নিতে যাবে ) ছি ছি ছিঃ।

অবি। (হাত দিয়ে রত্নাকে সরিয়ে দিয়ে) আঃ! হাজার বার বলেছি আমাকে তুমি ছুঁয়োনা। এটা সিফিলিটিক্ ব্যাধি। ফট্ ক'রে ইন্‌ফেক্‌সন্ হয়ে যাবে। তুমি প্রেম করতে পারো, আর আমি চিঠি পড়তে পারি না? সরে যাও! আমি এখুনি চলে যাবো।

[রত্না বাথরুমে হাত ধুতে চলে গেল। অবিনাশ তৃতীয় চিঠিটা পড়তে লাগলো।]

"রতু! যে কথাটুকু কাল তোমাকে মুখে বলতে পারিনি, সেটুকু লিখে বলছি। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে আপনি খুশী হয়েছেন তো? আজ বলছি—হ্যাঁ। একটি কুমারী মেয়ের প্রেমে অবগাহন করে আমি কৃতার্থ, আমি কৃতজ্ঞ।" (রত্না ফিরে এল)

অবি। হরিবোল হরিবোল। এখানে বুঝি "কুমারী" রত্না মুখার্জী সেজে আছো?

রত্না। সেজে থাকবো কেন? আমিতো তাই।

অবি। তা আমাকে বলে রাখবে তো? কিন্তু এই বিভাসটি কে গো? নতুন কোনো—দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি যে অফিসে চাকরী করো, সেই কোম্পানীর মালিকের নাম বিভাস না? ইউরেকা! (হেসে খাম শুদ্ধ চিঠি গুলো পকেটে রাখলো) এবার চলি।

রত্না। চিঠিগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? ওগুলো দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

অবি। কাজ হবার জন্যে তো নিয়ে যাচ্ছিনা। নিয়ে যাচ্ছি ভারি সুন্দর গন্ধ ব'লে। রোমান্সের মিষ্টি গন্ধ।

[ অবিনাশ চলে যাচ্ছিলো, সাগর ঢুকলো ]

অবি। কে আপনি ?

সাগর। আপনি কে ?

অবি। আগে বলুন—আপনি কে ?—

সাগর। আমি মিস মুখার্জ্জির একজন বন্ধু।

অবি। মিস্ মুখার্জ্জির ? ( হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলো )

সাগর। Shut up. অভদ্র জানোয়ার কোথাকার ! তোমাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করছে। নইলে একটি ঘুষিতে ওই দাঁত কটা ভেঙ্গে দিতাম।

অবি। ( শান্ত গলায় ) শুধু শুধু রাগ করছো কেন ব্রাদার ? আধুনিক মেয়েরা হ'লো কোলকাতা সহরের টিউবওয়েল। কলের জল তো ব্রাদার তোমার বাড়ীতেও আছে, আমার বাড়ীতেও আছে। তেষ্টা পেলে—ধরে খাও। কিন্তু টিউব কলের জল স্বচ্ছ, পরিষ্কার, বীজাণু মুক্ত। আমার তেষ্টা পেলে আমি খাবো। তোমার তেষ্টা পেলে, তুমিও কল টিপে দু আঁজলা খেয়ে নাও। তাতে ঝগড়া করার কী আছে কমরেড্ ?

সাগর। লোকটা কে মিস্ মুখার্জি ?

রত্না। ও কেউ না। আপনি ভেতরে চলে আসুন ডাক্তার বাবু।

অবি। ডাক্তারবাবু ? হ্যাঁ ভাই তুমি ডাক্তার ? Sory—Very Sorry. তা'লে গায়ের আমার এগুলো একটু দ্যাখো না ভাই ! গাঁ ঘরে থাকি। অনেক টোট্‌কা টুট্‌কি করেছি, কিন্তু টোট্‌কাতে শালা আজকাল আর কিছুই হয়না। ওতেও ভেজাল। দ্যাখোনা ভাই একটু !

সাগর। আঃ! সরে যান না মশায়! গায়ের উপর পড়ছেন কেন? এখন যান। পরে দেখবো এখন।

অবি। পরে দেখবে? কিন্তু রোজ রোজ আমিতো তোমাদের মতো আসিনা ভাই, যে রোজ দেখবে, রোজ চিকিচ্ছে করবে। আমার যখন খুব দরকার পড়ে, তখনই আসি তোমার এই বান্ধবীর কাছে—কিছু মুষ্টি ভিক্ষা নিতে। তবে হ্যাঁ, মিছে কথা বলবো না—তোমার বান্ধবীর দিল্ খুব দরাজ। ভাল করে এ্যাপিল করতে পারলে প্রার্থীকে কখনোই—'না' বলেননা।

রত্না। অপনি যাবেন কি না?

অবি। ওই ভাখো। দেখছো? আমার বেলায় উনি বড়ই কৃপণা। এ শুধু আজ থেকে নয়—সেই প্রথম দিন থেকে, যেদিন······

রত্না। যান—যান—আপনি যান।

[ অবিনাশ একটু কাল রত্নার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। রত্না দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ফিরে এল ]

সাগর। আশ্চর্য্য অডাসিটি? কে লোকটা?

রত্না। ও আমাদের গাঁয়ের লোক। মাঝে মাঝে আসে, দু একটা টাকা দিয়ে দিই। চলে যায়।

সাগর। না-না, ঘরে ঢুকতে দেবেন না। ওর রোগটা ভয়ংকর কুৎসিৎ রোগ। He is not a good man. মানে—

রত্না। জানি! জানি!

সাগর। এমন ক'রে 'জানি' বলছেন—যেমন ক'রে হিন্দু স্ত্রীরা লম্পট স্বামীর সম্বন্ধে বলে—কী করবো ভাই, সবই অদৃষ্ট! তাই না?

[ রত্না চমকে উঠলো। তারপর সামলে নিয়ে হেসে বললো ]

রত্না। কী ক'রে বলবো বলুন? লম্পট স্বামী থাকলে না হয় আপনার কথাটা পরীক্ষা করে দেখতে পারতাম।

সাগর। না না, আমি তা বলছি না। আপনি তো বিয়েই করেননি, কাজেই স্বামী সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু সত্যি বলছি, ওই লোকটাকে একদম প্রশ্রয় দেবেন না। অতি কদর্য্য রোগ ওটা।

রত্না। ডাক্তার বাবু. এই প্রসঙ্গ থাক্। মাত্র একদিনের পরিচয়ের পক্ষে আমরা দুজনেই যেন বড় বেশী কথা বলছি। তাই না?

সাগর। I am sorry.

রত্না। না না, সরি হবার কিছু নেই। মানে ওটা, এখন ঐ প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে চাইছি না; তবে ওর কথা একদিন আপনাকে বলবো। নিশ্চয় বলবো। ( সাগর খুব গম্ভীর হয়ে গেল ) এমন কী বললাম—যার জন্যে মুখ গোঁজ করে বসে...

সাগর। না। আমার মনে ছিল না—যে আপনার আমার পরিচয় মাত্র একদিনের। সত্যি, আমার এত কথা বলা উচিৎ হয়নি।

রত্না। আচ্ছা হয়েছে—হয়েছে খুব হয়েছে। বলছি যে পেটের ব্যথাটা দেখা দিতে এখনো তো দেরী আছে, তার আগে এক রাউণ্ড চা খেয়ে নিলে কেমন হয়? (সাগর জবাব দিল না)

রত্না। তার মানে সত্যি রাগ করলেন?

সাগর। আমি আপনাকে বলছি তো—আমি রাগ করিনি।

রত্না। হ্যাঁ। তাই মুখটা বেশ হাসি খুসি দেখাচ্ছে আপনার।

( দুজনেই হেসে উঠলো। রত্না চায়ের জল চাপাতে কি চেন্নে গেল )

*

*     *

[ সীতা ঢুকলো এপাশের ঘরে। আলো জ্বাললো ]

সীতা। গৌরদা ! ও গৌরদা !

গৌর। ( দূরে ) ডাকছেন দিদিমণি ?

সীতা। সাগর দা কি আজও নাইট ডিউটিতে গেছে।

গৌর। তাই তো বলে গেলেন।

সীতা। তার মানে আজও রাত্তিরে খাওয়া জুটবে না।

গৌর। কী বলবো দিদিমণি ? কারুর কোন কথা তো শোনবার ছেলে নয়। বেশী বলতে গেলে রেগে উঠবে।

সীতা। হ্যাঁ ওই তো দোষ। আচ্ছা যা তুই। ( চলে যাচ্ছিল ) শোন্, গৌরদা ! ( ফিরে এল ) আজও তাহলে আমি চলে গেলে তুই দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকিস। কেমন ?

গৌর। আচ্ছা। ( গৌর চলে গেল )

[ সীতা চুপ ক'রে একটু কি ভাবলো। দরজাটা দেখে নিলো। তারপর আঁচলের গিট থেকে একটু কাগজ বের করে দেখে নিয়ে Telephone Dial করলো। ]

*

*     *

অন্যঘরে

( সাগর ঢুকে টেলিফোন ধরলো )

সীতা। হ্যালো !

সাগর। হ্যালো! কাকে চাই? হ্যালো! কাকে চাইছেন?

[ সীতা সাগরের গলা পেয়ে হাত দিয়ে চেপে টেলিফোন কেটে দিলো। রিসিভার হাতে নিয়ে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। ]

এদিকের ঘরে

রত্না। ( কিচেন থেকে ) কী হল? কে ডাকছে?

সাগর। বুঝতে পারলাম না। কেটে গেল।

রত্না। পুরুষের গলা?

সাগর। না। মেয়ের গলা বলেই মনে হ'ল।

রত্না। [ একটু ভেবে ] Wrong number.

*

* *

সীতার ঘরে

[ বাঁদিকের ঘরে অশোক ঢুকলো সীতা তাড়াতাড়ি রিসিভারটা রেখে চলে যাচ্ছিলো। ]

অশোক। সাগর আছে?

সীতা। না।

অশোক। কোথায় গেছে জানেন?

সীতা। জানি না। আপনি বরঞ্চ গৌরদাকে ডেকে জেনে নিন।

[ সীতা চলে গেল ]

অশোক। গৌর! গৌর!

[ গৌর ঢুকলো ]

গৌর। কে? ও আপনি! দাদাবাবুতো নাই। হাসপাতালে নাইট ডিউটিতে গিয়েছে।

অশোক। দূর! হাসপাতালে নাইট ডিউটি কিরে? ওতো ডাক্তারীই ছেড়ে দিয়েছে।

গৌর। হ্যাঁ। মাইরি। এই দু চোখে হাত দিয়ে বলছি। রুগী পত্তর বেশী এসে গেলে—রাত্তিরে টেলিফোঁক্ ক'রে ডেকে নিয়ে যায়।

অশোক। বুঝেছি, বুঝেছি। এখন একটা কাজ করতে হবে যে বাবা গৌর।

গৌর। কী বলেন।

অশোক। এক ভদ্রলোক এসেছেন। সাগরের ইয়ে—মানে আত্মীয়। তার এখানে শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।

গৌর। এই মরেছে। তাহলে দাদাবাবু এসে শোবে কোথায়?

অশোক। তোমার দাদাবাবু এলে আমি আর সে দুজনে এই মেঝেতে শোব।

গৌর। ভাল কথা। কিন্তু মেঝেতে শুলে দাদাবাবুর কফ হবে যে।

অশোক। আরে বাবা, সারাজীবন কষ্ট করলো। আর এই একটা রাত্তির কষ্ট করতে পারবে না? তুই ব্যবস্থা কর্—আমি যাচ্ছি তাঁকে নিয়ে আসতে। এটা এখানেই থাক্।

[ অশোক কাঁধের ঝোলাটা টেবিলের উপর রেখে চলে গেল ]

গৌর। লে বাবা। এইসব আত্মীয় ফাত্মীয় এতকাল কোথায় ছিলরে বাবা? যত ঝামেলা কি সব রেতের বেলায়? ধ্যাত্তোরি! যাই, দিদিমণিকে বলিগে যাই।

[ গৌর আলো নিভিয়ে চলে গেল ]

*

*     *

রত্নার ঘরে

[ রত্নার ঘর :—রত্না কিচেন থেকে কিছু খাবার বা বিস্কুট এবং এককাপ চা নিয়ে এসে সাগরের সামনে রাখলো। নিজের জন্যও কিছু খাবার নিয়ে এসে বিছানায় বসে বললো ]

রত্না। কী হল? খান্! রাগ পড়েনি এখনো?

সাগর। না। রাগ কিসের?

রত্না। তবে খান। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সীতা পারেখ আপনার কে হয়?

[ সাগর পরিষ্কার চমকে উঠলো। চেয়ে রইলো রত্নার মুখের দিকে। ]

রত্না। কী হল? খান্। খেতে খেতে বলুন।

সাগর। তাকে আপনি জানলেন কেমন ক'রে?

রত্না। প্রথম দিন, আপনি চলে যাবার পরে আমি আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম। উনি ধরে ছিলেন। নাম বললেন সীতা পারেখ। না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি। নিছক কৌতূহল।

সাগর। বলছি। সীতা হচ্ছে—মনোহর পারেখ নামে এক ইঞ্জীনীয়ারের মেয়ে। মা আর বাবাকে নিয়ে সীতারা থাকে আমার ওপর তলায়। আমি থাকি দোতলায়।

রত্না। টেলিফোন বুঝি দোতলায়?

সাগর। হ্যাঁ! আমার ঘরে।

রত্না। সীতা আসে বুঝি আপনার ঘরে?

সাগর। হ্যাঁ। আমার ঘরে সীতার অবারিত দ্বার। যখন ইচ্ছে আসে যখন ইচ্ছে যায়। অনেক সময় গৌর, মানে আমার চাকর, ঘরদোর পরিষ্কার করতে ভুলে গেলে—সীতা এসে পরিষ্কারও করে দিয়ে যায়।

রত্না। বেশ ভাল দেখতে। না?

সাগর। বেশ মিষ্টি দেখতে।

রত্না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু!

সাগর। জ্বলে গেলাম। শুনুন, একটা কথা বেশ পরিষ্কার করেই বলি। আমি ডাক্তারবাবু টাবু নই।

রত্না। ওমা!

সাগর। হ্যাঁ। খুব চেষ্টা ক'রে ডাক্তারী পরীক্ষায় বার দুই ফেল করেছি। তারপর ছেড়ে দিয়েছি। এখন একটা চাকরীর চেষ্টা করছি। আর গোটা দু-তিন টিউসানী করি।

রত্না। অথচ এই বিদ্যে নিয়ে, সেদিন আপনি অনায়াসে আমার গায়ে ছুঁচ ফোটালেন? ছুঁচটা যদি ভেঙে থেকে যেতো গায়ের মধ্যে? তাহলে কি হ'তো?

সাগর। কী আর হতো! আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হ'তো। তারপর কাটাকুটি ক'রে বার করা হ'তো।

রত্না। বাঃ! আর আমার হ'য়ে চাকরীটা আপনি করতেন—না?—

সাগর। কোথায় চাকরী করেন আপনি?

রত্না। -ইণ্ডিয়া একস্‌পোর্টে।

সাগর। Boss এর সঙ্গে আলাপ আছে?

রত্না। একটু একটু। কেন?

সাগর। আমার একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিন না?

রত্না। বলবো। আ-চ্ছা! তাহলে টিউসানী ক'রে টাকা যা রোজগার করেন—সেতো বোঝাই যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা? Fifty Fifty মানে পনেরো দিন খাওয়া, পনেরো দিন দাওয়া— মানে হরিমটর?

সাগর। না না তা কেন? মাঝে মাঝে গৌর উনুনে হাঁড়ি কড়া চাপিয়ে "দাওয়ার" চেষ্টা করে, তবে খাওয়াটা মাসের মধ্যে দিন পনেরো কুড়ি—ওপরের মাসীমার কাছে সেরে ফেলি।

রত্না। মাসীমা?

সাগর। সীতার মা।

রত্না। ও! আপনি বুঝি তাঁকে মাসীমা বলেন।

সাগর। হ্যাঁ। [ঘড়ি দেখে] রাত অনেক হ'লো। আমি উঠি। ব্যথাটা আজ হবে না বলেই তো মনে হচ্ছে, তাই না?

রত্না। [হেসে] তাইতো মনে হচ্ছে। তবে কিছু বলা যায় না। মাঝ রাত্তিরে হয়তো জানান দিয়ে জাগিয়ে দেবে। তবে এটা ঠিক যে আর মরে গেলেও ডাক্তারী-ফেল-করা ডাক্তারের হাতে ইনজেকসন্ নেবোনা। তাতে আমার যা হয় হবে।

সাগর। কিন্তু সে দিন অপকার তো কিছু হয়নি।

রত্না। হ'তে কতক্ষণ?—

সাগর। তাহলে যার দ্বারের আগে তালুক আছে, সেই ভাগ্যবানকেই ডাকবেন। মজুমদারকে নয়।

রত্না। সেটা আমার ইচ্ছে! রোগ যখন আমার, তখন যাকে ইচ্ছে তাকে ডাকবো। ও সব তালুক মুলুক মজুমে আর মজছিনা।

বলছিলাম কি—আজ রাত্রে যদি এখানে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়—মানে, আমার জন্যে তো কিছু করতেই হবে। গৌরের চেয়ে আমি নিশ্চয় খারাপ—

সাগর। আপনার অসুবিধে যদি না হয়—আমার কোন আপত্তি নেই।

রত্না। বসুন। আসছি।

[ রত্না কিচেনে গেল। সাগর রেডিও খুললো ] "দু এক পশলা বর্ষণের সম্ভাবনা আছে"

সাগর। কচু পোড়া খাও! ( রেডিও বন্ধ করলো )

[ রত্না কিচেনে কিছু চাপিয়ে, বাথরুমে গেল। সাগর একটা ইংরাজী ম্যাগাজীনের পাতা ওলটাতে লাগলো। ]

*

* *

অন্যঘরে

[ অশোক ও ক্ষেত্রনাথ ঢুকলো। অশোক আলো জ্বাললো। ]

অশোক। আসুন মেসোমশায়। বসুন।

ক্ষেত্র। শ্রীমান কোথায়?

অশোক। সে হাসপাতালে ডিউটি করতে গেছে। আমি এখনি ডাকছি তাকে। গৌর! গৌর!

[ গৌর ঢুকলো। ]

গৌর। ও! এসে গিয়েছেন?

[ ক্ষেত্রনাথকে হাত জোড় করে প্রণাম করল ]

সাগর। শোন, তুমি একটা কাজ করতো। সাগর যে হাসপাতালে

ডিউটি করতে গেছে, ওপরের দিদিমনির কাছ থেকে তার টেলিফোন নম্বরটা নিয়ে এসোতো ?

গৌর। এমা ! দিদিমনির কাছে কী ক'রে সেই নম্বর থাকবে ?

অশোক। থাকবে গৌর থাকবে। আমি বলছি থাকবে।

গৌর। থাকবে তো যাচ্ছি।

[ গৌর বেরিয়ে গেল ]

অশোক। আপনি একটু বিশ্রাম করুন মেসোমশায়। সাগর এলে আমি আপনাকে তুলে দেব। নইলে এক কাজ করুন! আজ রাত্রে বিশ্রাম ক'রে কাল সকালে উঠে কথাবার্ত্তা ব'লে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ক্ষেত্র। না না বাবা। আর সময় নেই। ব্যবস্থা যা করবার আজ রাত্রেই করতে হবে।

অশোক। ঠিক আছে। তাই হবে। এখনতো খানিকটা বিশ্রাম করে নিন।

[ ক্ষেত্রনাথ বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় ঝিমোতে লাগলো। ]

[ হাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে গৌর ঢুকলো। অশোকের হাতে সেই এক টুকরো কাগজ দিয়ে চলে গেল। ]

[ ঘরের এপাশে ওপাশে একই সংগে action চলবে ]

[ অশোক কাগজ দেখে Dial করলো। ]

[ রত্নার ঘরে রিং হলো। সাগর ফোন ধরলো। ]

সাগর। হ্যালো।

অশোক। সাগর মজুমদার আছে ?

সাগর। কে ?

অশোক। সাগর মজুমদার।

সাগর। আপনি কে কথা বলছেন ?

অশোক। আমি অশোক। অশোক ঘোষ।

সাগর। কী বল্ ? কথা বলছি।

অশোক। তুই এক্খুনি চলে আয়।

সাগর। কেন রে ?

অশোক। [ গলা নামিয়ে ] ক্ষেত্রনাথবাবু এসেছেন।

সাগর ? কে ?

অশোক। ক্ষেত্রনাথবাবু।

সাগর। তিনি হঠাৎ ?

অশোক। তুই আয়। ফোনে বলা যাবে না সব কথা।

সাগর। আচ্ছা যাচ্ছি।

[ দু'জনেই ফোন রেখে দিল। ]

[ অশোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আলো নিভিয়ে চেয়ারে বসে ঝিমোতে লাগলো এবং ঘুমিয়ে পড়লো। ক্ষেত্রনাথ বাবুর নাক ডাকছে। ]

[ সাগর একটু চিন্তা করে বাথরুমের দরজায় টোকা দেবে। ]

রত্না। [ বাথরুমথেকে ] যাচ্ছি। এক মিনিট।

সাগর। না, বেরোতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি। দরজাটা খোলা রইলো।

রত্না। [ বাথরুম থেকে ] একটু দাঁড়ান।

[ রত্না দরজা খুলে বেরিয়ে এল ]

রত্না। কী হল? হঠাৎ চলে যাচ্ছেন?

সাগর। আমার ঘরে আমার এক বাল্যবন্ধু এসেছে। সেই টেলিফোন করছিলো।

রত্না। হ্যাঁ। টেলিফোন বাজতে শুনেছি। আবার কবে আসছেন? বলছিলাম কি—যে আমাদের দুজনের মাঝখানে কলিক পেন্‌টা আর নাইবা রইলো! এমনিই চলে আসবেন। কেমন? আর এটাতো স্বীকার করবেন যে আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব মতো—

সাগর। হ্যাঁ—তা হয়েছে।

রত্না। এবং আমরা দুজন দুজনকে খুব অপছন্দ করছি না?

সাগর। না। বরং পছন্দই করছি।

রত্না। তবে? বন্ধুর কাছে বন্ধু আসবে, তার মধ্যে কোন Formality থাকা উচিত নয়।

সাগর। না। আচ্ছা চলি। নমস্কার।

রত্না। ভুল হ'লো। বন্ধুর কাছে বিদায় নেবার সময় আর এক বন্ধু তো নমস্কার বলে না। বলে—'আসি'।

সাগর। বেশ তাই বলছি। আসি?

রত্না। এসো। আবার এসো।

[ সাগর চলে গেল ]

[ রত্না একটু দাঁড়িয়ে থেকে, কিচেনে প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে এসে বিছানার কাছে এসে খেতে যাবে। ]

[ বিষাণ ঢুকলো ] [ বিষান মদ খেয়ে এসেছে ]

বিষান। Good evening.

রত্না। Good evening. কী খবর?

বিষান। খবর তো ওই একটাই।

রত্না। কোন্‌টা? মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের কাছে এক গোলে হেরেছে।

বিষান। Impossible. মোহনবাগান হারতে পারে না।

রত্না। তা'হলে কোনটা?

বিষান। আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা।

[ রত্না কোন জবাব না দিয়ে খেয়ে যেতে লাগলো। দু একবার আড়চোখে রত্নার দিকে চেয়ে নিয়ে। ]

বিষান। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

রত্না। শুনেছি।

বিষান। সে সম্বন্ধে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি?—

রত্না। হয়েছে।

বিষান। শুনতে পারি?

রত্না। হ্যাঁ।

বিধান। তাহলে বলা হোক্। কেননা ওই সিদ্ধান্তের ওপর আমার জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে।

রত্না। মদ খেয়েছেন?

বিষান। অপ্‌পো। খুব অপ্‌পো। সে যাক্। এবার ডিশিসনটা বলা হোক্।

রত্না। আমি আপনাকে বিয়ে করবো।

বিষান। [ উঠে দাঁড়িয়ে ] Oh my darling,

রত্না। ( সরে গিয়ে ) এই এই রোখ্‌কে। বিয়ের আগে আমার

একটা সর্ত্ত আছে। আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এবং আপনি তা পালন করবেন।

বিষান। সর্ত্ত শোনার দরকার নেই। তার আগে আমি ভগবানের নামে শফ্‌থ্‌ করে বলছি—তুমি আমায় যে শফ্‌থ্‌ করাবে আমি তাই করবো। (যেন আবৃত্তি করছে) যে শফ্‌ৎ করাবে, আমি সেই শফ্‌ৎ—

রত্না। মরেছে! এই যে! শুনছেন? এবার সর্তটা শুনুন।

বিষান। বলো বলো ডার্লিং—

রত্না। আমাদের ফুলশয্যার রাত্রে আমি যে সরবৎ আপনাকে খেতে দেব, আপনি তা খাবেন।

বিষান। খাবো।

রত্না। নিশ্চয় খাবেন।

বিষান। নিচ্চয় খাবো।

রত্না। সেই সরবৎ-এর মধ্যে পটাসিয়াম সায়নায়েড মেশানো থাকবে।

বিষান। থাকবে। খুব ভাল কথা।

রত্না। আরে! পটাসিয়াম সায়নায়েড। তীব্র বিষ। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি সেটা খেয়ে হাসতে হাসতে মরে গিয়ে আপনার ভালবাসা প্রমাণ করবেন।

[ বিষানের নেশা ততক্ষণে ছুটে গেছে। সে গুটি গুটি দরজার দিকে এগোতে লাগলো। রত্নাও তার সঙ্গে যেতে যেতে বলতে লাগলো। ]

রত্না। কি হ'ল? বিয়েটা হবে তো আমাদের?

[ বিষান দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ]

[ রত্না হো হো করে হাসতে লাগলো।

[ তারপর কিচেনে ঢুকে আলো জ্বেলে কী যেন করতে লাগলো ]

প্রিয়ব্রত একা এসে বসলেন। [ রত্না কিচেন থেকে বেরিয়ে ছোড়দাকে ওই অবস্থায় দেখে চমকে উঠলো। ]

রত্না। এ কি ছোড়দা! তুমি এভাবে বসে আছ কেন? কী হয়েছে? ছোড়দা! ছোড়দা! (প্রিয়ব্রত চাইল) কী হয়েছে? বাড়ীর সব ভাল আছে তো? ছোড়দা! বাবা-মা—

প্রিয়। উ? হ্যাঁ, ভাল আছে। ( কাগজ বার ক'রে ) এই ছাখ্ কী মজার কাণ্ড!

রত্না। কী মজার কাণ্ড? ( কাগজ নিয়ে পড়ে ) এ কি! ডিভোর্স! ছোট বৌদি ডিভোর্স চাইছে!

প্রিয়। শুধু চাইছে না। ডিভোর্স মঞ্জুর হয়ে গেল আজ। এই তো কোর্ট থেকেই ফিরছি।

রত্না। উঃ! ছোড়দা!

প্রিয়। ভারী মজার নাটক হয়ে গেল। কিছুদিন আগে তোর ছোট বৌদি আমার কাছে এসে বললো—তোমাকে নিয়ে আমি যে সুখী হতে পারছি না—এটাতো জান? বললাম—জানি। তাহলে আমাকে মুক্তি দিচ্ছো না কেন? আমি তোমার কাছে মুক্তি ভিক্ষা চাইছি। আমাকে মুক্তি দাও।...... দিয়ে এলাম।

রত্না। ছোড়দা, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে ছোট বৌদি—

প্রিয়। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি মদ্যপান করেন? বললাম করি ধর্মাবতার।

রত্না। ছোড়দা!

প্রিয়। "আপনি গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে আপনার স্ত্রীকে মারধোর করেন?" বললাম—করি ধর্মাবতার। "আপনি স্থানে অস্থানে যাতায়াত করেন?" করি ধর্মাবতার। ব্যস। হয়ে গেল বিবাহ বিচ্ছেদ।

রত্না। এটা কী হ'ল ছোড়দা? তুমি যে অহংকার ক'রে বলতে যে মিথ্যে কথা বলোনা? এগুলো তোমার কেমন সত্যি কথা?

প্রিয়। ওরে, নীচু হয়ে যদি কেউ কিছু ভিক্ষে চায়—তবে উঁচু হ'য়ে তাকে সে ভিক্ষে দিতে হয়। দু একটা মিথ্যা বললে যদি ভদ্রমহিলার মুক্তি মেলে—তাতে কার কী ক্ষতি হবে? তা—ছাড়া কতটা সুবিধে হল ভেবে ত্যাখ্। আর কানের কাছে বিশ্ব রাজনীতির ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে হবে না। যখন ইচ্ছে তোর কাছে আসবো, যতক্ষণ ইচ্ছে থাকবো। বাঁচা গেল বাবা! চলিরে।

রত্না। না, আজ তোমায় যেতে দেবনা। আজ তোমাকে থাকতেই হবে আমার কাছে।

প্রিয়। শোন্ শোন্। আমি তো থাকবো বলেই এসেছিলাম। কিন্তু মনে পড়লো পাড়ার হাবুটার অবস্থা খারাপ দেখে এসেছি। যা ভীতু ছেলে। শ্মশান অবধি এগিয়ে না দিলে হয়তো ভয় পাবে। আসবো। কাল কি পরশু আবার আসবো।

[ প্রিয়ব্রত চলেগেল । স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল রত্না ]

অন্য অংশে

[ সাগরের ঘরে ]

( ক্ষেত্রনাথ বাবু ও অশোক দুজনেই ঘুমিয়ে আছে। সাগর ঢুকলো। আলো জ্বাললো। অশোককে ডাকলো। )

সাগর। অশোক, এই অশোক! ওঠ্।

( অশোক উঠে ক্ষেত্রনাথ বাবুকে ডাকলো )

অশোক। মেসোমশায়, মেসোমশায়, সাগর এসেছে।

ক্ষেত্রনাথ। এসেছে? কোথায় ছিলে বাবা এত রাত্তির অবধি?

সাগর। একটু কাজে বেরিয়ে ছিলাম। আপনার খবর ভালোতো?

ক্ষেত্র। না। খবর মোটেই ভাল নয়। আমি নিজে এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে।

সাগর। কোথায়?

ক্ষেত্র। রাইগঞ্জে।

সাগর। কেন?

ক্ষেত্র। বিভা মৃত্যুশয্যায়। দুবছর পরে হাসপাতাল তাকে ফেরত দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় আজ কালের মধ্যেই মারা যাবে মেয়েটা। তোমাকে একবার দেখতে চাইছে।

অশোক। একবার যা না মেসোমশায়ের সংগে।

সাগর। না।

ক্ষেত্র। না মানে?

ক্ষেত্র। বাঃ। সে তোমার স্ত্রী।

সাগর। আমি তা মনে করি না। বিভাকে আমার স্ত্রী ব'লে ঘোষণা করার আগে—আপনি আমার কয়েকটা কথার জবাব দিন।

অশোক। সাগর, আমি বলছি সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘেটে আজ কোন লাভ আছে?

সাগর। তুই চুপ কর্ অশোক। আজ দুবছর ধরে যে জ্বালা ভোগ করছি, সেটা মেটাতে দে।

অশোক। কিন্তু আমি বলছিলাম—

ক্ষেত্র। তুমি চুপ করো অশোক। কথাটা উঠেছে যখন, তখন শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল। বলো—কী বলবে?

সাগর। প্রথম কথা—বিভার সংগে আমার বিয়ের যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, —তাকি শেষ হয়েছিল?

ক্ষেত্র। না। শেষ কী ক'রে হবে? আরম্ভের মুখেই বিভা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

সাগর। তা' হলে যে অনুষ্ঠান শেষ হয়নি, তাকে আপনি বিয়ে বলেন কী করে?

ক্ষেত্র। তবু সেটা বিবাহ।

সাগর। না। বিয়ে বিয়ে খেলা। অনুষ্ঠান-সুরু হবার আগে বিভা রক্ত বমি করতে শুরু করলো। বিয়ে হলো না। আমার পিসেমশায় যখন আপনাকে এসে বললেন—কী মশায়! একটা থাইসিস রোগাক্রান্ত মেয়ের সংগে সাগরের বিয়ে দিয়ে আমাদের খুনের দায়ে ফেলতে চেয়েছিসেন বুঝি? তারপর আপনি কী করেছিলেন?

ক্ষেত্র। কী করেছিলাম—আমার মনে নেই।

সাগর। অবশ্যই মনে আছে। মাত্র দুবছর আগের ঘটনা। এর মধ্যেই ভুলে যাবার কথা নয়। আপনি বড়লোক, অনেক বেশী আপনার লোকজন। আপনি আমার পিসেমশায়ের গায়ে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তারপর আমাকে আটকে রেখে আর সবাইকে খেতে না দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে

বার করে দিয়েছিলেন। ভোর রাতে আমি বহুকষ্টে পালিয়ে আসি।

ক্ষেত্র। সে রাগের মাথায়—কবে কী করেছিলাম—সে কথা মনে করে লাভ নেই। এখন যা বলছি তাই করো। সুটকেশটা গুছিয়ে নিয়ে আমার সংগে চলো।

সাগর। তাতো বটেই। গরীবের আবার আত্মসম্মান কী? তাই না? না। যে মেয়ের সংগে আমার বিয়ে হয় নি—যাকে আমি চিনিনা—জানিনা, ভাল করে দেখিয়োনি যাকে, তাকে আমি স্ত্রী ব'লে ভাবতেই পারিনা। তার মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে আমার লজ্জা বোধ করবে। তবে আমি আশীর্ব্বাদ করলে যদি তার স্বর্গে যাওয়ার পথ নিষ্কণ্টক হয়,—তবে এইখানে দাঁড়িয়ে আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তার আত্মা শান্তি লাভ করুক। তার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আপনার মতো ছোটলোকের মেয়ে হ'য়ে সে জন্মেছিল।

ক্ষেত্র। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা। তুই আমাকে ছোটলোক বলিস্!

সাগর। একশোবার আপনি ছোটলোক। এখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করবেন না। চলে যান এখান থেকে। এটা আপনার রাইগঞ্জের জমিদারী নয়।

অশোক। আঃ! কী হচ্ছে সাগর?

সাগর। আর তুই কি না আমার বাল্যবন্ধু হয়ে—সব জেনেশুনে, এই লোকটাকে নিয়ে এসেছিস্ আমাকে অপমান করাবার জন্তে?

তুই নিজে ছিলিনা সেই বিয়ের বরযাত্রী? খাস্‌নি মার এর চাকর বাকরদের হাতে? ভুলে গেলি এর মধ্যে সব কথা?

অশোক। না কিছুই ভুলিনি। কিন্তু আমি বলছি সেই মেয়েটাতো কোন দোষ করে নি।

সাগর। কে সেই মেয়েটা? কী সম্পর্ক আমার সংগে তার? সেও আমাকে দেখেনি, আমিও তাকে দেখিনি। বিয়ে শেষ হয়নি। সাত পাক মাত্র সুরু হয়েছিল। এমন কি শুভদৃষ্টির আগেই সে রক্তবমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। তবু তোরা বলবি—সে আমার স্ত্রী?

অশোক। তবু মানবতা বোধির খাতিরে—

সাগর। বড় বড় কথা বলিসনি অশোক। মানবতাবোধ কি একতরফা? উনি এখানে আমারই ঘরে দাঁড়িয়ে, আমাকে শুয়োরের বাচ্চা ব'লে গালাগালি দেবেন, আর তোর ওই মানবতা বোধের খাতিরে আমাকে এঁরই সঙ্গে যেতে হবে—am I a brute or what?

ক্ষেত্র। Yes. you are a brute. পাজী হতভাগা গাধা! একটা মেয়ে মরবার আগে তোমাকে দেখতে চাইছে, আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা মারছো?

সাগর। অশোক, ওঁকে নিয়ে যা। আপনি যান এখান থেকে। আপনার সংগে আর আমি কোন কথা বলতে চাইনা। একটা টিউবারকুলার মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভারী বাহাদুরী দেখাতে চেয়েছিলেন? না? প্রথম পক্ষের মেয়ে কিনা? তাই ভেবেছিলেন মরে তো মরুক শ্বশুরবাড়ী গিয়ে!

ক্ষেত্র। অশোক, এই ছোটলোকটাকে আমি তো কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে—বিভার অসুখটা সেইদিনই প্রথম দেখা দেয়!

সাগর। তার আগে কী করছিলেন আপনি? প্রথম পক্ষের মেয়ে যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে, রোজ যে তার একটু একটু করে জ্বর হচ্ছে, খুক্ খুক্ করে কাসছে—কেন এসব লক্ষ্য করেন নি? কেন তার আগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নি? ন্যাকামী!

ক্ষেত্র। অশোক চলে এস। আমি আর একদণ্ডও থাকবো না। ও মেয়ে মরুক বাঁচুক, আমার কিছুই দেখবার দরকার নেই।

সাগর। হ্যাঁ তাই যান। আর কখনো এভাবে এসে আমার মনের শান্তি নষ্ট করবেন না।

ক্ষেত্র। শান্তি? তোর মনের শান্তি হারামজাদা? তুই অনন্ত নরকে পচে-মরবি। যে মেয়ের মরণের সময় তুই তাকে দেখা দিলি না—সেই মেয়ের অতৃপ্ত আত্মা চিরকালের জন্য তোকে শান্তি পেতে দেবে না। হতভাগা, পাজী, শয়তান কোথাকার, তুই জাহান্নামে যা, জাহান্নামে যা, নরকে যা তুই।

[ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ]

অশোক। মেসোমশাই, মেসোমশাই! ছি ছি! কী করলি বলতো সাগর? মেসোমশাই দাঁড়ান, একলা যাবেন না।

[ অশোকও ছুটে বেরিয়ে গেল। ]

[ সাগর উত্তেজনায় কাঁপছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে—তারপর কী ভেবে টেলিফোন রেখে দিয়ে জামা ও প্যাণ্টটা হাতে নিয়ে আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ]

### রত্নার ঘরে

রত্না ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কলিং বেজে উঠলো। রত্না উঠে আলোটা জেলে দরজার কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললো—

রত্না। কে?

নেপথ্যে। আমি আমি। দরজাটা খোল!

(রত্না দরজা খুলে দিতেই একটা কাস্‌কেটে মদের সরঞ্জাম নিয়ে মাতাল অবস্থায় বিভাস চৌধুরী ঢুকলো।)

রত্না। আপনি! আপনি এত রাত্রে এভাবে এ সমস্ত নিয়ে আমার ঘরে কেন এসেছেন?

বিভাস। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হল, তাই। আজ আমি তোমার কাছে থাকবো রতন!

রত্না। না।

বিভাস। হ্যাঁ।

রত্না। না, না, মিঃ চৌধুরী! আপনি প্রচুর drink করেছেন। তাই কিছু বুঝতে পারছেন না। একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখুন! আমার প্রতিবেশীরা যদি কেউ জেগে দেখে যে এতরাত্রে আপনি আমার ঘরে বসে আছেন—তাহলে কাল থেকে আর এ পাড়ায় থাকা যাবে না।

বিভাস। দরকার নেই থাকার! আমি তোমাকে আর একটা ফ্ল্যাট কিনে দিচ্ছি।

রত্না। না।

বিভাস। কিন্তু আমি যে আমার একলা ঘরে থাকতে পারছি না। দম

বন্ধ হয়ে আসছে আমার। আমার নিঃসঙ্গ জীবনটার কথাও তো ভাববে একবার রত্না!

রত্না। ভেবেছি বৈকি। সে কথা ভেবেছি বলেই—। কিন্তু তাই বলে রাতদুপুরে আপনি আমার ঘরে এসে হাজির হবেন? এটাতো কোন কাজের কথা নয় মিঃ চৌধুরী! এখন বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কাল সকালে যখন আপনার নেশা ছুটে যাবে, তখন বুঝতে পারবেন যে কী অন্যায় করেছেন আপনি। শুধু তাই কেন? আপনি একটা ফার্মের মালিক। আপনার নিজের নামেও তো—

বিভাস। রত্না, Please! একলা থাকতে আমার ভয় করছে আজ।

রত্না। [চীৎকার করে] না। আপনি যদি অবুঝের মতো জেদ করতে থাকেন, তাহলে সত্যি বলছি এই ঘুমের সমস্ত বাড়ীগুলো খেয়ে আজ রাত্রেই আমি আত্মহত্যা করবো।

বিভাস। বেশ যাচ্ছি। তুমি যখন পছন্দ করছো না, আমি যাচ্ছি। একটু Drink দাও তাহলে!

রত্না। না। আর খাবেন না মিঃ চৌধুরী। এরপর আপনি আর এক পাও চলতে পারবেন না।

বিভাস। খুব পারবো। বেশ, নাতো না। কিন্তু মদে কিছু হয় না আমার। একটা সময় ছিল, যখন মদ পেটে গিয়ে act করতো, এখন মদ খেয়ে আমি active হ'য়ে উঠি, কিন্তু মদ itself থাকে inactive. দাও! দাওনা! দেবেনা? তা'হলে চলি।

রত্না। বেশ দিচ্ছি। কিন্তু কথা দিন—এটা খেয়েই আপনি চলে যাবেন।

বিভাস। যাবো।

[ রত্না মদের বোতল থেকে Raw মদ একটা গেলাসে ঢেলে দিল। বিভাস এক চুমুকে সেটা খেয়ে ফেললো। ]

বিভাস। রতন! আমি চলে যাচ্ছি।

[ টলতে টলতে যেতে লাগলো ]

রত্না। কিন্তু—এগুলো নিয়ে যাবেন না?

বিভাস। ওগুলো থাক। তোমার ঘরেও কিছু থাক। রোজ রোজ নিয়ে আসা—নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। I don't want to disturb you like this. Because I love you. You are not an enemy but my friend. Take rest and be happy. Good night. Good night.

[ বিভাস চৌধুরী চলে গেল ]

[ রত্না দরজা দিয়ে দিল! বড় আলোটা জ্বলছিল, সেটাও নিভিয়ে দিল। Table lamp জ্বেলে ভাবতে লাগলো। কলিং বেল বাজলো। রত্না ইতিমধ্যে মদের গ্লাস বোতল লুকিয়ে ফেলেছে। ]

রত্না। ওঃ! নিশ্চয় আরো Drink করবার জন্যে ফিরে এসেছে।

[ দরজা খুলে দিল ]

[ সাগর ঢুকলো ]

সাগর। I am very sorry রত্না। এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য এত রাত্রে আমাকে তোমার কাছে আসতে হ'লো।

রত্না। এস ভেতরে এস! ( দরজা বন্ধ করলো ) বলো কি হয়েছে?

সাগর। আমার শ্বশুর মশায় এসেছিলেন।

রত্না। [ একটু Shocked হ'য়ে ] তোমার শ্বশুরমশায় ! তার মানে ?

সাগর। হ্যাঁ। সবটা শোন। বিয়ের আয়োজন হয়েছিল। বিয়ের আসরে মেয়েটিকে পিঁড়িতে ক'রে নিয়ে এসে—আমার চারদিকে সাত পাক ঘোরানোও হয়েছিল। তারপরই মেয়েটি রক্তবমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বিয়ের আর কিছুই হয়নি। না সম্প্রদান, না কুশণ্ডিকা, কিছু না। কিছুই হয়নি।

রত্না। কিছুই হয় না সাগর। আমি জানি—কিছুই হয় না। বিয়ে হয় না, বরণ হয় না। ফুলশয্যা হয় না ;—তবু ওরা বলবে ওটা বিয়ে। ও তোমার স্ত্রী। সে তোমার স্বামী, সে তার কর্ত্তব্য নাই বা করলো—তুমি তোমার কর্ত্তব্য করো।

সাগর। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। বিভাকে বিয়ের আসর থেকে হস্‌পিটালে পাঠানো হয়েছিল। দু বছর পরে ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছে Last moment. ( রত্না চেয়ে আছে ) মেয়েটি আমাকে দেখতে চাইছে।

রত্না। Last moment. ?

সাগর। হ্যাঁ আমাকে দেখতে চাইছে। ভদ্রলোক এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে ; অথচ ইনিই সেই বিয়ের রাত্রে আমাদের যাচ্ছেতাই ক'রে অপমান করেছিলেন ;

রত্না। - তোমার শ্বশুর মশায় কোথায় ?

সাগর। আমি যাবোনা বলাতে—তিনি আমাকে অভিসম্পাত দিয়ে চলে গেছেন।

রত্না। কিন্তু সাগর, তোমাকে যে একবার যেতে হবে তার কাছে।

সাগর। না।

রত্না। না বোলোনা লক্ষ্মীটি। তোমাকে একবার দেখবে বলে যে মরতে পারছে না, গিয়ে তাকে একবার দেখা দিয়ে এস।

সাগর। না না রত্না। তুমি কি বলছো—তা বোধ হয় তুমি নিজেই জানো না।

রত্না। আমি তোমাকে বলছি, আজ বোধ করি আমার চাইতে তাকে বেশী কেউ জানে না। আমার মনে হচ্ছে, যে বেনারসী চেলির ঘোমটা পরিয়ে তোমার চার পাশে তাকে ঘোরানো হয়েছিল—তার সেই ঘোমটা তো কেউ খুলে দেয়নি সাগর! তাই হয়তো তার মনটা তোমার গলার সে দিনকার সেই যুঁই ফুলের গোড়ের গন্ধে আজও পাগল হয়ে আছে। তুমি যাও! গিয়ে তার মুখের ওই ঘোমটাটা খুলে দাও। পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে তোমাকে সে একবার দেখুক!

সাগর। রত্না, তুমি এমন কথা বলতে পারো, আমি ভাবতেও পারিনি।

রত্না। যাবে তো বিভার কাছে? বলো!

সাগর। না রত্না। Please—এ অনুরোধ তুমি ক'রো না।

রত্না। শোন, শোন সাগর! সে মেয়েটাতো তোমার কাছে কোন দোষ করেনি, করেছেন তার বাবা। নিজের ভাগ্যের কাছে অপরাধী হয়ে আছে যে মেয়ে, তোমার কাছে তাকে আর দোষী করে রেখো না। শুনবে না আমার কথা? যাবে না? সাগর!

সাগর। বেশ। তোমার কথা আমি রাখবো। কাল সকালেই আমি যাবো। কিন্তু তুমি দেখে নিও—ওর বাবা বাড়ীতে পেয়ে প্রচুর অপমান করবেন আমাকে।

রত্না। অপমানিত হবে। যাকে পাওয়ার লগ্নে অপমানিত হয়েছো, তাকে হারাবার মুহূর্ত্তে—না হয় আর একবার অপমানিত হবে সাগর!

সাগর। হ্যাঁ যাব। নিশ্চয় যাব। ভাগ্যি আজ বিভার বাবা এসে ছিলেন, ভাগ্যি আজ আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, তাইতো তোমার মনের এই আশ্চর্য সুন্দর রূপটি আমার চোখে পড়লো। [ হঠাৎ রত্নাকে ধরে ] রত্না! আমি—আমি তোমাকে—

রত্না। [ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ] সাগর! বিভার কাছ থেকে ঘুরে এস। কেমন?

সাগর। ঠিক আছে। আমি ঘুরেই আসছি।

রত্না। এস!

[ সাগর চলে গেল ]

[ রত্না বিহ্বলের মত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো সাগরের চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে··· । ]

* দ্বিতীয় বিরতির পর্দ্দা নেমে এল *

## ৩য় পর্ব্ব

[ একই দৃশ্য ]

[ দুপুর বেলা ১১ টা ১১॥ টা হবে। রত্না কি যেন রান্না করবার যোগাড় করছে। সেবা ঢুকলো ]

সেবা। ও রত্নাদি! কী করছো গো?

রত্না। এই যে রে, আমি এখানে।

সেবা। কী করছো? ওমা! ভাত রাঁধার ব্যবস্থা করছো নাকি?

রত্না। না, ভাবছি চালে ডালে করবো, আর সামান্য কিছু ভেজে নেবো।

সেবা। আরে দূর! রেখে দাও ওসব। আজ আমার অফ্ ডে। তাই ভাবছি, তুমি আর আমি দু'জনে কোলকাতার দিকে বেরিয়ে পড়বো। কোনো রেস্তোঁরায় লাঞ্চ খাবো। তারপর একটা ইংরেজী সিনেমা দেখে—অনেক রাত্তিরে বাড়ী ফিরবো। আমাদের কেউ কিচ্ছু বলবে না।

রত্না। কিন্তু আজ তো হবে না রে সেবা।

সেবা। কেন হবে না? তোমারও তো আজ ছুটি রত্নাদি!

রত্না। হ্যাঁ! নিশ্চয় আমার ছুটি। কিন্তু আজ একটু অসুবিধে আছে। না, মানে—কেউ যদি এসে পড়ে—বা টেলিফোন করে?

সেবা। ফিরে আসবে।

রত্না। না, মানে ছোড়দা আসবে বলেছিল। যদি টেলিফোন টোন করে। তাই—

সেবা। ও! আচ্ছা রত্নাদি, রোজই তোমাকে জিগ্যেস করতে ভুলে যাই। তোমার সেই ডাক্তারবাবু এসেছিলেন আর?

রত্না। হ্যাঁ। এইতো দিন পনেরো আগেও একবার এসেছিলেন।

সেবা। ভারী মিষ্টি মানুষ। তুমি বলেছিলে তোমার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের বয়স বেশী। কিন্তু এঁকে দেখে তো তা মনে হ'ল না।

রত্না। (বিব্রত হয়ে) না না, তা কেন হবে? উনিতো সেই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট!

সেবা। ও! তাই এত অল্প বয়েস! কিন্তু বেশ দেখতে ভদ্রলোককে। ডাক্তার ও রকম দেখতে হলে রোগ আপনি আপনি সেরে যায় বাপু!

রত্না। বিয়ে করবি ওকে?

সেবা। যাও! ওঁর যেন আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। আমাকে বিয়ে করতে বয়ে গেছে ওঁর।

রত্না। ঠিক আছে। তোর মনে হ'লে বলিস। আমি ঘটকালী করে দেবো। হ্যাঁরে সেবা! তোর দাদার খবর কী?

সেবা। ও ভালকথা। বলতেই ভুলে গেছি। কী বলেছ তুমি দাদাকে? দাদা একেবারে ভয়ে জুজু হয়ে গেছে! এদিক দিয়ে আর যাওয়া আসা করে না। বাড়ীর পেছন দিক দিয়ে যায় আর আসে। কী বলেছ? বিষ খাওয়াবে না কী যেন?

রত্না। বলেছিলাম আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

সেবা। তারপর?

রত্না। ওতো তখনি Oh my darling বলে দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে

ধরে আর কি। বললাম—দাঁড়াও! সর্ত্ত আছে। ফুলশয্যার রাতে আমি তোমাকে এক গ্লাস সরবৎ দেবো। তাতে পটাসিয়াম সায়েনায়েড মেশানো থাকবে। ব্যস্! অমনি প্রেমিক আমার দে ছুট্।

[ উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লো সেবা। তারপর হাসি থামলে বললো ]

সেবা। বেশ হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল। আর জীবনে কোন দিন তোমাকে বিয়ের কথা বলবে না।

রত্না। হ্যাঁরে সেবা! প্রেম করেছিস কখনো?

সেবা। যাঃ!

রত্না। সত্যি বল্‌না! করেছিস প্রেম? [ সেবা ঘাড় নেড়ে "হ্যাঁ" জানালো। ] কার সংগে?

সেবা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি রত্নাদি, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়। তাহ'লে বাবা আমাকে মেরে ফেলবে।

রত্না। আমি কাউকে বলবো না। বল্‌না—কার সংগে?

সেবা। আমাদের অফিসের Zonal Inspector অনুপম দাসগুপ্ত। খুব ভাল ছেলে। বলেছে আমাকে বিয়ে করবে।

রত্না। ( গলা-নামিয়ে ) বেড়াতে গেছিস একসঙ্গে?

সেবা। হ্যাঁ, তা গেছি।

রত্না। কতক্ষণ একসংগে কাটিয়েছিস্?

সেবা। একসংগে একটা ছুটির গোটা দিন আর রাত্রি নটা পর্য্যন্ত।

রত্না। কেমন লাগলো রে?

সেবা। খুব ভাল রত্নাদি। একটু ভয় ভয় অবিশ্যি করে। কিন্তু এক সঙ্গে কাটাতে খুব ভাল লাগে।

রত্না। কী মনে হয় তখন ?

সেবা। তখন খালি মনে হয়—কবে বিয়ে হবে, কবে আমরা একসঙ্গে ঘরকন্না করবো—আমি রান্না করবো—ও খাবে। আমি জামা কাপড় ঠিক করে রাখবো—ও পরবে। আমি—এ্যাই ! খালি ফাঁকি দিয়ে পেটের কথা টেনে বার করা—না ? যাও আমি জানিনে। আমি কিচ্ছু জানিনে।

[ সেবা দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে বলবে ]

সেবা। রত্নাদি—বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—মা তোমাকে ডাকছে।

[ সেবা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রত্নাও বেরিয়ে যাবে ]

( অন্য অংশে আলো জ্বলবে )

[ রত্নার ঘর :—প্রশান্ত ও প্রিয়ব্রত ঢুকবে ]

( নেপথ্যে প্রিয়ব্রত ) রতন, রতন আছিস ?

প্রিয়ব্রত। রতন, রতন ! দরজা খোলা রেখে কোথায় গেল ? [ দরজার বাইরে গিয়ে ] রতন, রতন !

( নেপথ্যে ) রত্না। ছোড়দা ? বোস যাচ্ছি।

প্রশান্ত। এই ঘরে থাকে রতু ?

প্রিয়। হ্যাঁ।

প্রশান্ত। এই সব ফার্ণিচার, রেডিও, টেলিফোন সবই কি রতু করেছে ?

প্রিয়ব্রত। হ্যাঁ। রতনই করেছে—মানে—রতন যেখানে চাকরী করে—সেই Boss নাকি ওর Comfort এর জন্য এ সব করে দিয়েছে।

প্রশান্ত। তাই নাকি? এযুগে এরকম বদান্য ফার্মের মালিক তো দেখা যায় না।

প্রিয়ব্রত। না। এখনও কিছু কিছু মালিক আছেন, যাঁরা এ সব করে থাকেন। তুই বোস্। তোর সঙ্গে দুটো কথা আছে।

প্রশান্ত। কী বিষয়ে?

প্রিয়। কি বিষয়ে আবার? এই কোলকাতার আবহাওয়া নিয়ে কথা বলবো। আবার কি বিষয়ে? বোকা কোথাকার!

[ বাইরে থেকে রত্না ঢুকলো ]

রত্না। ওমা! তুমি কোত্থেকে দাদা?

প্রশান্ত। এই ছোড়দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অবিশ্যি ওর সঙ্গে একটু দরকারও ছিল। ছোড়দা বললে তোর এখানে আসবে। তাই বললাম আমার সঙ্গে তো গাড়ী আছে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তা ভালোই তো আছিস মনে হচ্ছে।

রত্না। হ্যাঁ। খুব ভাল আছি দাদা। এত ভাল বোধহয় বাংলা দেশের কোন মেয়ে থাকেনি এর আগে।

প্রশান্ত। তার মানে! ঠাট্টা করছিস?

রত্না। ওরে বাবা! আমি কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারি? একে তুমি আমার দাদা, তারপর কতবড় অফিসার! কি খাবে বল? চা, কফি না সরবৎ?

প্রিয়। না! ঠাণ্ডা কিছু দে। তবে খোকা কি খাবে—আমি বলতে পারি না।

প্রশান্ত। না না আমাকেও সরবৎ দে।

[ রত্না কিচেনে ঢুকলো ]

প্রশান্ত: বলো—কি বলছিলে ?

প্রিয়। বলছিলাম কি, বাড়ীর অবস্থা সবতো তুই জানিস ভাই। রতন আগে মাসে একশ টাকা ক'রে পাঠাতো, যখন ও টাইপিষ্ট ছিল। এখন ও মাসে আড়াইশো টাকা পাঠায়।

প্রশান্ত। বল কী ছোড়দা! রতু মাসে আড়াই শো টাকা পাঠায় ? ও মাইনে পায় কত ?

প্রিয়। জিগ্যেস করিনি কোনদিন। তবে নিশ্চয় মাসে পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো পায়। কিন্তু তুইতো জানিস ভাই, পাঁচ-ছশো টাকাটা আজকাল টাকাই নয়। ওই টাকায় বাপ মা বিধবা পিসী, তিনটে ছোট ছোট ভাই বোন, তাদের খাওয়া খরচ··· পড়ার খরচ, কাপড় চোপড় কি হয় প্রশান্ত ? অথচ মেয়েটাকে দেখছি মুখে রক্ত তুলে খাটে। কিন্তু তাতে কি হবে ? ওর কোলকাতায় থাকার একটা খরচও তো আছে ?

প্রশান্ত। তা' আছে বৈকি !

প্রিয়। তাই বলছিলাম ভাই, তুই যদি মাসে মাসে শ দুই কি আড়াইশো টাকা ক'রে পাঠাতে পারিস, তা হ'লে এই সংকটটা কেটে যায়।

[ রত্না সরবৎ নিয়ে এসে দিল। ]

প্রশান্ত। ছোড়দা! আমি তোমাকে কথাটা স্পষ্ট করেই বলি, শোন। আমি এখন বাবা মাকে একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে পারবো না।

প্রিয়। এ্যাঁ!

প্রশান্ত। হ্যাঁ। তার প্রথম কারণ, আমি যে পনেরশো টাকা মাইনে পাই, তার সবটাই ইলার হাতে পড়ে। তার থেকে আড়াই শো দূরে থাক্, আড়াইটে পয়সাও বাড়ীতে পাঠাতে দেবে না। আর আমার সংসার পনের শো টাকায় চলে না। মাসের শেষে আমাকেই টাকা ধার করতে হয়।

প্রিয়। না। তোর কথার মধ্যে কোন কুয়াসা নেই। বেশ সাফ্ সাফ্ কথা।

রত্না। আচ্ছা দাদা! তোমাদের কাচ্চা বাচ্চাও তো নেই। মাসে পনেরশো টাকার এস্ট্যাব্লিস্‌মেণ্ট্ নিশ্চয় নয় তোমার?

প্রিয়। তাতো নয়ই।

প্রশান্ত। তার চাইতেও বেশী, অনেক বেশী। মাসের মধ্যে চার পাঁচটা পার্টি দিতে হয় বাড়ীতে।

প্রিয়। ও বাবা। সেতো রাজসূয় যজ্ঞ!

প্রশান্ত। রত্নু, বাবার মেয়ে হয়ে তুই বাবা মার জন্যে যা করছিস, আমি ছেলে হয়ে তা করতে পারছি না। এ আমার লজ্জা, দারুণ লজ্জার কথা।

রত্না। থাক্ দাদা, আজ আর একথা আলোচনা ক'রে লাভ নেই। তুমি আজও লজ্জা পাও জেনে ভাল লাগলো।

প্রশান্ত। নইলে কি বল্‌বো বল? শিক্ষা চেয়েছিলাম—পেয়েছি। বড় চাকরী আর সম্মান চেয়েছিলাম—পেয়েছি। পরমা সুন্দরী স্ত্রী চেয়েছিলাম—তাও পেয়েছি। কিন্তু ছোড়দা, সব চেয়ে বেশী চেয়ে ছিলাম Family peace, সেইটাই পেলাম না। কী করবো বল্?

রত্না। দাদা এটা খেয়ে নাও। [ সরবৎ দিল ]

প্রশান্ত। রত্নু, ছোড়দার কাছে শুনলাম, তুই মুখে রক্ত তুলে খাটছিস? কেন? বাবা মা ছাড়া আরো কি কাউকে তোর সাহায্য করতে হয়?

রত্না। হয় দাদা।

প্রিয়। হয়?

রত্না। হয় ছোড়দা। মাঝে মাঝে তোমাদের So called ভগ্নিপতি এসে দু একশো ক'রে টাকা নিয়ে যান।

প্রশান্ত। সেই স্কাউনড্রেলটা এখানে আসে কিসের জন্যে?

রত্না। টাকার জন্যে। আবার কিসের জন্যে? তার হাত থেকে বাঁচবার কোনও Protection কি দিয়েছ তোমরা আমাকে? কোন দিন কি ভেবেছ—এই কোলকাতা সহরে একটা মেয়ে এসে হারিয়ে গেল, না মরে গেল?

প্রিয়। হ্যাঁরে! সেদিন এসেছিলাম—এ সব কথাতো তুই কিছুই বলিস নি আমাকে?

রত্না। তুমি তো জিগ্যেসও করোনি আমাকে! তা ছাড়া আমিই বা বলবো কেন?

প্রশান্ত। আর তুই তাকে স্বামী বলে স্বীকার ক'রে টাকা দিস?

প্রিয়। না না বিয়ে একটা হয়েছিল।

প্রশান্ত। হ্যাঁ তা হয়েছিল। কিন্তু বাসি বিয়ে হয়নি। কুশণ্ডিকা হয়নি। ফুলশয্যা হয়নি। এক কথায় কিছুই হয়নি। বিয়ের আগে পণের দেড় হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সত্বেও অবিনাশের ওই ছোটলোক বাপটা—আরো এক হাজার টাকা

দেবার জন্য চাপ দিতে লাগলো। ভোরের দিকে বাবা আর সহ্য করতে না পেরে লোকটার পায়ের ওপর পড়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্যারালিসিস ষ্টার্ট হয়ে গেল। তারপর? মনে আছে ছোড়দা?

প্রিয়। নিশ্চয়। সে দিনের কথা জীবনে ভুলবো? ভোর বেলায় বাসরে ঢুকে দেখি অবিনাশ জ্বরে অচৈতন্য। সারা গায়ে তার ইরাপ্‌সন্‌ বেরিয়েছে। শ্যাম ডাক্তার এসে দেখে বললো, রত্নুকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ো না। জামায়ের গায়ে এ গুলো—

প্রশান্ত। সিফিলিটিক ইরাপ্‌সন্‌। এই তো তোর বিয়ের ইতিহাস। একে তুই যদি বিয়ে বলিস্‌ তো বল্‌, আমি বলবো না। No. Never.

রত্না। আমরা একে বিয়ে না বললে—বয়ে গেল তার। সে এটাকে বিয়েই বলে।

প্রশান্ত। না। এটা বিয়ে নয়।

রত্না। তা হ'লে দাদা—উচিত ছিল গাঁয়ে গিয়ে তাকে একথাটা বুঝিয়ে দিয়ে আসা। তাতো করোনি তুমি?

প্রশান্ত। আমি কি ক'রে গাঁয়ে যাব? তুই তো জানিস আমি কত ব্যস্ত।

রত্না। তা হ'লে ব'লো না এসব কথা।

প্রশান্ত। অন্যায় দেখলেও কিছু বলবো না—এ কেমন কথা?

রত্না। দাদা, তুমিতো বাড়ীর কোন খোঁজ খবর রাখ না। তুমি বুঝতে পারবে না একটা মেয়ে— ( প্রাণপণে কান্না চাপতে চাপতে ) বাপ মা ভাই বোনের উপোস করা দেখতে না পেরে, কী যন্ত্রণায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে। কতখানি অসহায় বোধ

করলে—তবে সে অর্দ্ধেক বিয়ের স্বামীকে টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে চায়। তোমাদের সব কথা বলতে পারবো না, বলা সম্ভব নয়।

প্রশান্ত। কেন সম্ভব নয়? কী এমন কথা? কী এমন কাজ?

রত্না। শুনবে?

প্রশান্ত। হাঁ শুনবো।

রত্না। এই চাকরিটা পাওয়ার পর, প্রথম যেদিন বেড়াতে নিয়ে গিয়ে গাড়ীর মধ্যে আমার চাকরীর মালিক—আমাকে জড়িয়ে ধরলেন—

প্রিয়। রতন!

রত্না। সর্ব্বাংগ রী রী করে উঠলো আমার। উদ্ধত প্রতিবাদে মনে হ'ল ভদ্রলোকের গালে মারি এক চড়। কিন্তু তখনি চোখের সামনে ভেসে উঠলো—বাবার প্যারালিসিস, মা উঠতে পারে না, ছোট ছোট ভাই বোনগুলো মাসের তিন তারিখে Post office এ ছুটে যায় দিদির টাকা আসবে বলে। তখুনি ছেড়ে দিলাম নিজেকে। মনে মনে বললাম—আমার যা হবার হোক, কিন্তু ওরা বাঁচুক—ওরা বাঁচুক।

প্রিয়। রতন Don't be upset. একদিন দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। মানুষের মঙ্গল যে চায়, তার জীবনে কখনো কোন ক্ষতি হতে পারে না।

রত্না। দাদা, I am very sorry—আমি তোমাদের ডিস্টার্ব করতে চাই নি।

প্রিয়। easy রতন, Be steady.

প্রশান্ত। আমি জানি সব, বুঝি সব। কিন্তু কি করবো বল্? আমার

কোন উপায় নেইরে। রত্নু, এই ছুশোটা টাকা রাখ্। বাবাকে পাঠিয়ে দিস্। আমি দিয়েছি বলিস না। বলিস তুই দিয়েছিস্।

রত্না। না না দাদা, এ টাকা আমি নিতে পারবো না। ছোড়দাকে দাও, ছোড়দা যদি ভাল বোঝে—টাকাটা বাবার হাতে দিয়ে দেবে।

প্রশান্ত। ছোড়দা, তাহলে তুমিই টাকাটা বাবাকে দিয়ে দিও। চলি ছোড়দা। আসিরে রত্নু।

[ প্রশান্ত চলে গেল ]

[ রত্না উঠে যাচ্ছিলো ] [ গাড়ী চলে যাবার শব্দ ]

প্রিয়। রতন! শোন্। ঐ চেয়ারটায় বোস্।

রত্না। ( বসে ) বলো!

প্রিয়। তুই কি তোর অফিসে—তোর Boss এর কাছে—কুমারী বলে পরিচিত?

রত্না। হ্যাঁ! প্র্যাক্‌টিক্যালি বিয়ে তো আমার হয়নি।

প্রিয়। কুমারী ব'লে পরিচয় দিলে কি বেশী সুবিধে পাওয়া যায়?

রত্না। তোমাকে কী বলি বলতো?

প্রিয়। তাহলে থাক্ বলতে হবে না। এত অসম্মানের মধ্যে তোকে চাকরী করতে হয়—আমি জানতাম নারে!

রত্না। জানলেই বা কী করতে পারতে ছোড়দা? আজ আমার Boss এই কাজ করেছে বলে আশ্চর্য হচ্ছো? কিন্তু যখন ট্রামে বাসে রাস্তায় অলিতে গলিতে, আমাদের ঘরের ছেলেরা আমাদের মেয়েদের অসম্মান করে, তখনই বা আমরা কি করতে পারি? গোটা পৃথিবীটা আজ যেন মেয়েদের নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। একা বিভাস চৌধুরীকে দোষ দিলে চলবে কেন?

প্রিয়। ঠিক বলেছিস। গোটা দেশটাকে এরা দেউলে ক'রে দিল। যখন প্রথম রাজনীতি করতে নেমেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম দেশ মানে শুধু মাটি নয়—মানুষ। আজ জীবনের Last Half-এ পৌঁছে দেখছি, মানুষকে মাটি করবার নামই দেশপ্রেম। দূর! দূর। কিছু হবে না এদেশের।

রত্না। না ছোড়দা, কিছু মানুষ মাটি হয়েছে সত্যি। কিন্তু তোমার মতন এখনও দু একটা খাঁটি মানুষ আছে বলেই—গোটা জাতটা মাটি হ'তে পারেনি। তাইতো আজও আমরা স্বপ্ন দেখি ছোড়দা, মানুষের বাঁচার স্বপ্ন।

প্রিয়। কিন্তু এমন করে জোড়াতালি দিয়ে চলতে তো পারবি না বোন।

রত্না। না পারবোনা। চলবোও না। খুব শীগগীরই আমাকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

প্রিয়। আমিও তাই বলি। কিন্তু একথা বলছিস কেন? নতুন কিছু ঘটেছে?

রত্না। বলছি এই জন্যে যে সেদিন তোমাদের ঐ ভগ্নিপতি জোর ক'রে চাবি নিয়ে আলমারী খুলে টাকাতো নিলেনই—এছাড়া আমার খুব ব্যক্তিগত কয়েকখানা চিঠিও ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।

প্রিয়। কার চিঠি?

রত্না। আমার Boss এর।

প্রিয়। Nonsense. তা একথা আগে বলিসনি কেন? ওই রাস্কেলের কাছ থেকে চিঠিগুলো আগে নিয়ে নিতে হবে। নইলে ওই সোয়াইন্, ওই বিষ্ট্, বিভাস বাবুকে Black Mail

করবে। সঙ্গে সঙ্গে তোকে জড়িয়ে একটা ভীষণ Scandal সৃষ্টি করবে। আমি চলি।

রত্না। কিন্তু ছোড়দা তুমি তাকে পাবে কোথায়?

প্রিয়। তার সব আড্ডা আমার জানা আছে। চিঠিগুলো আমার চাই। Infernal wretch.

[ প্রিয়ব্রত চলে গেল ]

**অপর অংশে**

[ বাঁদিকের ঘরে সীতা ও গৌর ঢুকলো ]

সীতা। হ্যাঁরে গৌরদা, সাগরদা কবে আসবে বলে গিয়েছিলরে?

গৌর। গেল কালতো আসার কথা ছিল। তবে বলে গিয়েছিলেন যদি কোন কারণে আসতে না পারেন, তবে আজ নিশ্চয় আসবেন।

সীতা। তা আজও তো আসার সময় চলে গেল। আর তো গাড়ী নেই। নারে?

গৌর। নাঃ।

সীতা। আচ্ছা তুই যা।

[ গৌর চলে গেল ]

[ সীতা খাটে বসবে। অন্ধকার হ'লে চলে যাবে। ]

**এদিকের ঘরে**

[ সাগর কলিং বেল বাজাবে। রত্না উঠে দরজা খুলে দেবে। সাগর আসবে। রত্না হাত ধরে সাগরকে নিয়ে আসবে। খাটে বসাবে। ]

রত্না। বিভা?

সাগর। কাল মারা গেছে।

রত্না। কাল?

সাগর। জান রত্না—

রত্না। থাক্ থাক্। আগে চা টা খাও, বিশ্রাম করো। তারপর সব শুনবো।

সাগর। রত্না! তিনটে দিন আর তিনটে রাত্রি মেয়েটা—এত অবাক লাগছিল আমার। ওর সঙ্গে আমার চেনা নেই, শোনা নেই, জানা নেই, শুভ দৃষ্টি পর্যন্ত হয়নি বিয়ের দিন। অথচ—

[ রত্না কোন কথা বললো না। শুধু সাগরের চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলো ]

সাগর। তিনটে দিন আর রাত, ওর বিছানার পাশে বসে রইলাম। মেয়েটা শুধু শক্ত করে আমার হাতটা চেপে ধরে রইলো। ঘুমোল না, কিছু না। শুধু একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। সে কান্নার কোন শব্দ নেই। শুধু চোখ দিয়ে জল পড়ছে। চারদিনের দিন ভোরে—ওর হাতটা আলগা হতেই চেয়ে দেখলাম—ও চলে গেছে।

রত্না। ওঃ! ভাগ্যে তুমি গিয়েছিলে!

সাগর। রত্না, আমি কখনো কাউকে চোখের সামনে মরে যেতে দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম বিভাকে। এই প্রথম। কথা বলতে বলতে—এই মরে যাওয়াটা যে—কি আশ্চর্য্য ঘটনা!

রত্না। থাক্ সাগর। সাগর, আমি জানি—আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি যা বলি শোন। তুমি শুয়ে পড়োতো! শুয়ে পড়ে একটু খানি ঘুমিয়ে নিলেই দেখবে—ওই ছবিটা ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সাগর। রত্না, হঠাৎ নিজেকে আমার ভারী একা মনে হচ্ছে। ভীষণ একা। যেন—

রত্না। এই দেখ! তুমি ছেলে মানুষের মতো কথা বলতে সুরু করলে! কেন একা মনে হচ্ছে তোমার? কেন তা মনে হবে সাগর? আমি তো—

সাগর। কি বলতে যাচ্ছিলে—বল!

রত্না। বলছি, আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি।

সাগর। তাহলে কথা দাও চিরকাল তুমি এমনি করে আমার পাশেই থাকবে।

রত্না। না না সাগর, তুমি জানো না—আমার অনেক খুঁত্ আছে।

সাগর। আমি জানি রত্না। আমার জীবনেও তো খুঁত্ আছে। নিখুঁত্ কেউই নয় পৃথিবীতে।

রত্না। কিন্তু—

সাগর। কোন কিন্তু নয়। তুমি বলো, তুমি কথা দাও যে চিরদিন তুমি আমার পাশে—

রত্না। তুমি ঘুমোও, তুমি ঘুমোও। তোমাকে আমার অনেক কথা বলতে হবে, অনেক অনেক কথা।

সাগর। রত্না, আমি ঘুমিয়ে পড়লে তুমি চলে যাবে না তো?

রত্না। না।

[ রত্না দরজা বন্ধ ক'রে জানলার কাছে চেয়ারে বসবে। রত্নার ঘর আবছা অন্ধকার হয়ে যাবে সাগর শুয়ে পড়বে। ]

[ প্রিয়ব্রত ঢুকলো দরজা ঠেলে— ]

প্রিয়। না রে, সে রাস্কেলকে ধরতে পারলাম না। ভাবছিলাম—

রত্না। [ মুখে আঙুল দিয়ে শ্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌ আওয়াজ করে ]

প্রিয়। কী ব্যাপার ওকে ?

রত্না। বলছি।

প্রিয়। লোকটা তোর বিছানায় শুয়ে আছে কেন ?

রত্না। বলছি—বলছি। ওর নাম সাগর মজুমদার। ছোড়দা, কোনদিন তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি, আজও করবো না। ও আমাকে ভালবাসে ছোড়দা।

প্রিয়। এ অবধি তোকে তো কত লোকই ভালবাসলো রতন। তোর ফার্মের মালিকওতো তোকে ভালবাসে বলেছিলি।

রত্না। কিন্তু আমি তাদের কাউকে ভালবাসিনি। ওকে আমি ভাল বেসে ফেলেছি। আমি ঠিক করেছি ছোড়দা, এই চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন একটা চাকরী নেবো। একটা সংসার তৈরী করবো। বাবা মাকে তো সাহায্য করতেই হবে। হয়ত টাকার খুব কষ্ট হবে। তার জন্যে হয়ত আমাকে বেশী খাটতে হবে। কিন্তু আমি তাতে ভয় পাইনা, ওকে নিয়ে আমি ভাল ক'রে বাঁচবো। বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। এসব মিথ্যের বেসাতি আর আমার ভাল লাগছে না। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করো ছোড়দা। আর যেন আমি ঠকে না যাই। এবার যেন সত্যি আমি সুখী হই।

প্রিয়। হ্যাঁ। আজ মনে হচ্ছে তোকে আশীর্ব্বাদ করা যায়। ওর কথা বলতে বলতে—আজ তোর চোখে মুখে যে আলো ফুটে উঠতে দেখছি—সেটা জেনুইন। তার মধ্যে কোন ভেজাল নেই। হ্যাঁ, আজ মনে কোন সন্দেহ না রেখে—তোকে আশীর্ব্বাদ করা যায় রতন।

রত্না। তাহ'লে আশীর্ব্বাদ করো ছোড়দা!

প্রিয়। হ্যাঁ। আশীর্ব্বাদ করি এই মিথ্যের তরঙ্গে ভেসে বেড়ানো তোর শেষ হোক। এবার যেন সত্যি তুই কূল পাস। অন্ততঃ একটি সত্য তোর জীবনে আসুক। যে সত্য এই জীবন নিয়ে জুয়ো খেলার হাত থেকে উদ্ধার করে তোকে মান মর্য্যাদা দেবে, সার্থক করবে তোর নারী জীবন; আশীর্ব্বাদ করি তুই সুখী হ রতন, তুই সুখী হ।

[ প্রিয়ব্রত বেরিয়ে গেল ]

[ রত্না দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে খাটের নীচে মাটিতে বসে সাগরকে স্পর্শ না করে বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো, আর মুখটা ঘষতে লাগলো বিছানায় ]

ক্ষণিক বিরাম

দৃশ্যের অপর অংশ। ঘর খালি ছিল। একটু পরেই দেখা গেল, সাগর বিছানায় বসে কী যেন ভাবছে।

[ সীতা ঢুকলো ]

সীতা। সাগরদা—সাগরদা! এসে গেছো? চলো, একবার ওপরে চলো তো!

সাগর। কেন?

সীতা। চলো না!

সাগর। এই দেখো! কেন বলবে তো?

সীতা। খুব দরকার! চলো চলো!

সাগর। না। আগে বলো কী দরকার?

সীতা। মা আজ বাবাকে বলেছেন।

সাগর। কী বলেছেন ?

সীতা। কী মুস্কিল! বলছি—মা আজ বাবাকে বলেছেন।

সাগর। [ ভেংচে ] মা আজ বাবাকে বলেছেন। কী বলেছেন ?

সীতা। আঃ! এত Blunt কেন তুমি ? আমাদের বিয়ের কথা।

সাগর। বিয়ের কথা মানে ?

সীতা। হ্যাঁ। বাবা শুনে বললেন—বেশ, আমার কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু সাগর এসে আমাকে বলুক। লক্ষ্মীটি, একবারটি চলো! গিয়ে বাবাকে বলে আসবে। ওরে বাবা, আমি জানি তোমার ভীষণ লজ্জা করছে। প্রত্যেক মানুষেরই লজ্জা করে প্রথমে বিয়ের কথা বলতে। কিন্তু কথা হচ্ছে—বলতে তো হবেই! তুমি আজ বাবাকে কথাটা ব'লে রাখ। তারপরে আমাদের সুবিধে মতো একটা ভাল দিন দেখে বিয়ে হবে। কী হ'ল ? অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন ? চলো!

সাগর। সীতা!

সীতা। কী বলো ?

সাগর। সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সীতা। কি বুঝতে পারছো না ?

সাগর। এই মেসোমশায়ের কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করতে হবে, এবং একটা ভাল দিন দেখে আমাদের বিয়ে হবে—এই সব।

সীতা। কেন ? এগুলো কি তোমার কানে নতুন লাগছে ?

সাগর। নিশ্চয় নতুন লাগছে। বিশেষ ক'রে বিয়ের কথাটা আমি—আমি একদম ভাবিনি।

সীতা। কেন ভাবোনি ? আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস। ভাবোনি কেন ?

সাগর। একদিনও বলেছি কি সে কথা আমি ?

সীতা। না, তা বলোনি। কিন্তু মুখের বলাটাই কি সব ? তোমার মনের কথা কি আমি জানিনা ? না—বুঝতে পারি না ?

সাগর। এখনতো তাই মনে হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে—তুমি ঠিক আমার মনের কথাটা বুঝতে পারোনি। আমি কি কোন দিন তোমাকে বলেছি যে আমি তোমাকে ভালবাসি ? বা এমন কোন ব্যবহার করেছি যাতে—! তোমার বাবা মাকে আমি মেসোমশাই মাসীমা ব'লে ডাকি। দু'বছর বয়সের সময় আমার মাকে হারিয়েছি। মা কেমন আমি জানতাম না। সেই মায়ের স্নেহ আমি মাসীমার কাছে পেয়েছি। ছেলের মতো তাঁর সংগে মিশেছি বলেই তোমাকে বিয়ে করার কথাটা মনে আসেনি আমার। বরং এটাই ভেবেছি যে একজন বড় অফিসারের সংগে তোমার বিয়ে হ'লে খুব ভাল হয়।

[ এতক্ষণ চুপ করে সীতা শুনছিল সাগরের কথা। ]

সীতা। তাহ'লে তুমি যাবে না বাবার কাছে ?

সাগর। গিয়ে কোন লাভ নেই।

সীতা। বাবা তোমার জন্যে একটা বড় চাকরী ঠিক ক'রে রেখেছেন, তুমি জান ?

সাগর। জেনে লাভ কী ? তোমাকে বিয়ে করার বদলে যদি সে চাকরী হয়—তা হ'লে সে চাকরী নিচ্ছি কি করে ?

সীতা। সাগরদা! কি হল? তুমি তো এমন ছিলে না! আজ যে সব কথা তুমি বলছো,—আমি জানি—এগুলো তোমার নতুন ভাবনার কথা। তোমার আগের দিনের চিন্তার সংগে এই কথাগুলোর কোন মিল নেই। এক দিনের একটা Wrong Telephone কানেক্‌শন্ কি একটা মানুষকে এতখানি বদলে দিতে পারে?

সাগর। কী বলছো তুমি?

সীতা। ঠিকই বলছি সাগরদা। যে ব্যাপারটা আমি চোখে দেখেও দেখিনি, কানে শুনেও উপেক্ষা করেছি, সেইটেই আজ বড় হয়ে দেখা দিল?

সাগর। তুমি দুঃখ করো না সীতা। এটুকু বলতে পারি—আমার স্নেহ থেকে তুমি কোন দিন বঞ্চিত হবে না।

সীতা। কী দরকার? সেটুকুরই বা অপচয় করবে কেন সাগর দা? আমি সবই বুঝতে পারছি। কোথাও এতটুকু ধোঁয়া বা কুয়াসা নেই। পরিষ্কার দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব।

সাগর। সীতা, তোমার কাছে অস্বীকার করবো না একটি মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে—আমি নতুন ক'রে জীবনের স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছি। ভেবেছি আবার ডাক্তারি পরীক্ষা দেবো। পাশ করবো। তারপর কোন এক গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা সুরু করবো। সংসার করবো দুজনে মিলে। জান সীতা, এসব আশা আগে ছিল না। [ সীতা ছুটে বেরিয়ে গেল কিন্তু সাগর দেখেনি। সে দর্শকের দিকে চেয়ে বলছিল। ] কিন্তু এখন

আমি এসব স্বপ্ন······ [ সাগর সীতার দিকে ঘুরে দেখলো—
সীতা নেই ] ······সীতা ! সীতা······ ।

[ একটুকাল চুপ ক'রে বসে থেকে, পরে উঠে গিয়ে টেলিফোন ডায়াল করলো সাগর ] ।

[ ডানদিকের ঘরে কিচেন থেকে বেরিয়ে রত্না ধরলো টেলিফোন । ]

রত্না । হ্যালো !

সাগর । সাগর ।

রত্না । কি ব্যাপার ?

সাগর । সীতা এসেছিল । বলছিল, ওর বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করতে । আমি 'না' বলে দিয়েছি ।

রত্না । 'না' বলেছো ? ( একটু চুপ ) কী করছো তুমি ?

সাগর । কিছু না । তবে একটু না ঘুমিয়ে কিছু করতেও পারবো না ।

রত্না । তাহ'লে ঘুম থেকে উঠে একটা ফোন করে চলে এস । কেমন ?

সাগর । আচ্ছা । তুমি কি মনে করো সীতাকে Refuse করে আমি —আমি অন্যায় করলাম ?

রত্না । তোমার মনের খবর তুমি জান ।

সাগর । রত্না, আমার মনের খবর তুমি জান না ?

রত্না । জানি । কিন্তু বলবো না ।

[ দুজনেই হেসে উঠে টেলিফোন ছেড়ে দিল । ]

[ দৃশ্য অন্ধকার হবে ]

[ আলো জ্বললে দেখা যাবে রত্না শুয়ে আছে । দরজায় ধাক্কা. পক্ষে কলিং বেল বেজে উঠলো । রত্না উঠে দরজা খুলে দিতেই সেবা ও সীতা ঘরে ঢুকলো । ]

সেবা। বাবারে বাবা। বাবারে বাবা। একি ঘুমগো তোমার কুম্ভকর্ণের মেয়ে সংস্করণ। ইনি অনেকক্ষণ থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন। শেষকালে আমি এসে কলিং বেলটা টিপে দিলাম। উনি এতই upset হয়ে আছেন যে কলিং বেলের বোতামটা দেখতেই পান নি।

রত্না। কী হ'লো? তোর তো রাত্তিরে বাড়ী ফেরার কথা!

সেবা। আরে দূর! একা কখনও ভাল লাগে? তাই চলে এলাম। তার চাইতে ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুলে শরীর ভাল থাকবে।

রত্না। ও! আজ বুঝি তুই একা?

সেবা। হুঁঃ! আমার একাও যা, দোকাও তাই।

[ সেবা চলে গেল ]

রত্না। আপনার কী চাই?

সীতা। আমাকে 'আপনি' বলবেন না। 'তুমি' বলেই ডাকবেন।

রত্না। কে আপনি?

সীতা। আমি সীতা—সীতা পারেখ।

[ রত্না চেয়ে আছে তার দিকে ]

রত্না। ও! হ্যাঁ হ্যাঁ! আপনার সঙ্গে তো একদিন টেলিফোনে কথা হয়েছিল। কী ব্যাপার?

সীতা। আপনার কাছে আমি একটু সাহায্যের জন্য এসেছি।

রত্না। কী সাহায্য?

সীতা। আমি একটি ছেলেকে ভালবাসি। আপনি তাকে চেনেন। সাগর মজুমদার।

রত্না। বেশ!

সীতা। তিনি আমার বাবার কাছে গিয়ে বললেই বাবা আমাদের বিয়েতে রাজী হয়ে যাবেন। কিন্তু সাগরদা কিছুতেই যেতে চাইছেনা।

রত্না। তা আমি কি করবো?

সীতা। আপনি সাগরদাকে বললেই সে বাবার কাছে গিয়ে Propose করবে। সাগরদা আমাকে এড়িয়ে গেছে, কিন্তু আমি জানি আপনার কথা সে ফেলতে পারবে না।

রত্না। কেন পারবে না?

সীতা। না। সে সাহস তার নেই। আমি জানি আপনাকে সে খুব ভালবাসে।

রত্না। আমার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা দিন তাঁর দেখা হয়েছে। এর মধ্যে ভালবাসা টাসা জাগতে পারে না মানুষের মনে।

সীতা। সত্যিকারের ভালবাসার জন্যে কি অনেকগুলো দিনের দরকার হয় দিদি? ভালবাসা হ'লে এক মুহূর্ত্তেই হয়।

রত্না। কী জানি!

সীতা। আপনি বললেই হয়ে যাবে। বিয়ে এখন না হয়—নাই হ'লো। শুধু কথাটা পাকা হয়ে থাক।

রত্না। না না!

সীতা। অমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে না-না বলবেন না দিদি! সাগরদা ছাড়া আমি কোন ছেলের সঙ্গে মিশিও নি—চিনিও না। সাগরদাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রত্না। গেলোই বা! আমার তাতে কী যায় আসে?

সীতা। দিদি, কী Stiff আপনাদের মন। বোধহয় আপনারা বাঙালীরাই এই রকম। একটা কিছু ঠিক করে নিলে আর

সেখান থেকে আপনাদের নড়ানো যায় না। মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের এই সামান্য উপকারটুকু করতে পারবেন না ?

রত্না। না। তাকে বিয়ে করতে বলার—আমার কী অধিকার ? তার মন তার নিজের এলাকা।

সীতা। না দিদি। তার মন, আর তার নিজের হাতে নেই। যে দিন রাত্রে আপনার রং নাম্বার ডায়াল করে উনি এসে আপনাকে Injection দিয়ে—সারারাত পাহারা দিয়ে—ভোরে ফিরে গেলেন, সেই ভোর থেকেই নিজের মনটা আপনার মুঠোয় রেখে গেছেন তিনি।

রত্না। তাই নাকি ?

সীতা। ঠাট্টা করবেন না দিদি। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন. আমি সত্যি কথাই বলছি। সে যাক্। এ নিয়ে আপনার কাছে কোন নালিশ করতে আসিনি। আমি জানি—মন কারো দাস নয়। প্রথম দেখায়—সে যে কাকে গ্রহণ করবে আর কাকে বর্জ্জন করবে, কিছুই ঠিক নেই। আমি শুধু জানি সাগরদাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই আপনার কাছে একটু দয়া চাইতে এসেছি।

রত্না। দয়া ? দয়া করবো ? কেন দয়া করবো আমি ? দয়া কেন করবো ? কই, আমি যখন কেঁদে কেঁদে মানুষের দরজায় দয়া চেয়ে ফিরেছি, বাপ মা ভাই বোনকে উপোস করতে দেখে রাতের অন্ধকারে নিজের অসহায়তায় পাগলের মতো ভগবানের কাছে দয়া চেয়ে, দেয়ালে ঠুকে নিজের কপাল ফাটিয়ে ফেলেছি, তখন না মানুষ—না দেবতা, কেউ আমাকে দয়া করেনি। তুমি খুব ছেলেমানুষ। দেখ, পৃথিবীতে কেউ কাউকে

দয়া করে না, আমিও করবো না। তুমি চলে যেতে পার। আজ নিজে থেকে আমার জীবনে যা এসেছে, আমি একা তা ভোগ করবো। দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও। আমি দয়া টয়া করবো না।

[ এই সময়টায় সেবা এই ঘরে ঢুকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনতে লাগলো। পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে সেবা ]

সীতা। বেশ, দয়া যদি না করেন—তবে ভিক্ষে দিন দিদি!

রত্না। ভিক্ষে? কিসের ভিক্ষে? কী ভিক্ষে?

সীতা। সাগরদাকে আমি ভিক্ষে চাইছি আপনার কাছে।

রত্না। এটা ভাল হয়েছে। খুব নতুন রকমের হয়েছে। কিন্তু এতেও কোন সুবিধে হবে না। আমি যদি দান না করি, তবে ভিক্ষেও দেবো না। তোমার সাধ্য থাকে তুমি ছিনিয়ে নাও।

সীতা। আমার সে সাধ্য নেই দিদি। একে আমি অবাঙ্গালী মেয়ে, তার ওপর গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আগের সাগরদা আর রত্না মুখার্জ্জীর ফ্ল্যাট ফেরত সাগরদাতে আসমান-জমীন ফারাক। দেখলাম নিজেতো পারবো না—তাই যিনি পারবেন, তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে এলাম।

[ সীতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। রত্না জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে Tape বাজবে ]

[ রত্নার মনের কথা ]

পাগল করে দেবে, আমাকে পাগল করে দেবে। কাঁদছে, কাঁদছে ভাখো! তা আমি কি করবো? কেন করবো? ওকে ভিক্ষে দাও। তোমার জীবন তো নষ্ট হয়ে গেছে, ওর জীবনটা

কেন নষ্ট হবে? না না না। আমি পারবো না—পারবো না ভিক্ষে দিতে। কেন পারবে না? আজ যদি সেবা এসে এই ভিক্ষে চাইতো! ভিক্ষে দিতে না তাকে?

পাশের ঘরে

[ সাগর উঠে জল খাবে। ]

এদিকের ঘরে

রত্না। [ সেবাকে দেখতে পেয়ে ] তোকে হ'লে দিতাম।

সেবা। তবে ওকেও কেন ভিক্ষে দাও না রত্নাদি!

রত্না। ( সীতাকে ) তুমি বাড়ী যাও। আমার বিশ্বাস, আজ রাত্রেই হয়তো সাগর তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমাদের বিয়ের কথা বলবে।

সীতা। দিদি আমি—আমি আপনাকে কি করে—

রত্না। না। কোন নাটক নয়। নাটক করা আমি ভালবাসিনা। ভিক্ষে তো পেয়েছ, যাও এবার।

সীতা। আমি—আমি কখনও ভুলবো না, জীবনে কখনও ভুলবো না এ দয়া।

[ সীতা ও সেবা চলে গেল—দেখা গেল সেবা একটা কথাও বললো না। মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে গেল। ]

[ রত্না সাগরকে টেলিফোন করার জন্য Dial করবে ]

[ সাগরের ঘরে টেলিফোন রিং হবে. ঘুম থেকে উঠে সাগর ফোন ধরবে ]

সাগর। হ্যালো! কে?

রত্না। আমি রত্না।

সাগর। কী ব্যাপার? কিছুক্ষণ আগেইতো ফোনে কথা হ'ল !

রত্না। শোন, একটু আগে তোমার সংগে আমার যে টেলিফোনে কথা হলো; তাতে আমার মনে হলো, তুমি যেন ঐ মেয়েটাকে— কি যেন ওর নাম?

সাগর। সীতা।

রত্না। হ্যাঁ। তাকে avoid করে—আমাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখছো!

সাগর। স্বপ্ন নয়, বাস্তবের কথাই ভাবছি।

রত্না। কিন্তু না। সেটা অসম্ভব।

সাগর। তার মানে?

রত্না। তার মানে, তুমি আমার সম্বন্ধে......। তার মানে—আমি খারাপ মেয়ে।

সাগর। বিশ্বাস করিনা। যে মেয়ে পুরুষের চোখের ওপর চোখ রেখে সোজা হ'য়ে কথা বলতে পারে, সে কখনই খারাপ মেয়ে হতে পারে না রত্না।

রত্না। কিন্তু সাগর, তুমি জান না। আমি......

সাগর। ঠিক আছে। শোন, আমি বিকেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করবো।

রত্না। না না! শোন সাগর, আমার সঙ্গে এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ হবে না। আমি বলছি—তুমি সীতাকে বিয়ে করো And......Be happy.

সাগর। এ সব কি বলছো তুমি? তুমি জানো তোমাকে কেন্দ্র ক'রে আমি আমার জীবনকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে চাইছি। যে জীবনের আশা ভরসা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল—তাকে তুমি

নতুন করে বাঁচিয়েছ। আর আজ হঠাৎ—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

রত্না। না। আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি আমার Boss এর সঙ্গে।

সাগর। ভাল কথা। যতক্ষণ না ফেরো—আমি বাইরে অপেক্ষা করবো।

রত্না। এসো না! সাগর, এসো না। তুমি সহ্য করতে পারবে না।

সাগর। পারি—না পারি, সে আমি বুঝবো।

[ সাগর রিসিভার রেখে দিল ]

[ রত্না একটুকাল ভেবে মিঃ চৌধুরীকে Dial করবে। ]

রত্না। কে? মিঃ চৌধুরী? আপনি কি—আমার এখানে? হ্যাঁ, আমি আছি। খুব ভাল। আমি সেইটেই বলতে যাচ্ছিলাম। এঁ্যা? হ্যাঁ, আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

রিসিভার রেখে দিয়ে

[ রত্না কান্নায় ভেঙে পড়ে বিছানায় ]

[ সেবা ঢুকলো— ]

সেবা। রত্নাদি জানো—সেই মেয়েটা—রত্নাদি—রত্নাদি! একি! তুমি কাঁদছো?

রত্না। না না তুই যা।

সেবা। কাঁদছো কেন রত্নাদি? না, আমি যাবো না। তুমি আগে বলো—কাঁদছো কেন? তাহলে কি তোমাকে ভিক্ষে দিতে ব'লে ভুল করলাম? রত্নাদি, আমি বুঝতে পারিনি। আমি তো ছোট। আমি এতটুকু তলিয়ে বুঝিনি। যে ভিক্ষে দিয়ে

তোমাকে এমন ক'রে কাঁদতে হয়, সে ভিক্ষে তুমি ওকে কেন দিলে রত্নাদি? তুমিতো বললেই পারতে—'না, ভিক্ষে দেব না'। তাহলেই তো ও চলে যেত! তুমি বিশ্বাস করো! আমি একদম বুঝতে পারিনি। তুমি যে তোমার 'ভবিষ্যৎ' ওকে ভিক্ষে দেবে—এ কথা জানতে পারলে—আমি কখনই—

রত্না। নারে সেবা, আজ এই ভিক্ষেটুকু না দিলে, নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম রে! আমার আর কী ভবিষ্যৎ বল্? যে দিনের সূর্য্য ডুবছে, তার আবার ভবিষ্যৎ কী? তার ভবিষ্যৎ তো রাত্রি—অন্ধকার! কিন্তু তোদের তো আর তা নয়। জীবনে কত বস্তুকেই তো আঁকড়ে ধরলাম সেবা, কিন্তু হাতের ফাঁক দিয়ে সব গলে গেল। এই সৌভাগ্যটুকুও থাকবে না জেনেই চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু—! বাড়ী যা সেবা! আমি না ডাকলে খবরদার এদিকে আসবি না আর।

সেবা। আমি থাকি না রত্নাদি। রোজ তোমাকে দেখি—আর তোমার ওপর আমার ভালবাসা বাড়ে, আজ তোমাকে দেখে আমার কিন্তু ভয় করছে।

রত্না। না রে সেবা, আমি একটু একলা থাকি। বাড়ী যা তুই।

[ চোখ মুছতে মুছতে সেবা চলে গেল ]

[ রত্না আলমারী খুলে টাকা বার ক'রে বালিসের নিচে রাখবে। বিছানায় বসবে। চাবির রিংটা খাটের মাথার কাছে ছোট গোল টেবিলে রাখবে। কার আসার যেন প্রতীক্ষা করছে সে ]

[ অবিনাশ ঢুকলো—মদ খেয়েছে। ]

অবি। I don't care, I don't care. আমি আসতাম অনেক

আগেই। কিন্তু পথে এমন একটা মুস্কিল হ'লো! মনে হ'লো কে যেন আমাকে Follow করছে। Of Course I don't care. তবু কোলকাতার পথঘাট তো ঠিক গ্রামের মতন নয়···তাই একটুখানি কশাস্ হয়ে······ যাকগে। কেমন আছো বল ?

[ রত্না কোন জবাব না দিয়ে বালিসের তলা থেকে টাকা নিয়ে অবিনাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ]

অবি। কত আছে ?

রত্না। একশো।

অবি। একশো টাকায় তো হবে না।

রত্না। আর নেই।

অবি। নেই বললে চলবে কেন ?

[ রত্না নিঃশব্দে অবিনাশের হাতে চাবির রিংটা তুলে দিলে। অবিনাশ তাড়াতাড়ি আলমারি খুললো। তারপর আলমারির ভিতর কি যেন খুঁজতে লাগলো। ]

অবি। কি আপদ! এখানে যে গয়নার বাক্সটা ছিল, গেল কোথায় ?

রত্না। Vault য়ে রেখে এসেছি।

অবি। তার মানে ?

রত্না। তার মানে আপনার নাগালের বাইরে। কিন্তু আজই শেষ দিন। আর আপনি আমার কাছ থেকে টাকা পাবেন না।

অবি। ( হেসে ) সত্যই যদি তোমার ধারণা হয়ে হ'য়ে থাকে যে—আমি আর টাকা পাবো না, তা হলে সেই ভুল ধারণা মন থেকে মুছে ফ্যালো। অন্ততঃ এইটুকু বলতে পারি, যতদিন তুমি থাকবে, ততদিন টাকাও থাকবে।

রত্না। [ হেসে উঠে ] আমিই থাকবো না।

অবি। কোথায় থাকবে ?

রত্না। হারিয়ে যাবো—হারিয়ে।

অবি। এতই সহজ ? একটা জলজ্যান্ত মেয়ে ছেলে, বিশেষ ক'রে তোমার মতো মেয়ের হারিয়ে যাওয়া কি এতই সহজ ? এ কথা আমি কেন, স্বয়ং ভগবানও বিশ্বাস করবে না। [ গাড়ীর শব্দ ]

[ প্রাইভেট কারের Horn শোনা গেল। গাড়ীর দরজা বন্ধের শব্দ হ'লো। ]

অবি। তোমার Boss আসছেন বোধ হয়। আমি আজ চলি।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

দরজা খোলার আওয়াজ

বিভাস চৌধুরী ঢুকলো। ]

বিভাস। এই Swineটা তোমার কাছেও এসেছে ? ও কাল আমার অফিসে গিয়ে তিনখানা চিঠি দেখিয়ে এক হাজার টাকা নিয়ে এসেছে।

রত্না। চিঠি তিনখানা নিয়ে নিয়েছেন তো ?

বিভাস। নিশ্চয়ই ! নইলে এমনি এক হাজার টাকা দিয়েছি ? এখানে এসেছে কেন ? কি চায় জানোয়ারটা ?

অবি। কিছু না—কিছু না—স্যার ! জানোয়ারের দিকে মন দিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। আপনি আপনার কাজ করুন।

রত্না। বসুন !

বিভাস। হ্যাঁ। কিন্তু তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছো চিঠি তিনখানা ওকে দিয়ে।

রত্না। উনি কারো দেবার তোয়াক্কা করেন না। যা নেবার নিজে থেকেই ছিনিয়ে নেন।

বিভাস। ও কী রকম Husband তোমার ?

রত্না। Fifty percent, বাকি fiftyর কোন অনুষ্ঠানই হয় নি।

বিভাস। শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলে ?

রত্না। না। একদিনও না। একমুহূর্ত্তের জন্যও—না। বিয়ের দিন বাসর ঘরেই ওঁর গায়ে কি একটা ইরাপসন্ দেখা দেয়।

বিভাস। তবে আর কিসের ভয় ওকে ?

রত্না। কিছুরই না। আর কোন ভয়ই নেই। কি খাবেন ? চা, কফি, cold drink ? আর, সেই Drinkটা বার করে দেবো ? সেই যে সেদিন রেখে গিয়েছিলেন।

বিভাস। খাব ?

রত্না। খান না! ক্ষতি কি ? রোববারের বিকেল, ভালই তো লাগবে।

[ রত্নার মদের কাস্‌কেট্ নিয়ে এসে, বিভাস চৌধুরীকে মদ ঢেলে দিল। ]

রত্না। আমিও একটু খাব আজ।

বিভাস। উঁ! একী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে রঘুরাজ ?

রত্না। কিন্তু দাসী উচ্চকুলোদ্ভবা। খাব ?

বিভাস। কখনো খাওনিতো. তাই বলছি—সত্যি খাবে ?

রত্না। হ্যাঁ। আজ সত্যিই খাব। ( গেলাসে ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেললো )

অবি। রত্না ! তুমি মদ খাচ্ছো ?

রত্না। ( বিভাসকে ) আর একটু খাব ?

বিভাস। আরে! তুমি যে মরিয়া হয়ে উঠলে!

রত্না। আজ যে মরিয়া হতেই হবে আমাকে! ওর জন্যে মরিয়া, এর জন্যে মরিয়া, তার জন্যে মরিয়া। হঁ্যা ভাল কথা স্যার, টাকা আছে পকেটে?

বিভাস। আছে। কেন?

রত্না। দিন না! (এক গোছা নোট নিয়ে) এই নাও একশো, দুশো, তিনশো and get out। (মাটিতে ছুঁড়ে দিল)

অবি। (কুড়োতে কুড়োতে) রত্না!

রত্না। দূর হও! আমার জীবন থেকে দূর হয়ে যাও তুমি! আর এসো না। বলেছিলাম না তোমাকে যে—ভয় দেখাতে দেখাতে ভয় আর ভয়ঙ্কর থাকে না—তখন সে হাস্যকর হয়ে ওঠে।

অবি। রত্না, একটা কথা বলি। আমাকে ভাল হবার একটা সুযোগ দেবে? (খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো রত্না) বলবে আমাকে ভাল হতে? কেউ বলেনি আমাকে। কেউ না। ফলে আমি খারাপই হয়েছি ক্রমাগত। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি রত্না, আমি ভাল হবো। আমি রোগ সারিয়ে ফেলবো। আমি মদ ছেড়ে দেব। আমি—

আবার হা হা করে হেসে উঠলো রত্না ]

অবি। আচ্ছা আচ্ছা—আমি চলে যাচ্ছি। কথা দিয়ে যাচ্ছি, ভাল না হওয়া অবধি আমি আর তোমার সামনে আসবো না! কিন্তু তুমি মদ খেয়ো না রত্না। Please! তুমি মদ খেয়ো না। আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি। আমি জানোয়ার। জানোয়ারেরই

চেহারা আমার। কিন্তু যেসব জানোয়ার মানুষ সেজে এই সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কাছ থেকে একটু সাবধান থেকো। তুমি মদ খেয়ো না লক্ষীটি।

[ প্রস্থান ]

বিভাস। (এতক্ষণ চুপ ক'রে দেখছিল) তুমি কিন্তু Drunk হয়ে গেছ।

রত্না। আমি? কই নাতো! একেই বুঝি Drunk হওয়া বলে? এই পা টলা, গা টলা—মন টলা। বাঃ! বেশতো লাগে Drunk হতে! বেশ থ্রিলিং তো?

[ সাগর ঢুকলো ] আচ্ছা, চলো না আজ আমরা কোথাও হারিয়ে যাই! চলো না! আজ তো ছুটি। চলো—কোথাও যাই। কালকে আবার ফিরে আসবো। হ্যাঁগো, কোন্ গাড়ীটা এনেছ?

[ হঠাৎ যেন দেখতে পেয়ে সাগরকে ]

রত্না। হ্যাল্লো ম্যান! আরে এস এস—তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।

সাগর। থাক্—দরকার হবে না।

রত্না। কেন? দরকার হবে না কেন? চাকরীর কথা বলেছিলে না? এস, চাকরীর ব্যবস্থা ক'রে দিই। আরে—এস না ম্যান!

সাগর। না। ধন্যবাদ।

[ সাগর চলে গেল ]

বিভাস। তাহলে নাও তৈরী হয়ে নাও।

রত্না। না স্যার। মাথাটা ভয়ানক ধরেছে।

বিভাস। তবে থাক্। একটু ঘুমিয়ে নাও। ঠিক হয়ে যাবে। আমি না হয় রাত ৯ টা ৯॥ টার সময় ফোন করবো। তখন যদি যেতে ইচ্ছে করে—যাওয়া যাবে। কী বলো?

রত্না। আচ্ছা।

বিভাস। আমি যাচ্ছি। তুমি দরজা দিয়ে শুয়ে পড়।

[ বিভাস চলে গেল ]

[ রত্না জানলার কাছে গেলে সাগর ফিরে আসবে ]

সাগর। মদ খেয়েছো কেন?

রত্না। উঁ? আমার ইচ্ছে হয়েছিল—তাই খেয়েছি।

সাগর। ওই লোকটার গায়ে পড়ে অমন বেলেল্লাগিরি করছিলে কেন?

রত্না। উনি 'লোকটা' নন। উনি আমার Boss। একটা বিরাট ফার্মের মালিক।

সাগর। নরকে যাক্। তুমি মদ খেয়েছো কেন, তাই বলো?

রত্না। বাঃ! আমি মদ খাই—তুমি জানতে না? আমি তো মদ খাই! এতে অবাক হবার কি আছে? তোমাকে তো আগেই বলেছি—আমি খারাপ মেয়ে। খারাপ মেয়েরা মদ খায়, তুমি জানো না?

সাগর। না জানতাম না। খারাপ মেয়ে আমিও দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এত খারাপ মেয়ে আমি দেখিনি যে ভর্ সন্ধ্যে বেলায় দরজা খুলে—পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে পারে!

রত্না। পরপুরুষ! হুঁঃ। তুমি কি? তুমি কি স্বপুরুষ? উঁ?

সাগর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এত সহজে আমার ভুল ভেঙ্গে গেল। আর তোমার মত মেয়েকে আমি কিনা বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছিলাম।

রত্না। বিয়ে করলেই হলো? এতই সহজ? আমাকে বিয়ে করে তুমি রাখতে কোথায়? কী খেতে দিতে? পারতে কিছু দিতে? এই ঘরটার দিকে চেয়ে দেখো! পারতে এইসব

দিতে? এই টেলিফোন, রেডিও, এইসব দামী দামী শাড়ী, জামা, জুতো, এই কমফর্ট? পারতে দিতে? দু-পাঁচশো টাকা রোজগার করে বৌকে এসব দেওয়া যায় না।

সাগর। চুপ করো!

রত্না। কেন চুপ করবো? আমার তো খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই? এইসব ছেড়ে আমি উপোস করতে যাবো ওঁর সঙ্গে। তার চেয়ে যাওনা! কি নাম যেন মেয়েটার? সীতা। সীতাকে গিয়ে বিয়ে করো। সে তোমাকে ভালবাসে। সে তোমার সঙ্গে উপোস করতে রাজী হবে। go.

সাগর। হ্যাঁ। তাই যাবো।

[ সাগর ঠাস্ করে রত্নাকে চড় মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ]

সাগর। জঘন্য, নীচ তুমি!

[ রত্না কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে স্থির সংকল্প নেবে। Table lamp জেলে ঘুমের বড়ির শিশি থেকে সব বড়ি হাতে ঢালবে। কিচেনে গিয়ে জল নিয়ে এসে বড়ি খেতে যাবে। মনে পড়বে দরজাটা খোলা—দরজা দিতে গিয়ে প্রিয়ব্রতকে দেখে আঁত্‌কে উঠবে।

প্রিয়ব্রত ইতিমধ্যে ঘরে প্রবেশ করেছে। ]

প্রিয়। ঘুমের বড়ি খেয়ে জ্বালা জুড়োবি? এগুলো খেয়ে কারুর জ্বালা জুড়িয়েছে কখনও? এই বড়িগুলো খেয়ে কার হাত থেকে পালাতে চাস্ তুই? ( জোর ক'রে বড়ি ছিনিয়ে নিলো )

রত্না। পালাতে চাই নিজেরই হাত থেকে ছোড়দা—আর কারুর হাত থেকে নয়। আর যে পারছি না। আর আমি পারছি না ছোড়দা!

প্রিয়। আলবাৎ পারবি। পারবিনা মানে? হ্যাঁরে, ঘুমের বড়ি খেয়ে মরা এখন তোকে মানায়? আজও তোর বাবা প্যারালিটিক, মা উঠতে পারে না। আজও শিবু B A. পাশ করেনি, আজও তোর ছোট ছোট তিনটে ভাই বোন তোর মুখের দিকে চেয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে! আর তুই কিনা ঘুমের বড়ি খেতে যাচ্ছিস? Coward কোথাকার।

রত্না। Coward—না? তাহলে বল—আমাকেই বা সারা জীবন শুধু দিয়ে যেতে হবে কেন? আমি কি কারো কাছে কোন দিন কিছু পাবো না?

প্রিয়। সে দিন তোর ঘরে সাগরকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করেছিলাম! মনে আছে?

রত্না। আর আশীর্ব্বাদ কোরনা ছোড়দা! তোমার আশীর্ব্বাদ ফলে না। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম—ও আর আমি! কিন্তু সব ফুরিয়ে গেল ছোড়দা—সব ফুরিয়ে গেল। একটা গুজরাটী মেয়ে সাগরকে ভাল বাসতো। সে আমার কাছে এসে সাগরকে ভিক্ষে চাইল।

প্রিয়। দিয়েছিস তো ভিক্ষে?

রত্না। হ্যাঁ।

প্রিয়। সাবাস্। এই তো আমার বোন! আমাদের ভাইবোনকে ভগবান এক ছাঁচে ঢালাই ক'রে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ঘরের সুখের জন্য আমরা নই রে—পরের সুখের জন্য আমরা। আমরা ব্রাত্য, আমরা বাতিল।

রত্না। আমরা ব্রাত্য, আমরা বাতিল? ঠিক বলেছো! আমাদের কী কেউ নেই ছোড়দা? আমরা দান করবো—প্রতিদান

পাবোনা? আমরা কষ্ট পাব—আহা শুনতে পাব না? আমরা বুকের রক্ত দিয়ে পরের উপকার করবো, তার বদলে পাব ধিক্‌কার? আমরা কি ছোড়দা? আমরা কী?

প্রিয়। আমরা যন্ত্র।

রত্না। হ্যাঁ। আমরা যন্ত্র। টাকা রোজগারের যন্ত্র। তবে তাই হোক ছোড়দা, তাই হোক। আমরা পঙ্গু বাপ মাকে টাকা যোগাবো, জগা কামারের ছেলেকে অসময়ের কমলালেবু খাওয়াব, নিজেদের ভিক্ষালব্ধ ধন অপরকে ভিক্ষা দেব, তবু আমরা কিছু না—কেউ না।

প্রিয়। না। আমরা কেউ না। আমরা 'হ্যাঁ' নই বোন, আমরা না'।

রত্না। ঠিক ছোড়দা ঠিক। আমরা 'হ্যাঁ' নই আমরা 'না'। আমরা—না। আমরা—না—। আমরা—

( টেলিফোন বাজতে সুরু করলো )

[ খিলখিল ক'রে হাসতে লাগলো। সংগে সংগে টেলিফোন বাজছে। চুপ ক'রে রত্নার দিকে চেয়ে আছে প্রিয়তোষ। রত্না হেসেই চলেছে। টেলিফোনও বেজেই চলেছে··· রত্নাকে সবলে বুকের সংগে চেপে ধরে রেখেছে প্রিয়তোষ। দাদার বুকে মাথা রেখে হাসতে হাসতে কখন যে রত্নার হাসি কান্নায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে, তা সে নিজেই জানে না······

এর মধ্যে নিঃশব্দে সমাপ্তির পর্দা নেমে এসে দৃশ্য ও চরিত্র-গুলিকে দর্শকের চোখ থেকে আড়াল করে দিলো।